বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ (বাংলা)

শিক্ষক প্রশিক্ষণ সহায়িকা

পড়তে শিখি

পড়ে শিখি

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি ৪
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ সহায়িকা বাংলা

রচনা নূরজাহান বেগম
উত্তম কুমার ধর
শুভাশিস চক্রবর্ত্তী
নিরেশ চন্দ্র মুখার্জী লিটন
দাস
মো: শরীফ উল ইসলাম

সম্পাদনা
ড. উত্তম কুমার দাশ পরিচালক,
প্রশিক্ষণ
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

সার্বিক তত্ত্বাবধান

শাহ রেজওয়ান হায়াত
মহাপরিচালক (গ্রেড-১) প্রাথমিক
শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকাশনা

প্রশিক্ষণ বিভাগ প্রাথমিক শিক্ষা
অধিদপ্তর, ঢাকা। ডিসেম্বর,
২০২২।

মুখবন্ধ

শিক্ষা একটি চলমান ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। শিক্ষাকে বিশ্বজনীন করতে সমগ্র পৃথিবীর পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয় করা দরকার। বৈশ্বিক সূচকে ও বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পাঁচ বছরব্যাপী (২০১৯-২০২৩) কর্মপরিকল্পনাতে বাংলা ও গণিত বিষয়ের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন বা কার্যকর শিখনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো শিক্ষক। কিন্তু দেখা যায়, শিখন শেখানো কাজে শিক্ষকের যথাযথ প্রস্তুতি পরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন হয় না। আবার প্রশিক্ষণ উপকরণ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষকের মান ইত্যাদির ন্যূনতার কারণেও শিক্ষকের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ব্যাহত হয়। তাই শিক্ষকের পাঠ্যপুস্তকের বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ও কার্যকর শিখন শেখানো কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা জরুরি।

বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে ইতোপূর্বে প্রণীত বাংলা বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালকে পরিমার্জন করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে এ প্রশিক্ষণ সহায়িকায়। পড়তে শেখা ও পড়ে শেখা, ছবি পড়া ও ছবির পাঠ, লেখা শেখা, ছড়া-কবিতা-গদ্য পঠনরীতি, কবিতা, গল্প ও কথোপকথনধর্মী বিষয়ের শিখন শেখানো কৌশলের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ এই প্রশিক্ষণ সহায়িকাটি প্রথমে ধারণা এবং তারপর পাঠের ধরন অনুযায়ী প্রায়োগিক কৌশলে বিন্যস্ত। বর্তমান সহায়িকায় নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বাংলা শিখন শেখানো কার্যক্রমে প্রযুক্তির ব্যবহার। এছাড়াও পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের ভাষাদক্ষতা মূল্যায়নের নীতিমালার আলোকে গাঠনিক মূল্যায়ন সহায়িকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই সহায়িকাটি প্রণয়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও এর অধীন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ইউএসএআইডি-এর **এসো শিখি প্রকল্পের** কারিগরি সহযোগিতা রয়েছে। প্রশিক্ষণ সহায়িকাটি প্রণয়নে আধুনিকতা ও যুগের চাহিদা মেটানোর প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের প্রত্যাশা বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষকদের বাংলা বিষয়ের দক্ষতা উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ সহায়িকার মাধ্যমে পরিচালিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে শিক্ষকগণ দক্ষতার সঙ্গে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করে শিক্ষার্থীর পঠন দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়ের উৎকর্ষতা সাধন করতে পারবেন বলে আশা করা যায়।

সহায়িকাটি প্রণয়নে শিক্ষাক্রমে বর্ণিত শিক্ষার্থীর শিখনযোগ্যতা সর্বাধিক গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে একটি শৃংখলিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়েছে যা অনুমোদন করা হলো। বিষয়ভিত্তিক এই সহায়িকা প্রণয়নে যাঁরা মেধা ও নিরলস শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

শাহ রেজওয়ান হায়াত
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রসঙ্গকথা

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহার বাস্তবায়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পাঁচ বছরব্যাপী (২০১৯-২০২৩) যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যাতে বাংলা ও গণিত বিষয়ের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক ব্যতিরেকে প্রাথমিক শিক্ষার সকল পাঠ্যপুস্তকই বাংলায় রচিত। সে-কারণে বাংলা একটি বিষয়ই নয়, বরং বাংলা সকল বিষয় শেখার মাধ্যমও। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বাংলা বিষয়ের শিখন শেখানো দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে এই প্রশিক্ষণ সহায়িকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

এই প্রশিক্ষণ সহায়িকার মাধ্যমে দেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে দুইজন করে শিক্ষককে বাংলা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি ৪) এর অধীন বাংলা বিষয়ে মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ সহায়িকা প্রণয়ন এবং শিক্ষক প্রশিক্ষক সহায়িকা পরিমার্জনের পাশাপাশি মাস্টার ট্রেইনার ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

অংশীজনের মতামত ও চাহিদার ভিত্তিতে বাংলা বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়। নির্বাচিত বিষয়বস্তুর আলোকে জাতীয় পর্যায়ের দক্ষ ও অভিজ্ঞ ম্যানুয়াল প্রণেতাগণ কর্তৃক প্রশিক্ষণ সহায়িকার প্রাথমিক পরিমার্জন ও উন্নয়ন করা হয়। পরবর্তী সময়ে বাংলা বিষয়ের ব্যবহারকারী ও বিশেষজ্ঞগণের মতামত, মাঠ পরীক্ষণ (Field-Test) এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনপূর্বক চূড়ান্ত করা হয়।

এই প্রশিক্ষণ সহায়িকাটি মূলত বাংলা বিষয়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে সহায়িকাটি প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান, সংশ্লিষ্ট মেন্টর, সুপারভাইজারগণও ব্যবহার করতে পারবেন। এই সহায়িকার মাধ্যমে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যকারিতা এবং প্রশিক্ষকদের দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট ও অংশগ্রহণকারীদের পারদর্শিতা যাচাই টুলস ব্যবহারের মাধ্যমে মূল্যায়ন সম্পন্ন হবে যা সহায়িকায় সংযোজন করা হয়েছে।

এই প্রশিক্ষণ সহায়িকায় পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের প্রতিফলন রয়েছে। অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে পড়তে শেখা ও পড়ে শেখার বিষয়সহ প্রাথমিকস্তরের বাংলা পাঠ্যবইয়ের সব ধরনের বিষয়ের শিখন শেখানো কৌশলের ওপর। একইসঙ্গে প্রত্যেক ধরনের পাঠের বিষয়বস্তুর কার্যকর শিখন শেখানো কৌশল আয়ত্তের জন্য অনুশীলনমূলক কার্যক্রমের সুযোগ রাখা হয়েছে। একবারেই নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বাংলা শিখন শেখানোয় প্রযুক্তির ব্যবহার।

প্রশিক্ষণ সহায়িকা প্রণয়ন ও উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। বাংলা বিষিয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের পর শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা উন্নয়নের ওপর প্রভাব পরিমাপ বিষয়ক গবেষণা পরিচালিত হবে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ সহায়িকাটি পরিমার্জনের পথ খোলা থাকবে। এছাড়াও সহায়িকাটির অধিকতর উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে সহায়িকা পরিমার্জনে সংযোজিত করা হবে।

মেধা ও নিরলস শ্রম দিয়ে বাংলা বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ সহায়িকা প্রণয়নে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ড. উত্তম কুমার দাশ
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

সূচিপত্র

প্রথম দিন... ১৬

প্রথম অধিবেশন : পরিচিতি, প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, নিয়মাবলি ও অনুচিন্তন ১৬

দ্বিতীয় অধিবেশন : ভাষাদক্ষতা বিকাশ ....

২২ তৃতীয় অধিবেশন : বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ভাষিক কাজ ....

২৭

চতুর্থ অধিবেশন : পড়তে শেখা ও পড়ে শেখা ৩৪

দ্বিতীয় দিন ৩৮

প্রথম অধিবেশন : ধ্বনি সচেতনতা ৩৮

দ্বিতীয় অধিবেশন : বর্ণজ্ঞান ৪২

তৃতীয় অধিবেশন : শব্দজ্ঞান, পঠন সাবলীলতা ও বোধগম্যতা ৪৮

তৃতীয় দিন ৫৭

প্রথম অধিবেশন : ছবি পড়া ও ছবির পাঠ ৫৭

দ্বিতীয় অধিবেশন : লেখা শেখা ৬১

তৃতীয় অধিবেশন : লেখা শেখানোর কৌশল অনুশীলন ৬৫

চতুর্থ অধিবেশন : বর্ণ শিখন শেখানো কৌশল ৬৯

চতুর্থ দিন ৭৪

প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশন: ছড়া, কবিতা ও গদ্য পঠনরীতি। ৭৪

তৃতীয় অধিবেশন : ছড়া ও কবিতা শিখন শেখানো কৌশল ৭৯

চতুর্থ অধিবেশন : গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী বিষয় শেখানো কৌশল ৮৩

পঞ্চম দিন ৮৯

প্রথম অধিবেশন : গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী বিষয় কৌশল ৮৯
দ্বিতীয় অধিবেশন : ভাষা শিখনে সম্পূরক উপকরণ ৯০
তৃতীয় অধিবেশন : শ্রেণিকক্ষে বাংলা বিষয়ে মূল্যায়ন ৯৬
চতুর্থ অধিবেশন : বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তির ব্যবহার ১০১
ষষ্ঠ দিন ১০৬
প্রথম অধিবেশন : বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তির প্রয়োগ অনুশীলন ১০৬
দ্বিতীয় অধিবেশন : বাংলা বিষয়ে পাঠপরিকল্পনা ১০৮
তৃতীয় অধিবেশন : বাংলা বিষয়ে শিখন শেখানো অনুশীলন ১১০
চতুর্থ অধিবেশন : মুক্ত আলোচনা, প্রশিক্ষণোত্তর মূল্যায়ন ও সমাপনী ১১১

প্রশিক্ষণ সহায়িকা পরিচিতি

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহার বাস্তবায়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পাঁচ বছর ব্যাপী (২০১৯-২০২৩) যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তাতে বাংলা ও গণিত বিষয়ের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইংরেজি বিষয় ব্যতিরেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল বিষয়ই বাংলায় রচিত। সে-কারণে বাংলা একটি বিষয়ই নয়, বরং বাংলা সকল বিষয় শেখার মাধ্যম। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বাংলা বিষয়ের শিখন শেখানো দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাস্টার ট্রেইনারদের কার্যকর প্রশিক্ষণ দক্ষতা উন্নয়নের জন্য এই প্রশিক্ষণ সহায়িকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

এই প্রশিক্ষণ সহায়িকা প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো-

- শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা অর্জন করানোর জন্য প্রশিক্ষক ও শিক্ষকের দক্ষতার উন্নয়ন করা,
- বাংলা বিষয়ে মাস্টার ট্রেনারগণের প্রশিক্ষণ দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কার্যকর প্রশিক্ষণ পরিচালনায় আরও দক্ষ করে তোলা,
- শিক্ষার্থীর **পড়তে শেখা ও পড়ে শেখার** সামর্থ্য উন্নয়নে প্রশিক্ষককে আরও পারদর্শী করে তোলা,
- ভাষা শিখনে সম্পূরক উপকরণ ব্যবহারের কৌশল অনুশীলন করতে দক্ষতা বাড়ানো,
- বাংলা বিষয়ে মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োগ করার দক্ষতা বাড়ানো,
- বাংলা পাঠদানে প্রশিক্ষককে প্রযুক্তির ব্যবহারের কার্যকর দক্ষতার উন্নয়ন করা,
- প্রশিক্ষককে কার্যকরভাবে অধিবেশন পরিচালনায় দক্ষ করে তোলা।

অধিবেশন কাঠামো

প্রশিক্ষণ সহায়িকায় প্রদত্ত অধিবেশনগুলো একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোয় বিন্যস্ত। প্রথমে দিন ও অধিবেশন নম্বর; তারপর রয়েছে অধিবেশনের শিখনফল। অধিবেশন পরিচালনার জন্য যে কৌশল ও পদ্ধতি এবং উপকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে সেগুলোকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তারপর শিখনফলের ওপর ভিত্তি করে অধিবেশন পরিচালনার বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। অধিবেশন পরিচালনার সময় যে-সকল তথ্য প্রদর্শন করতে হবে তা আলাদা রঙে বক্সে আবদ্ধ করা হয়েছে। অধিবেশন শেষে মাস্টার ট্রেইনারগণের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ফলাবর্তন প্রদানের সুযোগ রাখা হয়েছে। অধিবেশন পরিচালনায় প্রশিক্ষকগণের আত্ম-মূল্যায়ন করারও প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

অংশগ্রহণমূলক উপাদান

বাংলা বিষয়ের প্রশিক্ষণকে অংশগ্রহণমূলক করার জন্য বহুবিধ প্রশিক্ষণ কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। সেই সব প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল প্রশিক্ষণ সহায়িকায় উল্লেখ করে এর পরিচালনার নীতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ সহায়িকা চূড়ান্ত হলেও এর উন্নয়নের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। উদ্দেশ্য ঠিক রেখে এর কার্যক্রমকে আরও ফলপ্রসূ উপায়ে অংশীজনের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য পদ্ধতি ও কৌশলে প্রাসঙ্গিক বৈচিত্র্য আনার সুযোগ এই প্রশিক্ষণ সহায়িকায় রাখা হয়েছে।

ا د

প্রশিক্ষণ সহায়িকার ম্যাট্রিক্স

ক্রমিক নম্বর	বিষয়বস্তুর শিরোনাম	শিখনফল	সময়	পদ্ধতি ও কৌশল	উপকরণ
১	পরিচিতি, প্রশিক্ষণের প্রত্যাশা, প্রশিক্ষণের কাঠামো	✦ পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হবেন। ✦ প্রশিক্ষণের প্রত্যাশা বলতে পারবেন। ✦ বাংলা বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন কাঠামো পর্যালোচনা করতে পারবেন।	৯০ মিনিট	লটারি, জোড়া গঠন, উপস্থাপন, মাইন্ড ম্যাপিং, আলোচনা, প্রদর্শন	শব্দকার্ড, অ্যাকটিভিটি কার্ড, পিপিটি স্লাইড, নিয়মাবলি সম্বলিত চার্ট, মূল্যায়ন টুলস, অনুচিন্তন ফরমেট
২	ভাষাদক্ষতা বিকাশ	✦ ভাষাদক্ষতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন। ভাষাদক্ষতা ✦ বিকাশের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন। শিক্ষার্থীর ✦ ভাষাদক্ষতার বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।	১০০ মিনিট	প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন. আলোচনা, দলগত কাজ, ব্যাখ্যাকরণ, উপস্থাপন, পর্যবেক্ষণ ও ফলাবর্তন	ছবি, তথ্যপত্র, বাংলা পাঠ্যপুস্তক, পিপিটি স্লাইড
৩	বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ভাষিক কাজ	✦ বাংলা পাঠ্যপুস্তকের ভাষিক কাজ চিহ্নিত করতে পারবেন। ✦ ভাষাদক্ষতা উন্নয়নে ভাষিক কাজের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন। ✦ ভাষাদক্ষতা উন্নয়নে ভাষিক কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবেন।	১৪০ মিনিট	প্রশ্নকরণ, দলগত কাজ, উপস্থাপন, প্লেনারি, কর্মপত্র পূরণ	বাংলা পাঠ্যপুস্তক, পোস্টার পেপার, মার্কার, কর্মপত্র, পিপিটি স্লাইড
৪	পড়তে শেখা ও পড়ে শেখা	✦ পড়তে শেখা ও পড়ে শেখার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন। ✦ পড়তে শেখার মৌলিক উপাদান বর্ণনা করতে পারবেন।	১০৫ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নকরণ, ব্যাখ্যাকরণ, পঠন ধাঁধাঁ, দলগত কাজ, তালিকাকরণ	ভিপকার্ড, পিপিটি স্লাইড, সাদা কাগজ
৫	ধ্বনি সচেতনতা	✦ ধ্বনি সচেতনতা কী তা বলতে পারবেন। ✦ শিখন শেখানো কার্যক্রমে ধ্বনি সচেতনতার ধারণা প্রয়োগ করতে পারবেন।	১০০ মিনিট	ব্যাখ্যাকরণ, দলগত কাজ, সিমুলেসন, উপস্থাপন	আমার বাংলা বই (প্রাক-প্রাথমিক থেকে ৫ম শ্রেণি), গল্পের হ্যান্ড-আউট, পর্যবেক্ষণ ছক, তথ্যপত্র, পিপিটি স্লাইড, ভিপকার্ড
৬	বর্ণজ্ঞান	✦ বর্ণজ্ঞান কী তা বলতে পারবেন। ✦ শিখন শেখানো কার্যক্রমে বর্ণজ্ঞানের ধারণা প্রয়োগ করতে পারবেন।	১০০ মিনিট	দলগত কাজ, আলোচনা	বাংলা বই (প্রথম শ্রেণি), পর্যবেক্ষণ ছক, তথ্যপত্র, পিপিটি স্লাইড, কর্মপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিষয়বস্তুর শিরোনাম	শিখনফল	সময়	পদ্ধতি ও কৌশল	উপকরণ
৭	শব্দজ্ঞান, পঠন সাবলীলতা ও বোধগম্যতা	✦ শব্দজ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন। পঠন ✦ সাবলীলতা অর্জনের কৌশলসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন। শিখন ✦ শেখানো কার্যক্রমে বোধগম্যতার কৌশলসমূহ প্রয়োগ করতে পারবেন। ✦ শিখন শেখানো কার্যক্রমে শব্দজ্ঞান, পঠন সাবলীলতা, বোধগম্যতার কৌশলসমূহ অনুশীলন করতে পারবেন।	১৭৫ মিনিট	দলগত কাজ, শব্দ ধাঁধাঁ, উপস্থাপন	পিপিটি স্লাইড, তথ্যপত্র, চেকলিস্ট, অডিও ক্লিপ
৮	ছবি পড়া ও ছবির পাঠ	✦ ছবি পাঠের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন। ✦ ছবির পাঠ শিখন শেখানো কৌশল অনুশীলন করতে পারবেন।	১০০ মিনিট	দলগত কাজ, মাইন্ড ম্যাপ, আদর্শ পাঠ উপস্থাপন	বাংলা বই (প্রথম থেকে ৫ম শ্রেণি), পর্যবেক্ষণ ছক, তথ্যপত্র, পিপিটি স্লাইড
৯	লেখা শেখা	✦ প্রাক-লিখনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন। লেখা ✦ শেখার ধাপগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন। ✦ পাঠ্যবইয়ের আলোকে লেখার ধরন পর্যালোচনা করে গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।	১০০ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, একক ও দলগত কাজ	সাদা কাগজ, সকল শ্রেণির পাঠ্যবই, ভিপ কার্ড, পোস্টার পেপার, পর্যবেক্ষণ ছক, তথ্যপত্র
১০	লেখা শেখানো কৌশল অনুশীলন	✦ লেখা শেখানোর বিভিন্ন কাজের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন। ✦ লেখা শেখানোর কৌশলগুলো অনুশীলন করতে পারবেন।	১১৫ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, একক ও দলগত কাজ	পিপিটি স্লাইড
১১	বর্ণ শিখন শেখানোর কৌশল	✦ বর্ণ শিখন শেখানো কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন। বর্ণ ✦ শিখন শেখানো কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন।	১০০ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, একক ও দলগত কাজ	বাংলা বই (শিশু শ্রেণি, প্রথম শ্রেণি), তথ্যপত্র, পিপিটি স্লাইড
১২	ছড়া, কবিতা ও গদ্য পঠনরীতি	✦ ছড়া ও কবিতা পঠনরীতি অনুশীলন করতে পারবেন। ✦ গদ্য পঠনরীতি অনুশীলন করতে পারবেন।	১৮৫ মিনিট	প্রশ্নকরণ, প্রদর্শন, দলগত কাজ, উপস্থাপন	সকল শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তক
১৩	ছড়া ও কবিতা শিখন শেখানো কৌশল	✦ ছড়া ও কবিতা শিখন শেখানো কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন। ✦ ছড়া ও কবিতা শিখন শেখানো কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন।	১২০ মিনিট	অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন, উপস্থাপন, দলগত কাজ, সিমুলেশন	বাংলা বই (প্রথম ও চতুর্থ শ্রেণি), কেইস স্টাডি-১ ও ২, পাঠ পর্যালোচনা ছক, পিপিটি স্লাইড
১৪	গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী বিষয় শেখানো কৌশল	✦ প্রাথমিকস্তরে গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী বিষয়ের শিখন শেখানো কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন। ✦	১৩৫ মিনিট	দলগত কাজ, প্লেনারি আলোচনা, উপস্থাপন	বাংলা বই (প্রথম-পঞ্চম শ্রেণি), তথ্যপত্র

		গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী পাঠের শিখন শেখানো কৌশল উপস্থাপন করতে পারবেন।			
১৫	গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী বিষয় শেখানো কৌশল অনুশীলন	✦ গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী বিষয়ের শিখন শেখানো কৌশল অনুশীলন করতে পারবেন।	৯০ মিনিট	পাঠ প্রদর্শন, আলোচনা, দলগত কাজ ও উপস্থাপন	তথ্যপত্র-১, সকল শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক, মাল্টিমিডিয়া, পোস্টার পেপার
১৬	ভাষা শিখনে সম্পূরক উপকরণ	✦ ভাষা শিখনে সম্পূরক উপকরণের প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবেন। ✦ ভাষা শিখনে নমুনা সম্পূরক উপকরণ তৈরি করতে পারবেন।	১৮০ মিনিট	প্রদর্শন, আলোচনা, দলগত কাজ ও উপস্থাপন	প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক, তথ্যপত্র, পোস্টার পেপার
ক্রমিক নম্বর	**বিষয়বস্তুর শিরোনাম**	**শিখনফল**	**সময়**	**পদ্ধতি ও কৌশল**	**উপকরণ**
১৭	শ্রেণিকক্ষে বাংলা বিষয়ে মূল্যায়ন	✦ শ্রেণিকক্ষে বাংলা বিষয়ে মূল্যায়নের কৌশল অনুশীলন করতে পারবেন। ✦ শ্রেণিকক্ষে বাংলা বিষয়ে মূল্যায়নের পর ফলাবর্তন প্রদান করতে পারবেন।	১৬৫ মিনিট	আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, উপস্থাপন	পিপিটি স্লাইড ও তথ্যপত্র
১৮	বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তির ব্যবহার	✦ বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তির ব্যবহার পর্যালোচনা করতে পারবেন। ✦ বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারবেন।	১৮০ মিনিট	দলগত কাজ, বির্তক প্রতিযোগিতা, উপস্থাপন	পোস্টার পেপার, মার্কার, কর্মপত্র, ল্যাপটপ, পিপিটি স্লাইড
১৯	বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তির প্রয়োগ অনুশীলন	✦ বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তির প্রয়োগ অনুশীলন করতে পারবেন।	১০৫ মিনিট	দলগত কাজ, উপস্থাপন	কর্মপত্র-২, চেকলিস্ট, ল্যাপটপ, পিপিটি স্লাইড
২০	বাংলা বিষয়ে পাঠ পরিকল্পনা	✦ পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবেন। ✦ শেখানো পরিকল্পনা অনুযায়ী উপকরণ তৈরি করতে পারবেন,	১৩৫ মিনিট	প্রশ্নোত্তর, একক কাজ, দলগত কাজ, উপস্থাপন	আর্ট পেপার, বিভিন্ন রঙের সাইনপেন
২১	বাংলা বিষয়ে শিখন শেখানো অনুশীলন	✦ বাংলা বিষয়ে শিখন শেখানো কৌশল অনুশীলন করতে পারবেন।	১০৫ মিনিট	প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, উপস্থাপন	শিখন শেখানো কার্যাবলির জন্য প্রণীত উপকরণ।
২২	মুক্ত আলোচনা, প্রশিক্ষণোত্তর মূল্যায়ন ও সমাপনী	✦ প্রশিক্ষণ বিষয়ে নিজের অভিব্যক্তি বলতে পারবেন। প্রশিক্ষণোত্তর ✦ মূল্যায়নে নিজের অবস্থান জানতে পারবেন।	৬০ মিনিট	Think-Pair-Share, প্রশ্নোত্তর, মুক্ত আলোচনা	টেনিস বল, মূল্যায়ন পত্র,

প্রশিক্ষকের করণীয়

অধিবেশন পরিচালনাকারীর করণীয়	**অধিবেশন পরিচালনার পূর্বে** ✦ শুরুতে সংক্ষিপ্ত পরিসরে জড়তাভঙ্গের জন্য কোনো আনন্দদায়ক কাজ করা ✦ তথ্যাবলি, লিফলেট ও প্রাসঙ্গিক সহায়ক তথ্য পড়া ✦ অধিবেশন পরিচালনায় সহায়কের করণীয় অংশের নির্দেশনা অনুক্রম/ ধাপ জেনে নেওয়া ✦ ব্যবহার্য উপকরণের তালিকা তৈরি করা ✦ তালিকা অনুযায়ী উপকরণ/তথ্যাদি তৈরি ও সংগ্রহ করা ✦ অধিবেশন পরিচালনার ধাপ অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে উপকরণ সাজিয়ে রাখা ✦ অধিবেশন কক্ষ পরিচ্ছন্ন ও বিন্যস্ত করা ✦ ফ্লিপচার্ট, বোর্ড, প্রজেক্টরসহ অন্যান্য উপকরণ যথাস্থানে স্থাপন করা ✦ সদস্যের সংখ্যা অনুযায়ী আসন বিন্যাস করা

অধিবেশন পরিচালনাকারীর করণীয়	**অধিবেশন চলাকালীন** ✦ অংশগ্রহণকারীদের ধারণা/ অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করা ✦ অংশগ্রহণকারীদের বলতে উৎসাহিত করা ✦ অংশগ্রহণকারীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা ✦ ধাপ অনুযায়ী অধিবেশন পরিচালনা করা ✦ সকলের সাথেসঙ্গে দৃষ্টি সংযোগ করে কথা বলা ✦ সময়ের সদ্ব্যবহার করা ✦ অংশগ্রহণকারীদের প্রতি সমান গুরুত্ব প্রদান করা ✦ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অধিবেশনের কাজ শেষ করা ✦ অধিবেশনে উদ্দীপকের ব্যবস্থা করা ✦ প্রশিক্ষণকক্ষের নিয়মাবলি প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা ✦ বাংলা বিষয়ের প্রশিক্ষণের সার্বিক উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা ✦ প্রত্যেক অধিবেশনের শিখনফল ও কার্যাবলির বিস্তারিত বিবরণ জানা ✦ প্রসঙ্গে থেকে অধিবেশনের মূল বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা ✦ প্রশিক্ষণার্থীদের কাজগুলোকে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা ✦ দলগত কাজের সময় পরিবীক্ষণ করা এবং মনে করা যে প্রশিক্ষক নিজেই দলের একজন সদস্য ✦ সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা

	✦ দল বিভাজনের জন্য আকর্ষণীয় কৌশল ব্যবহার করা ✦ দল গঠনের ক্ষেত্রে সমতার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া ✦ প্রত্যেক কাজে সকলের (নারী-পুরুষ) অন্তর্ভুক্তির সুযোগ রাখা ✦ হাসিখুশি থাকা ও কথা বলার সময় যথাযথ শারীরিক ভাষা প্রয়োগ করা ✦ শ্রবণযোগ্য স্বরে চলিত রীতিতে কথা বলা

অধিবেশন পরিচালনাকারীর করণীয়	**অধিবেশন পরিচালনার পর** ✦ পরবর্তী দিনের আসন বিন্যাস ঠিক করা ✦ উপকরণ পরবর্তী অধিবেশন পরিচালনার জন্য গুছিয়ে রাখা ✦ অধিবেশন সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা ✦ পরিচালিত অধিবেশন সম্পর্কে স্ব-অনুচিন্তন (Self-reflection) করা

অধিবেশন পরিচালনাকারীর করণীয়	**পূর্ববর্তী দিনের অধিবেশন পর্যালোচনা (দ্বিতীয় দিন থেকে)** ✦ অংশগ্রহণকারীদের দুইটি দলে ভাগ করা ✦ প্রত্যেক দলের জন্য একজন সহায়ককে মেন্টর হিসেবে কাজ করা ✦ অনুচিন্তন ছকের আলোকে অংশগ্রহণকারীর অস্পষ্টতা (ধারণাগত ও প্রায়োগিক) জানা ✦ প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা প্রদান করা ✦ পরবর্তীতে দুটি দলকে একত্রে অভিজ্ঞতার বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করা ✦ অনুচিন্তন ফরমগুলো ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষণ করা ✦ শেষ দিনে প্রত্যেককে অনুচিন্তন পুস্তিকা আকারে ফেরত প্রদান করা

বাংলা প্রশিক্ষণে ব্যবহার্য উপকরণ

সাধারণ উপকরণ

- প্রজেক্টর
- VIPP কার্ড
- পিনপুশ বোর্ড
- পোস্টার পেপার
- পাঠ পরিকল্পনা ছক
- হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার
- ফ্লিপচার্ট স্ট্যান্ড ও ফ্লিপচার্ট
- পুশপিন, ডাস্টার, নির্দেশক কাঠি ইত্যাদি

মুদ্রিত উপকরণ

- তথ্যপত্র
- বর্ণের চার্ট
- বর্ণ কার্ড
- বারাক্ষরিক চার্ট
- দিনের কর্মসূচি
- নিয়মাবলির চার্ট
- প্রশিক্ষক দক্ষতার চেকলিস্ট
- অধিবেশন পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট
- প্রাথমিকস্তরের বাংলা পাঠ্যপুস্তকের সেট
- প্রাথমিকস্তরের পরিমার্জিত বাংলা শিক্ষাক্রম
- বাংলা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকা ও শিক্ষক সংস্করণসমূহ

শব্দ পরিচিতি

শব্দ		ব্যাখ্যা
গাঠনিক মূল্যায়ন (Formative Assessment)		শ্রেণি কার্যক্রম বা শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়া চলাকালীন এ ধরনের মূল্যায়ন করা হয়। এ মূল্যায়নের মাধ্যমে শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি ও আচরণ ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়। এটি মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও শিক্ষাক্রম উন্নয়নের শক্তিশালী উপায়। ক্লাস টেস্ট, সাপ্তাহিক ও মাসিক পরীক্ষা এর অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষক এ ধরনের মূল্যায়নে প্রাপ্ত ফলাফল ব্যবহার করে প্রত্যেক শিশুর প্রয়োজন অনুযায়ী আরও কার্যকরভাবে শিখন শেখানো কার্যাবলি পরিকল্পনা ও পরিচালনা করতে পারেন।
চাহিদা যাচাই (Need Assessment)		এটি শিক্ষাক্রম উন্নয়নের প্রাথমিক ধাপ। এ ধাপে শিক্ষার সুবিধাভোগীদের সাক্ষাৎকারের/মতামত গ্রহণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ শিক্ষাক্রম সম্পর্কে তাদের চাহিদা যাচাই করা হয়।
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (NAPE)		নেপের কাজ হলো প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা। এর পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে নিয়মিত গবেষণা করা।
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB)		জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। এর প্রধান কাজ হচ্ছে প্রাথমিকস্তর থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সকল শ্রেণির শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, বিস্তরণ ও বাস্তবায়ন করা এবং পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন, মুদ্রণ ও বিতরণ করা।
ধারাবাহিক মূল্যায়ন (Continuous Assessment)		শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রে সারা বছরব্যাপী যে মূল্যায়ন করা হয় তাই ধারাবাহিক মূল্যায়ন। এরূপ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিখন অগ্রগতি যাচাই করে প্রয়োজনে ফিডব্যাক প্রদান করা হয়।
পিপিটি স্লাইড (PPT Slide)		পিপিটি স্লাইড বা পাওয়ার পয়েন্ট টেম্পলেট স্লাইড হচ্ছে একটি সফটওয়্যার, যার মাধ্যমে অডিও-ভিজুয়াল উপাদানের ব্যবহার করে বিভিন্ন তথ্য কার্যকরভাবে উপস্থাপন করা যায়।
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (DPE)		প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর হলো প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীণ একটি অধিদপ্তর। এই অধিদপ্তরের কাজ হলো প্রাথমিক শিক্ষাসংশ্লিষ্ট মাঠপর্যায়ের অংশীগণের সঙ্গে কাজের মধ্যে সমন্বয় করে শিক্ষার্থীদের মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।
ফলাবর্তন (Feedback)		ফলাবর্তন হচ্ছে কোনো সম্পাদিত কাজের মান সম্পর্কে অন্য ব্যক্তির পরামর্শ ও সহায়তার পরিকল্পনা প্রদান যার ফলে পরবর্তী সময়ে কাজটির মান উন্নয়ন করা সম্ভব হয়। প্রশিক্ষককে তার প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার সবল ও উন্নয়নযোগ্য দিক চিহ্নিত করে কীভাবে উন্নয়ন করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া।
ভিআইপিপি (VIPP)		VIPP অর্থ 'Visualization in Participatory Programmes'। খুব অল্প সময়ে কোনো একটি বিষয়ের ওপর অংশগ্রহণকারীদের মতামত জানা বা ধারণা সংগ্রহ করার একটি প্রশিক্ষণ কৌশল। একটি ভিপকার্ডে একটি আইডিয়া/বক্তব্য লিখতে হয় এবং সর্বোচ্চ তিন লাইনে লিখতে হয়। মার্কার কলম দিয়ে বড়ো করে লিখতে হবে যাতে লেখা প্রশিক্ষণ কক্ষের সবস্থান থেকে দেখা যায়।
ম্যাট্রিক্স (Matrix)		Matrix-এর বাংলা প্রতিশব্দ হলো ছাঁচ বা ছক। শিক্ষাক্রম উন্নয়নে এই শব্দটি অধিক ব্যবহৃত হয়। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রমের উপাদান যেমন- প্রান্তিক শিখনফল, সুনির্দিষ্ট শিখনফল, বিষয়বস্তু, শিখন শেখানো কার্যক্রম, মূল্যায়ন প্রভৃতি সমন্বয়ে গঠিত ছকই শিক্ষাক্রম মেট্রিক্স নামে পরিচিত।

ম্যানুয়াল (Manual)		ম্যানুয়াল হলো সহায়িকা। প্রশিক্ষকগণ এটি প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য ব্যবহার করেন।
রিফ্রেজিং, লিডিং, প্রোবিং প্রশ্ন		Rephrasing Question হলো প্রশ্নটিকে অন্য ভাবে বলা, প্রশ্নটি সহজ করে বলা, তবে প্রশ্নটির অর্থ ঠিক রাখা, যাতে প্রত্যাশিত উত্তর একই থাকে। Leading Question হলো যা প্রত্যাশিত উত্তর সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করে এবং উত্তর প্রদানে সহায়তা করে। Probing Question হলো এমন প্রশ্ন যা ঐ প্রশ্ন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য বা প্রমাণ করার প্রদত্ত উত্তর স্পষ্ট করার জন্য জিজ্ঞেস করা হয়।
শিক্ষাক্রম (Curriculum)		কোনো স্তরের/প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা সম্পর্কিত সামগ্রিক কর্মতৎপরতার পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন কৌশলই শিক্ষাক্রম।
শিক্ষা উপকরণ (Teaching Learning Material)		শিক্ষক শ্রেণিতে শিখন শেখানো কার্যক্রম ফলপ্রসূভাবে পরিচালনায় পাঠের বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট যেসব উপকরণ ব্যবহার (যেমন- ছবি, চার্ট, পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতি) করেন সেগুলোই হলো শিক্ষা উপকরণ।
শিখনক্ষেত্র (Learning Area)		শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বিকাশকে তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়। এগুলো হলো বুদ্ধিবৃত্তিক (cognitive), আবেগিক (affective) এবং মনোপেশিজ (psychomotor) ক্ষেত্র।
শিখন শেখানো কার্যক্রম (Teaching learning activity)		শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনের জন্য শিক্ষক যে শিখন পদ্ধতি বা কৌশল ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান কার্যক্রম ফলপ্রসূভাবে পরিচালনা করেন তাই শিখন শেখানো কার্যক্রম।
সহায়তাকারী/সহায়ক (Facilitator)		সুনির্দিষ্ট চাহিদা পূরণে বা পেশার উন্নয়নের জন্য পরিচালিত কার্যক্রমে নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি হলেন সহায়তাকারী বা সহায়ক বা Facilitator। অংশগ্রহণমূলক বা প্রক্রিয়ামুখী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে যিনি নেতৃত্ব দেন ও অধিবেশন পরিচালনা করেন তাকেও সহায়ক বলা হয়।
সামষ্টিক মূল্যায়ন (Summative Assessment)		শিখন প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার পর সেমিস্টার/সাময়িক পরীক্ষা বা বার্ষিক পরীক্ষা বা পাবলিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন। বছরের কোনো নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব সম্পর্কে অবহিত করাই এ ধরনের মূল্যায়নের উদ্দেশ্য।

প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কৌশল

অংশগ্রহণকারীদের মান ও সামর্থ্য, সময়, পদমর্যাদা বা কাজের ধরন বা অবস্থানভেদে প্রশিক্ষককে বিভিন্ন পদ্ধতি বা কৌশল অবলম্বন করে প্রশিক্ষণ দিতে হয়। বিশেষ করে বিষয় ও সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রশিক্ষণ পদ্ধতিরও পরিবর্তন হচ্ছে। এ কারণে প্রশিক্ষণ কৌশলগুলো সম্পর্কে জানা এবং প্রশিক্ষণে উপযুক্ত কৌশল নির্ধারণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিচে এই সহায়িকায় ব্যবহার করা হয়েছে এমন কৌশলগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জড়তামুক্তকরণ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় শুরুতে দুই ধরনের কাজ করা হয়।
এগুলো হলো–

১। জড়তামুক্তকরণ,
২। উদ্দীপনামূলক কাজ

জড়তামুক্তকরণ : অংশগ্রহণকারীদের পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং সংকোচ কাটিয়ে ওঠার জন্য জড়তামুক্তকরণের বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা হয়। এতে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে অংশগ্রহণকারীরা সাবলীলভাবে নিজেদেরকে কোনো কাজে সম্পৃক্ত করতে পারেন। উদ্দীপনামূলক কাজ : এরূপ কার্যাবলিকে প্রণোদনামূলক অনুশীলন হিসেবেও অবিহিত করা যায়। উদ্দীপনামূলক বিষয় প্রয়োগ করলে সকলের মধ্যে উৎসাহ, উদ্যোগ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। জতামুক্তকরণের মতো এর প্রয়োগ শুধু শুরুতেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রশিক্ষণ চলাকালে যেকোনো অবস্থায় উপস্থাপন করা সম্ভব।

ব্যাখ্যাকরণ ব্যাখ্যাকরণ শিখন শেখানো এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত একটি আবশ্যকীয় কৌশল। এর অর্থ হলো শিক্ষার্থীদের ও অংশগ্রহণকারীদের কাছে কোনো বিষয়কে উদাহরণসহ বোধগম্য করে তোলার জন্য বিশ্লেষণ করার কৌশল। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে সঠিক ও প্রাণবন্ত উদাহরণসহ বিষয়বস্তু উপস্থাপন করলে শিক্ষার্থীরা সহজেই বুঝতে ও আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়। প্রশিক্ষণেও এই কৌশল সমানভাবে কার্যকর।

প্রশ্নকরণ

শ্রেণিতে বা কোনো অধিবেশনে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার জন্য পারদর্শী হতে হয়। তা না হলে অধিবেশনে নিরানন্দ হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে অংশগ্রহণকারীদের দূরত্ব বেড়ে যেতে পারে। প্রশ্ন করতে কিছু নিয়ম বা কৌশল মেনে চলতে হয়। যেমন –

- ✦ সকলকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করতে হবে
- ✦ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার আগে উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে ✦ বিষয়বস্তু সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেওয়ার পর প্রশ্ন করতে হবে
- ✦ অংশগ্রহণকারীদের বয়স ও মানসিক পরিপক্বতা বিবেচনা করে প্রশ্ন করতে হবে
- ✦ প্রশ্ন করার পর উত্তর দেওয়ার জন্য যুক্তিসংগত সময় দিতে হবে
- ✦ প্রশ্ন করার সময় খেয়াল রাখতে হবে অংশগ্রহণকারী বিব্রত বা লজ্জা বা ভয় পাচ্ছে কি না
- ✦ উত্তরটি সঠিক হলে আপনার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা বাঞ্ছনীয়। বলুন 'এটি ভালো', 'আমি এটি পছন্দ করি', 'ভালো চেষ্টা করেছেন' অথবা 'মাথা নাড়ুন')। উত্তরটি পুনরাবৃত্তি করবেন না।

স্নোবলিং (Snowballing)

স্নোবলিং অনুশীলনে অংশগ্রহণকারীদের ধারাবাহিকভাবে কোনো বিষয় নিয়ে পর্যায়ক্রমে কাজ করতে দেওয়া হয়। প্রথমে এককভাবে, তারপর জোড়ায় ও ছোটদলে এবং পরিশেষে প্লেনারিতে।

প্লেনারি (Plenary) আলোচনা

যখন কোনো ক্লাস বা অডিটোরিয়ামে সব অংশগ্রহণকারী উপস্থিত থাকে তখন সেটি প্লেনারি বলা হয়। প্লেনারি ডিসকাশনা বা আলোচনা হলো সবার উপস্থিতিতে যখন কোনো বিষয় আলোচনা করা হয়। নিম্নরূপ কতিপয় বিষয় এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ- ✦ অধিবেশনের উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রশ্ন করা

- ✦ ভিন্ন উত্তরকে পরোক্ষভাবে স্বীকার করে বিতর্ক সৃষ্টি করা

- মতামতকে অন্য অংশগ্রহণকারীদের দিয়ে চ্যালেঞ্জ করানো
- যৌক্তিক চিন্তার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করা
- সবশেষে মতামতের সারসংক্ষেপ করা।

সিমুলেশন (Simulation)

সিমুলেশনের আভিধানিক অর্থ হলো ছদ্মদরূপ ধারণ। প্রশিক্ষণে সিমুলেশনকে 'সাজানো খেলা' হিসেবে অনেকেই অভিহিত করেন। এই পদ্ধতিতে সরাসরি কোনো প্রশিক্ষণের বিষয় না বলে বা প্রদান না করে সাজানো কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি করে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য অর্জনের চেষ্টা করা হয়। এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের বাস্তব জীবনের পরিস্থিতি বিবেচনায় জ্ঞান, দক্ষতা, যোগ্যতা ও আচরণিক পরিবর্তন আনয়নে সহায়তা করে। সিমুলেশন হলো বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে মিল রেখে একটি বিষয়কে সহজভাবে উপস্থাপন করা। এই ব্যবস্থায় কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে প্রশিক্ষণ কৌশল আয়ত্ত করানোর চেষ্টা করা হয়। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এই কৌশল বহুল ব্যবহৃত হয়।

দলগত কাজ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এবং শ্রেণি কাজে দলগত কাজ একটি আবশ্যকীয় কৌশল। এ কাজের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের পারস্পরিক ধারণার আদান-প্রদান বৃদ্ধি পায়। এতে সকলের মতামত দেওয়ার সুযোগ থাকে বিধায় প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর ধারণা বৃদ্ধি পায়। দলগত কাজে একজন অন্যজনকে শিখতে ও শেখাতে সাহায্য করতে পারেন। তবে শ্রেণিতে বা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে দলগত কাজ করানোর জন্য কিছু বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। যেমন –

- দলগত কাজ শুরুর আগেই করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা দিতে হবে,
- এমনভাবে দল গঠন করতে হবে যেন সব ধরনের অংশগ্রহণকারীর প্রতিনিধিত্ব থাকে,
- নির্দেশনা যাচাই করে নিতে হবে,
- এমন কৌশলে দল বিভাজন করতে হবে যেন সময় অপচয় না হয়,
- কাজের জন্য উপকরণ বিতরণ করতে হবে,
- সময় নির্ধারণ করে দিতে হবে,
- দলে কাজ করার সময় কাজ মনিটরিং করতে হবে,
- দলগত কাজ উপস্থাপন করতে হবে,
- দলগত কাজের নির্দেশনার আলোকে কাজের সারসংক্ষেপ করতে হবে।

মাইক্রো-টিচিং (Micro-teaching) মাইক্রো-টিচিং একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কৌশল। এই পদ্ধতিতে অল্প সংখ্যক অংশগ্রহণকারী নিয়ে ছোট দলে পাঠের অংশ বিশেষ নিয়ে স্বল্প সময়ে পাঠ উপস্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রে প্রতি দলের অংশগ্রহণকারীগণ পাঠের কোনো একটি অংশ উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং পাঠ উপস্থাপনের জন্য একজনকে শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত করেন। পাঠ উপস্থাপন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ পাঠের সবল দিক
ও সম্ভাব্য উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলোর উপরে গঠনমূলক ফলাবর্তন প্রদান করেন।

কখনও কখনও মাইক্রো-টিচিং-এর পাঠ উপস্থাপন ভিডিও রেকর্ড করা হয় এবং রেকর্ডকৃত ভিডিওটি উপস্থাপনকারীকে দেখিয়ে উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা হয়। সেই আলোকে পুনরায় পাঠ পরিকল্পনা ও উপস্থাপন করা হয়। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে অংশগ্রহণকারী অল্প সময়ের মধ্যেই পাঠ উপস্থাপনের দুর্বলতা দূর করে আরও দক্ষ হয়ে উঠতে পারেন। মাইক্রো-টিচিং পদ্ধতির তিনটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো– মাইক্রো-লেসন, মাইক্রো-ক্লাস ও মাইক্রো-টাইম।

মার্কেট প্লেস (Market Place)

এই কৌশলের মাধ্যমে শিখন শেখানো বা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে কোনো নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে দলগতভাবে লিখিত বা মুদ্রিত কোনো তথ্য সকল অংশগ্রহণকারীর নিকট একই সময়ে উপস্থাপন করা হয়। সাধারণত দলগত মতামত পোস্টার পেপারে, কার্ডে বা ভিজুয়াল অন্য কোনো মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়। শ্রেণিকক্ষ বা প্রশিক্ষণ কক্ষের দেয়ালে বা মেঝেতে এটি প্রদর্শন করা হয়। এর উদ্দেশ্য নিম্নরূপ–

- ✦ নির্দিষ্ট বিষয়ে মতামতের ভিন্নতা জানা এবং নিজের ধারণাকে আরও সমৃদ্ধ করা,
- ✦ দলগত ধারণা উপস্থাপনে বৈচিত্র্য আনা,
- ✦ অল্প সময়ে সকল দলের উপস্থাপন সম্পন্ন করা।

বিতর্ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে বিতর্ক আয়োজনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো কোনো নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে বিভিন্ন মতামতকে শৃঙ্খলার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করা এবং যুক্তি দিয়ে কোনো বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে 'কী করা উচিত' অথবা 'কী করতে হবে' - সেসম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা
করা।

ব্রেইনস্টর্মিং (Brainstorming)

একা বা দলগতভাবে কোনো কাজ বা সমস্যা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে উন্মুক্তভাবে চিন্তা প্রকাশের মাধ্যমে নতুন আইডিয়া বা পরিকল্পনা খুঁজে বের করাকে বলা হয় ব্রেইনস্টর্মিং। সাধারণভাবে ব্রেইনস্টর্মিং বলতে মাথা খাটানো, চিন্তার ঝড় বা আলোড়ন বুঝায়। কোন গুরুত্বপূর্ণ ধারণা, সমস্যা বা ইস্যু নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের কিছু সময় (সাধারণত ১-২ মিনিট) চিন্তা করতে বলা হয়। পরে তাদের ধারণা বলে বা লিখে প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীকে একক বা দলীয়ভাবে কাজ করে, চিন্তা করে সমাধানের পথ খুঁজতে হয়। সমাধান সঠিক বা ভুল হোক, সম্পূর্ণ বা আংশিক যা-ই হোক তা নিয়ে সমাধানের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। শিক্ষার্থীর চিন্তা করার এই প্রক্রিয়াকে মাথা খাটানো বলে। এ কৌশল পরিচালনার সময় প্রশিক্ষক বা শিক্ষককে দুটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি মেনে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। নীতি দুটি হচ্ছে সকলের মতামত না পাওয়া পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকা এবং দল থেকে অধিক সংখ্যক ধারণা বের করে আনা। এ প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত ধারণাসমূহের তালিকা পরিশোধন প্রক্রিয়ায় পরিমার্জন করা যায়।

মাইন্ড ম্যাপিং (Mind-Mapping)

যে প্রক্রিয়ায় কোনো মূল ধারণা থেকে ক্রমাগত উপধারায় অর্থপূর্ণ এবং যৌক্তিক কাঠামো মেনে বিশ্লেষণ করা হয় তাকে মাইন্ড ম্যাপিং বলে। মাইন্ড ম্যাপিং কৌশলকে মাইন্ড ম্যাপও বলা হয়ে থাকে। মাইন্ড ম্যাপিং কৌশলে অংশগ্রহণকারীগণ একক, জোড়ায় অথবা দলীয়ভাবে কাজ করতে পারে। তবে তা নির্ভর করে সহায়কের পরিকল্পনার ওপর।

ভূমিকাভিনয়

অভিনয়ের মাধ্যমে কোন পাঠ্যবিষয় উপস্থাপনের প্রক্রিয়াই হলো ভূমিকাভিনয় কৌশল। শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কার্যক্রমে বৈচিত্র্য আনয়নের উদ্দেশ্যেই এ পদ্ধতির উদ্ভব। এ পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমেও ব্যবহার করা হয়। এই কাজের সময় প্রশিক্ষক নিজেও অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে অভিনয় করতে পারেন কিংবা তিনি নির্দেশনা ও ব্যবস্থাপনার অন্তরালে থাকতে পারেন। শিক্ষণীয় বিষয় নাটকে রূপান্তরিত করে অংশগ্রহণকারীদের দিয়ে অভিনয় করালে ঐ বিষয় সর্ম্পকে স্পষ্ট ধারণা জন্মায়। সুতরাং অভিনয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঐ বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ ধারণা জন্মে। কার্যকর ভূমিকাভিনয়ে শিক্ষকের করণীয় –

- ✦ বিষয়বস্তু নির্ধারণ,
- ✦ চরিত্র সুস্পষ্ট করতে দৃশ্যপট বা কাহিনী চিত্র প্রণয়ন,
- ✦ দলীয় আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনেতা নির্বাচন,
- ✦ কথোপকথনের ভাষা, মৌখিক অভিব্যক্তি ও শারীরিক ভাষার দিকগুলোর প্রতি নির্দেশনা প্রদান; ✦ অভিনয় পরিচালনা,
- ✦ ফলাবর্তন প্রদান (শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে),
- ✦ মূল শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষার্থীর নিকট থেকে আদায়।

জিগ'স (Jigsaw)

এই কৌশল হলো সহযোগিতামূলক বা অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ব্রেইনস্টর্মিং করার সুযোগ রয়েছে। প্রথমে একটি বিষয়বস্তুকে নির্বাচন করে ৪/৫ ভাগে বিভক্ত করতে হয়। অংশগ্রহণকারীদেরও সমসংখ্যক দলে ভাগ করতে হয়। প্রতিটি দলের সদস্যদের নির্বাচিত বিষয়বস্তুর অংশ পড়ে এবং আলোচনা করে একটি বস্তুনির্ভর সারাংশ তৈরি করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এরপর একটি নতুন দল গঠন করতে হয়। খেয়াল রাখতে হয় যেন পূর্বে গঠিত দল থেকে একজন করে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক দলে থাকেন। অতঃপর অংশগ্রহণকারীগণ

নতুন দলে একজন অন্যজনকে পূর্বের বিষয়বস্তুর আলোচনা সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করেন। পূর্বের দলে ফিরে গিয়ে সামগ্রিক বা পূর্ণাঙ্গ ধারণা প্রদান করেন।

প্রশিক্ষণ সূচি

প্রথম দিন

অধিবেশন	সময়	বিষয়বস্তু
	০৯:০০-০৯:৩০	রেজিস্ট্রেশন
১	০৯:৩০-১১:০০	পরিচিতি, প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, নিয়মাবলি ও অনুচিন্তন
	১১:০০-১১:৩০	চা বিরতি
২	১১:৩০-০১:০০	ভাষাদক্ষতা বিকাশ
	০১:০০-০২:০০	মধ্যাহ্ন বিরতি
৩	০২:০০-০৩:৪৫	বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ভাষিক কাজ
	০৩:৪৫-০৪:০০	চা বিরতি
৪	০৪:০০-০৫:০০	পড়তে শেখা ও পড়ে শেখা

দ্বিতীয় দিন

অধিবেশন	সময়	বিষয়বস্তু
	০৯:০০-০৯:৩০	পূর্ব দিনের পর্যালোচনা
১	০৯:৩০-১১:০০	ধ্বনি সচেতনতা
	১১:০০-১১:৩০	চা বিরতি
২	১১:৩০-০১:০০	বর্ণজ্ঞান

	০১:০০-০২:০০	মধ্যাহ্ন বিরতি
৩	০২:০০-০৩:৩০	শব্দজ্ঞান, পঠন সাবলীলতা ও বোধগম্যতা
	০৩:৩০-০৩:৪৫	চা বিরতি
	০৩:৪৫-০৫:০০	শব্দজ্ঞান, পঠন সাবলীলতা ও বোধগম্যতা (চলমান)

তৃতীয় দিন

অধিবেশন	সময়	বিষয়বস্তু
	০৯:০০-০৯:৩০	পর্যালোচনা
১	০৯:৩০-১১:০০	ছবি পড়া ও ছবির পাঠ
	১১:০০-১১:৩০	চা বিরতি
২	১১:৩০-০১:০০	লেখা শেখানোর কৌশল
	০১:০০-০২:০০	মধ্যাহ্ন বিরতি
৩	০২:০০-০৩:১৫	লেখা শেখানোর কৌশল অনুশীলন
	০৩:১৫-০৩:৩০	চা বিরতি
৪	০৩:৩০-০৫:০০	বর্ণ শিখন শেখানোর কৌশল

চতুর্থ দিন

অধিবেশন	সময়	বিষয়বস্তু
	০৯:০০-০৯:৩০	পর্যালোচনা
১	০৯:৩০-১০:৩০	ছড়া, কবিতা ও গদ্য পঠনরীতি
	১০:৩০-১১:০০	চা বিরতি
	১১:০০ -০১:০০	ছড়া, কবিতা ও গদ্য পঠনরীতি (চলমান)
	০১:০০-০২:০০	মধ্যাহ্ন বিরতি
২	০২:০০-০৩:৩০	ছড়া ও কবিতা শিখন শেখানো কৌশল
	০৩:৩০-০৩:৪৫	চা বিরতি
৩	০৩:৪৫-০৫:০০	গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী বিষয় শেখানো কৌশল

পঞ্চম দিন

অধিবেশন	সময়	বিষয়বস্তু
	০৯:০০-০৯:৩০	পর্যালোচনা
১	০৯:৩০-১১:০০	গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী বিষয় শেখানো কৌশল (চলমান)
	১১:০০-১১:৩০	চা বিরতি
২	১১:৩০-০১:০০	ভাষা শিখনে সম্পূরক উপকরণ
	০১:০০-০২:০০	মধ্যাহ্ন বিরতি
৩	০২:০০-০৩:৩০	শ্রেণিকক্ষে বাংলা বিষয়ে মূল্যায়ন
	০৩:৩০-০৩:৪৫	চা বিরতি
৪	০৩:৪৫-০৫:০০	বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তির ব্যবহার

ষষ্ঠ দিন

অধিবেশন	সময়	বিষয়বস্তু
	০৯:০০-০৯:৩০	পর্যালোচনা
১	০৯:৩০-১১:০০	বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তি
	১১:০০-১১:৩০	চা বিরতি
২	১১;৩০-০১:০০	বাংলা বিষয়ে পাঠ পরিকল্পনা
	০১:০০-০২:০০	মধ্যাহ্ন বিরতি
	০২:০০-০৩:৪৫	বাংলা বিষয়ে পাঠ পরিকল্পনা (চলমান)
	০৩:৪৫-০৪:০০	চা বিরতি
৩	০৪:০০-০৫:০০	মুক্ত আলোচনা, প্রশিক্ষণোত্তর মূল্যায়ন ও সমাপনী

বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ

বাংলা

প্রথম দিন

[

- পরিচিতি, প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, নিয়মাবলি ও অনুচিন্তন
- ভাষাদক্ষতা বিকাশ
- বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ভাষিক কাজ
- পড়তে শেখা ও পড়ে শেখা

প্রথম দিন

প্রথম অধিবেশন : পরিচিতি, প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, নিয়মাবলি ও অনুচিন্তন

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

শিখনফল :

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হবেন।

২. প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।

৩. প্রশিক্ষণের নিয়মাবলি জেনে অনুসরণ করবেন।

৪. প্রশিক্ষণ-পূর্ব মূল্যায়নে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজের অবস্থান জানতে পারবেন।

৫. অনুচিন্তন লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : লটারি, জোড়ায় কাজ, উপস্থাপন, মাইন্ড ম্যাপিং, আলোচনা, প্রদর্শন।

উপকরণ : শব্দকার্ড, অ্যাকটিভিটি কার্ড, পোস্টার পেপার, প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য লেখা পিপিটি স্লাইড, নিয়মাবলি সম্বলিত চার্ট, প্রাক-মূল্যায়ন টুলস, অনুচিন্তন ফরমেট।

কাজ – ১ : পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হওয়া **সময় :** ৩০ মিনিট

সহায়কের করণীয়

- অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করুন এবং প্রশিক্ষণের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করুন। এই অধিবেশনে কোন কোন বিষয় নিয়ে কাজ করা হবে তা শিখনফলের আলোকে তা উল্লেখ করুন।
- অধিবেশন শুরুর পূর্বে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা অনুযায়ী নিম্নরূপ শব্দ ও বিপরীত শব্দের কার্ড তৈরি করে প্রত্যেককে লটারির মাধ্যমে একটি করে কার্ড নিতে বলুন।

গরম	ঠাণ্ডা	সোজা	বাঁকা	ছেলে	মেয়ে
প্রেম	বিরহ	মুক্তি	বন্দি	ছোট	বড়

মোটা	চিকন	লম্বা	বেঁটে	জোয়ার	ভাটা
রাত	দিন	হাসি	কান্না	নিকট	দূর
শেষ	শুরু	মরা	বাঁচা	নবীন	প্রবীণ

- প্রত্যেককে নিজ নিজ কার্ড প্রদর্শনপূর্বক জোড়া মিলিয়ে নিতে সহায়তা করুন। প্রতি জোড়ার একজনকে এসে নিম্নে উল্লিখিত কার্ড থেকে দৈব চয়নের মাধ্যমে একটি কার্ড নিতে বলুন।

পাখির ডাক	ফেরিওয়ালার অভিনয়	পাপেটের সুরে ছড়া বলা
কথোপকথন	অভিনয় করা	গল্প বলা
প্রেমের চিঠি পড়া	গান পরিবেশন করা	আবৃত্তি করা

মূকাভিনয় করা	বেদেনির অভিনয় করা	কৌতুক পরিবেশন
বাসের হেল্পারের অভিনয়	স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন	খেলার ধারাভাষ্য

- জোড়ায় একে অপরের নাম, পদবি ও কর্মস্থল জেনে নিতে এবং প্রাপ্ত কার্ডের বিষয়বস্তু কীভাবে উপস্থাপন করা যায় তা নিয়ে আলোচনা ও পরিকল্পনা করতে বলুন।
- প্রতি জোড়াকে নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচয় এবং বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপন শেষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করুন।

কাজ – ২ : প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা **সময় :** ১৫ মিনিট

সহায়কের করণীয়

- **প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য** বাক্যটি লিখে বা স্ক্রিনে প্রদর্শন করুন। বলুন যে, আমরা এখন বাংলা বিষয়ের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য জানবো। এ উদ্দেশ্যে হোয়াইট বোর্ডে নিম্নরূপ ছক এঁকে দিন।

- এই প্রশিক্ষণ থেকে আমরা কী প্রত্যাশা করি তা নিয়ে সকলকে ভাবতে বলুন। সময় দিন এবং স্ব স্ব ভাবনা নোটবুকে লিখতে বলুন। লেখা শেষ হলে অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে জেনে নিয়ে নিজে অথবা একজন অংশগ্রহণকারীর সহায়তায় বোর্ডে টাঙানো পোস্টার পেপারে লেখার ব্যবস্থা করুন। এবার পূর্বে লিখিত এ **প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য** মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শন করুন।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

- প্রাথমিক স্তরের বাংলা বিষয়ের ভাষিককাজ পর্যালোচনা করতে পারা
- ভাষাদক্ষতা অর্জনের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারা
- পাঠের ধরন অনুযায়ী শিখন শেখানো কৌশল আয়ত্ব করতে পারা
- শিখন শেখানো কাজে পড়তে শেখা ও পড়ে শেখার কৌশল প্রয়োগ করতে পারা
- ভাষা শিখনে সম্পূরক উপকরণ ব্যবহারের কৌশল অনশীলন করতে পারা
- ভাষাদক্ষতা অর্জনের কৌশল অনুশীলন করতে পারা
- বাংলা বিষয়ে শিখনকালীন মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োগ করতে পারা
- বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তির ব্যবহার কৌশল প্রয়োগ করতে পারা
- পাঠপরিকল্পনা অনুসরণ করে পাঠ উপস্থাপন করতে পারা।

- অংশগ্রহণকারীগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রত্যাশার সঙ্গে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যের সম্পর্ক স্থাপন করুন। প্রশিক্ষণ চলাকালে নতুন কোনো প্রত্যাশা/জিজ্ঞাসা ভাবনায় যুক্ত হলে তাও প্রকাশ করার সুযোগ রাখুন। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ কক্ষে দৃশ্যমান হয় এমন স্থানে **প্রত্যাশার জানালা** শিরোনামে একটি পোস্টার পেপার টানিয়ে রাখার ব্যবস্থা রাখুন। সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করুন।

কাজ – ৩ : প্রশিক্ষণের নিয়মাবলি জেনে অনুসরণ করা **সময় :** ১০ মিনিট

সহায়কের করণীয়

- **প্রশিক্ষণের নিয়মাবলি বাক্যটি** বোর্ডে লিখুন। প্রশিক্ষণ চলাকালীন পালনীয় নিয়মাবলি কী হবে তা নিয়ে চিন্তা করতে বলুন। প্রত্যেককে একটি করে নিয়ম বলতে বলুন।
- সকলের নিয়মগুলো সমন্বয় করে একটি তালিকা তৈরিতে সাহায্য করুন। প্রস্তুতকৃত নিম্নরূপ তালিকাটি প্রশিক্ষণকক্ষের এমন স্থানে টানিয়ে রাখুন যেন সকলে এটি দেখতে পান।

প্রশিক্ষণের নিয়মাবলি

- সময় মেনে চলা
- মনোযোগী হওয়া
- প্রশ্ন করতে হলে হাত তোলা
- প্রমিত চলিত রীতিতে কথা বলা
- দলগত কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা
- অন্যের কথা বলার সময় কথা না বলা
- কোনো বিষয় না বুঝলে নিঃসঙ্কোচে জানতে চাওয়া
- প্রশিক্ষণ কক্ষের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা

- ✦ প্রশিক্ষণ চলাকালীন নেমকার্ড ব্যবহার করা
- ✦ মোবাইল ফোন সাইলেন্ট মোডে রাখা

- সকলকে নিয়ম অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করুন।

কাজ – ৪: প্রশিক্ষণপূর্ব মূল্যায়নে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজের অবস্থান জানা **সময় :** ১৫ মিনিট

সহায়কের করণীয়

- **প্রশিক্ষণপূর্ব মূল্যায়ন** কথাটি বোর্ডে লিখুন। বলুন যে, আমরা প্রাথমিক স্তরের বাংলা বিষয়, শ্রেণিকক্ষে শেখানো কৌশল এবং ভাষাদক্ষতা উন্নয়নে আমাদের করণীয় সম্পর্কে কতটুকু ধারণা নিয়ে প্রশিক্ষণে এসেছি সেটা জানতে প্রাক-মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করব।
- অংশগ্রহণকারীগণের প্রত্যেককে একটি করে প্রাক-মূল্যায়ন শিট/প্রশ্নপত্র প্রদান করুন। প্রশ্নের নিচে ফাঁকা জায়গায় উত্তর লিখতে হবে। মূল্যায়ন শিট বিতরণের পর থেকে ১০ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিন।
- সকলকে মূল্যায়ন শিট বিতরণ করুন। নির্ধারিত সময় শেষে উত্তরপত্র গ্রহণ করুন এবং অবসর সময়ে তা মূল্যায়ন করে নম্বর প্রদান করুন। নম্বরসহ উত্তরপত্র সংরক্ষণ করুন।

কাজ – ৫ : অনুচিন্তন লিপিবদ্ধ করা **সময় :** ২০ মিনিট **সহায়কের করণীয়**

- অনুচিন্তন লিপিবদ্ধ করার ছকটি একটি পোস্টার পেপারে পুর্বেই প্রস্তুত করে রাখুন। বলুন, এই অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আমাদের ধারণাসমূহ স্পষ্ট করতে অনুচিন্তন ছক ব্যবহার সম্পর্কে জানব।
- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, প্রত্যেককে আলাদাভাবে প্রশিক্ষণের বিষয়ের ওপর অনুচিন্তন লিপিবদ্ধ করতে হবে। লেখাটি সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় হবে। প্রশিক্ষণের বিষয়ের ওপর অনুচিন্তন লিপিবদ্ধ করার নিয়মাবলি প্রদর্শন করুন। প্রয়োজনে প্রশ্নোত্তরে ধারণা প্রদান করুন।

অনুচিন্তন লিপিবদ্ধ করার নিয়মাবলি

- ✦ প্রতিদিন প্রশিক্ষণ শেষে অবসর সময়ে ২০/৩০ মিনিট সময় বেছে নেবেন।
- ✦ অনুচিন্তন লিপিবদ্ধ করার ছকটি ভালোভাবে পড়বেন।
- ✦ ঐ দিনের আলোচিত বিষয় নিয়ে একটু ভাববেন।
- ✦ আলোচিত বিষয়গুলো নিয়ে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর সামনে নিজেকে কল্পনা করবেন।
- ✦ শিক্ষার্থীদের উন্নয়নের জন্য অধিবেশনগুলোর গুরুত্ব উপলব্ধি করার চেষ্টা করবেন।
- ✦ শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা বৃদ্ধিতে বিষয়গুলো প্রয়োগ করতে কী ধরনের প্রেরণা অথবা বাধা সৃষ্টি হতে পারে তা ভেবে ছকে লিখবেন।
- ✦ লেখা হতে হবে সংক্ষিপ্ত, সুস্পষ্ট এবং প্রাসঙ্গিক।
- ✦ পরের দিন পুনরালোচনামূলক অধিবেশনে সহায়কের নির্দেশনা অনুযায়ী বিষয়টি প্লেনারিতে আলোচনা করবেন।

- যে ছকে এটি লিখতে হবে তার পোস্টার প্রদর্শন করে লেখার কৌশল ব্যাখ্যা করুন। অনুচিন্তন লিপিবদ্ধ করার জন্য নিম্নবর্ণিত প্রাসঙ্গিক কতিপয় ক্ষেত্রকে বিবেচনায় রাখতে বলুন।

> ✦ আলোচিত মূল বিষয়বস্তু কী ছিল ?
> ✦ শিক্ষার্থীর ভাষা দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিখন শেখানো কাজে এটা কতটা প্রয়োগযোগ্য বলে আপনি মনে করেন?
> ✦ আপনি বিভিন্ন ধারণা কীভাবে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করবেন?
> ✦ দিনের আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে কোনটি আপনার কাছে অস্পষ্ট ছিল?

- পরের দিন পর্যালোচনামূলক অধিবেশনে এটি উপস্থাপন করে বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করুন। **প্রাক-মূল্যায়ন সিট**

অংশগ্রহণকারীর নাম : .... রেজি. নম্বর : ....

পূর্ণমান : ১০ সময় : ১০ মিনিট

১। 'পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা' শিক্ষার্থীর কোন ভাষাদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পিত?

উত্তর :

২। ভাষার **প্রকাশমূলক** দক্ষতা কী?

উত্তর :

৩। পড়তে শেখা ও পড়ে শেখার মধ্যে ২টি পার্থক্য লিখুন। উত্তর
:

পড়তে শেখা	পড়ে শেখা
১। ২।	১। ২।

৪। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর ধ্বনি সচেতনতার জন্য কত ধরনের কাজ করানো হয়?

উত্তর :

৫। শ্রুতিলিখন অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কোন দক্ষতা বৃদ্ধি পায়?

উত্তর :

৬। শিক্ষার্থীর শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধিতে শিক্ষকের ১টি করণীয় বিষয় লিখুন।

উত্তর :

৭। পাঠে শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা আনয়নের জন্য কী কী কাজ করা হয়?

উত্তর :

৮। ভাষা শেখানোর কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রেণিতে প্রযুক্তি ব্যবহার করবেন? ২টি ক্ষেত্রের নাম লিখুন।

উত্তর :

১।

২।

অনুচিন্তন লিপিবদ্ধ করার ছক

অংশগ্রহণকারীর নাম:	রেজিস্ট্রেশন নম্বর:	তারিখ:

.... দিনের আলোচিত মূল বিষয়বস্তু কী ছিল?

- ✦
- ✦
- ✦
- ✦

শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিখন শেখানো কাজে এটা কতটা প্রয়োযোগ্য বলে আপনি মনে করেন?

- ✦
- ✦
- ✦
- ✦
- ✦

আপনি এগুলো কীভাবে প্রয়োগ করবেন?

- ✦
- ✦
- ✦
- ✦
- ✦

দিনের আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে কোনটি আপনার কাছে অস্পষ্ট ছিল এবং কেন?

- ✦
- ✦
- ✦
- ✦
- ✦

প্রথম দিন

দ্বিতীয় অধিবেশন : ভাষাক্ষদক্ষতা বিকাশ

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

শিখনফল :

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. ভাষাদক্ষতার বিকাশ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

২. ভাষাদক্ষতা বিকাশের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩. শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতার বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, প্রদর্শন, দলগত কাজ, উপস্থাপন, পর্যবেক্ষণ ও ফলাবর্তন।

উপকরণ : ছবি, পিপিটি স্লাইড, পাঠ্যপুস্তক, সহায়ক তথ্য।

কাজ – ১ : ভাষাদক্ষতার বিকাশ সম্পর্কে বলা **সময় :** ১৫ মিনিট

প্রশিক্ষকের করণীয়

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন যে, এই কাজের মাধ্যমে আমরা ভাষাদক্ষতার বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করব।
- অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন, ভাষাদক্ষতা কী? উত্তর আহ্বান করুন এবং এ সম্পর্কে ধারণা দিন।
- অংশগ্রহণকারীদের ৪/৫টি দলে ভাগ হতে বলুন। প্রত্যেক দলে ছবি/চিত্রের/বিবৃতির প্রেক্ষাপট সম্পর্কিত কর্মপত্র থেকে আলাদা করে কেটে এক সেট করে বিতরণ করুন।
- সকলকে ভালোভাবে দেখে ভাষাদক্ষতার সঙ্গে ছবিগুলোর সম্পর্ক খুঁজে বের করতে বলুন। পরে শিশুর ভাষার বিকাশের ধারার সঙ্গে সংগতি রেখে ছবির বিবৃতিগুলো পর্যায়ক্রমে সাজাতে বলুন।
- যৌক্তিকভাবে ছবি সাজানোর পর কয়েকজনের নিকট থেকে উত্তর আহ্বান করুন এবং ভাষাদক্ষতার বিকাশ সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করুন।
- ভাষাদক্ষতার বিকাশ সম্পর্কিত সহায়ক তথ্য : **১.২.১** প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করুন।

কাজ – ২ : ভাষাদক্ষতা বিকাশের কৌশল ব্যাখ্যা করা **সময় :** ৬০ মিনিট

প্রশিক্ষকের করণীয়

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন যে, ভাষার চারটি দক্ষতার মধ্যে শোনা ও পড়া গ্রহণমূলক (Receptive skills) এবং বলা ও লেখা প্রকাশমূলক দক্ষতা (Productive skills)। শুনে ও পড়ে আমরা সাধারণত তথ্য গ্রহণ করি। তথ্যপত্র থেকে এ সম্পর্কিত তথ্য (সহায়ক তথ্য : ১.২.২) পিপিটিতে উপস্থাপন করুন।
- তথ্যপত্রের সহায়তায় গ্রহণমূলক দক্ষতা অর্থাৎ শোনা ও পড়া দক্ষতা শেখানোর তিনটি পর্যায় বুঝিয়ে দিন।
- উপরে বর্ণিত পর্যায়গুলো অনুসরণ করে একটি পাঠ শোনা/পড়ার ব্যবস্থা করুন।
- প্রদর্শন শেষে অংশগ্রহণকারীগণকে চারটি দলে ভাগ করে প্রতি দলে শোনা/পড়ার তিনটি পর্যায় সম্বলিত সহায়ক তথ্য ১.২.২ এবং তৃতীয় শ্রেণির **কুঁজো বুড়ির গল্প** পাঠ (এক ছিল কুঁজো বুড়ি .... মোটা হয়ে এসো।) নির্বাচন করে দিন।
- দলে আলোচনা করে প্রাপ্ত বিষয়বস্তুটি শিখন শেখানো কার্যক্রমে শোনা/পড়া দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বর্ণিত তিনটি পর্যায়ের উপকরণ বা প্রশ্ন তৈরি করতে বলুন।
- শোনা/পড়া জন্য বর্ণিত তিনটি পর্যায়ের উপকরণ বা প্রশ্ন তৈরি করা শেষে যেকোনো একদলের একজনকে পাঠটি উপস্থাপন ও অন্যদের পর্যবেক্ষণ করতে বলুন। উপস্থাপন শেষে মুক্ত আলোচনার ব্যবস্থা করুন।
- বলুন যে, বলে ও লিখে আমরা তথ্য বা ভাব প্রকাশ করি। প্রকাশমূলক দক্ষতা অর্থাৎ বলা ও লেখা শেখানোর কৌশল আলাদা। বলার ক্ষেত্রে জোর দিতে হয় সঠিকভাবে ধ্বনি, শব্দ ও বাক্যের উচ্চারণে বা সাবলীলতায়। আর লেখার ক্ষেত্রে জোর দিতে হয় নিয়ন্ত্রিত, নির্দেশিত ও মুক্ত লেখায়।
- এবার বলার দক্ষতা বিকাশের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক থেকে ধ্বনি, শব্দ ও বাক্য উচ্চারণের কয়েকটি উদাহরণ দিন। বলুন, বলার দক্ষতার বিকাশে অনুশীলন জরুরি। এই অনুশীলন একাকী, জোড়ায় ও দলে হতে পারে।

ধ্বনি, শব্দ ও বাক্য অনুশীলনের প্রতিটি পর্যায়েই হতে পারে। যেমন, বর্ণ ও শব্দ উচ্চারণ, ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি, গল্প বলা ইত্যাদি।

- এবার বলুন, লেখার দক্ষতা বিকাশের পর্যায় তিনটি যেমন; নিয়ন্ত্রিত, নির্দেশিত ও মুক্ত লেখা। এ বিষয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।
- বলুন, প্রাথমিক স্তরে লেখার দক্ষতা বিকাশের উল্লিখিত তিনটি পর্যায় অনুসরণ করে মূলত প্রাক-লিখন ও বর্ণ লেখা, বর্ণ যুক্ত করে শব্দ লেখা, শব্দ সাজিয়ে বাক্য লেখা এবং অনুচ্ছেদ লেখার কাজগুলো করা হয়ে থাকে। প্রয়োজনে পাঠ্যবইয়ের আলোকে এবং সহায়ক তথ্য ১.২.৩ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

কাজ – ৩ : শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতার বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করা **সময় :** ১৫ মিনিট

প্রশিক্ষকের করণীয়

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, এই কাজের মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতার বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা সম্পর্কে জানব।
- সহায়ক তথ্যের (১.২.৩) আলোকে শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতার বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন।
- অধিবেশন শেষে নিচের তথ্যটি পিপিটি স্লাইডে উপস্থাপন করে বিষয়টি স্পষ্ট করুন।

শোনা, পড়া (গ্রহণমূলক দক্ষতা) বলা ও লেখা (প্রকাশমূলক দক্ষতা) ভাষাদক্ষতাগুলো একটি আরেকটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কারো শোনার/শ্রবণ দক্ষতা যাচাই করতে বলার বা লেখার দক্ষতা প্রয়োগ করতে হয়। আবার পড়ার দক্ষতা যাচাই করতে বলার ও লেখার দক্ষতা প্রয়োগ করতে হয়। তাই ভাষাদক্ষতা বিকাশে সমন্বিত কৌশল ব্যবহার করা জরুরি।

সহায়ক তথ্য : ১.২.১

ভাষাদক্ষতার বিকাশ

ভাষাদক্ষতা অর্জনে (Language acquisition) শ্রেণিকক্ষে শোনা, বলা, পড়া ও লেখার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দক্ষতাগুলো আয়ত্ত করার জন্য পর্যায়ক্রমে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ভাষা শেখানোর জন্য শ্রেণিকক্ষে প্রথমে শিশুকে ভাষা শুনতে দিতে হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের বলতে দিতে হয়। তৃতীয় পর্যায়ে ভাষার লিখিত রূপ পড়তে দিতে হয়। চতুর্থ পযায়ে শিশুকে লিখতে দিতে হয়। এভাবেই শোনা, বলা, পড়া ও লেখা অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুরা ভাষা শেখার কাজটি করে। এজন্য ভাষাদক্ষতা অনুশীলনে বেশি জোর দিতে হয়।

কোনো শিশুর যোগাযোগ ও বিকাশের ক্ষমতার জন্য ভাষাদক্ষতা অপরিহার্য। এই দক্ষতাগুলোই শিশুকে তার চারপাশের লোকজন, পরিবেশ ও শ্রেণিকক্ষে যোগযোগ করতে সহায়তা করে। ভাষাদক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে শিশু কতগুলো শব্দ নিয়মানুযায়ী একত্র করে মনের ভাব ও অনুভূতি বলে বা লিখে প্রকাশ করে।

কর্মপত্র

ছবি/চিত্রের প্রেক্ষাপট

একটি ছোট্ট শিশু একা একা কিছু একটা নিয়ে খেলা করছে।	শিশুর সঙ্গে মা কথা বলছে, কিন্তু শিশুর বলার দক্ষতা হয়নি।
শিক্ষার্থীরা নিজের ভাবনা থেকে কিছু লিখছে।	সদ্যজাত শিশুর সঙ্গে কেউ একজন কথা বলছে। শিশু শুনছে, বলতে পারছে না।
শ্রেণিতে শিক্ষকের নির্দেশনায় শিশুরা কাজ করছে।	শিশু শ্রেণিতে শিক্ষকের নির্দেশনায় শিশুরা নিজেদের খাতায় ছবি আঁকছে।
শ্রেণিতে শিক্ষক/শিক্ষিকা বই হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। শিক্ষার্থী কিছু একটা বলছে।	শ্রেণিতে শিক্ষক/শিক্ষিকা বই হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। একজন শিক্ষার্থী বই দেখে পড়ছে।
শিশুরা পরস্পর মুখোমুখি বসে কথা বলছে।	শিশুরা বই পড়ছে।
শ্রেণিতে শিক্ষক/শিক্ষিকা বই হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। শিক্ষার্থী শুনে খাতায় লিখছে।	শ্রেণিতে শিক্ষক দাঁড়িয়ে আছেন। একজন শিক্ষার্থী খাতা দেখে নিজের লেখা পড়ছে।

সহায়ক তথ্য : ১.২.২

ভাষাদক্ষতা বিকাশের কৌশল

ভাষার চারটি দক্ষতার মধ্যে শোনা ও পড়া গ্রহণমূলক (Receptive skills) এবং বলা ও লেখা প্রকাশমূলক দক্ষতা (Productive skills)। শুনে ও পড়ে আমরা সাধারণত তথ্য গ্রহণ করি। আর বলে ও লিখে আমরা গৃহীত তথ্য প্রকাশ করি। গ্রহণমূলক দক্ষতা অর্থাৎ শোনা ও পড়া দক্ষতা শেখানোর তিনটি পর্যায় রয়েছে;

- **শোনা/পড়ার আগের কৌশল :** এই পর্যায়ে শিক্ষক পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি বা শিরোনাম দেখিয়ে ছড়া বা কবিতা বা গল্পটি কী সম্পর্কে লেখা তা অনুমান (prediction) করতে দিতে পারেন।
- **শোনা/পড়ার সময়ের কৌশল :** এই পর্যায়ে শিক্ষক শোনা/পড়ার সময় পাঠটি সম্পর্কে সাধারণত ধারণা পাওয়ার জন্য পাঠের কিছু প্রশ্ন বা কথোপকথন বা মজার কোনো অংশ দিতে বা উল্লেখ করতে পারেন। শ্রুত/পঠিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা পাওয়ার জন্য পাঠে দ্রুত চোখ বুলিয়ে যাওয়া (skimming) একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। সাধারণত পাঠ সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা নিতে ও গুরুত্বপুর্ন জায়গা খুঁজে বের করতে এটি সরব পাঠের আগে করা হয়।
- **শোনা/পড়ার পরের কৌশল :** এই পর্যায়ে শিক্ষক পাঠটির মূল ধারণা বা বোধগম্যতা যাচাইয়ের জন্য কিছু প্রশ্ন বা আলোচনার ব্যবস্থা করতে পারেন। নীরব পাঠের সময় কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে (scanning) ক্ষেত্রে এটি করা হয়। এক্ষেত্রে তিন ধরনের প্রশ্ন করা হয়; সরাসরি উত্তর প্রশ্ন (Literal question), বিকল্প উত্তর প্রশ্ন (inferential question) ও মুক্ত উত্তর-প্রশ্ন (open ended question)।

প্রকাশমূলক দক্ষতা অর্থাৎ বলা ও লেখা শেখানোর কৌশল আলাদা। বলার ক্ষেত্রে জোর দিতে হয় সঠিকভাবে ধ্বনি, শব্দ ও বাক্যের উচ্চারণ বা সাবলীলতায়। আর লেখার ক্ষেত্রে জোর দিতে হয় নিয়ন্ত্রিত, নির্দেশিত ও মুক্ত লেখা। বলার দক্ষতার বিকাশে অনুশীলন জরুরি। এই অনুশীলন একাকী, জোড়ায় ও দলে হতে পারে। ধ্বনি, শব্দ ও বাক্য অনুশীলনের প্রতিটি পর্যায়েই হতে পারে। যেমন, বর্ণ ও শব্দ উচ্চারণ, ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি, গল্প বলা ইত্যাদি।

সহায়ক তথ্য : ১.২.৩

লেখার দক্ষতা বিকাশের তিনটি পর্যায়

- **নিয়ন্ত্রিত লেখা :** শিক্ষক নিয়ন্ত্রিতভাবে পূর্বনির্ধারিত বর্ণ বা শব্দ লিখতে বলতে পারেন। যেমন, নিয়ম মেনে বর্ণ লেখা ও শূন্যস্থান পূরণ করতে দেওয়া (আমি ভাত খাই)। নিয়ন্ত্রিত লেখা শুদ্ধতার জন্য করা হয়।
- **নির্দেশিত লেখা :** শিক্ষার্থী অনেকটা স্বাধীনভাবে বর্ণ বা শব্দ লিখতে পারে। যেমন, বর্ণ লেখা ও শূন্যস্থান পূরণ করতে দেওয়া (আমি ভাত ---, এখানে খাই, চাই হতে পারে)। আবার শিক্ষক কোনো ছবি দেখিয়ে কোনো একটি নির্দিষ্ট বাক্য কাঠামো অনুসরণ করে কয়েকটি বাক্য লিখতে দিতে পারেন।
- **মুক্ত লেখা :** শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে শব্দ ও বাক্য লিখতে পারে। কোনো একটি গল্প বা কবিতা পড়ানোর পর এটি নিজের ভাষায় বর্ণনা লিখতে দিতে পারেন। আবার গল্প বা কবিতার নির্দিষ্ট কোনো চরিত্রের জায়গায় **তুমি হলে কী করতে?** এমন প্রশ্নের উত্তর লিখতে দিতে পারেন।

প্রাথমিক স্তরে লেখার দক্ষতা বিকাশের উল্লিখিত তিনটি পর্যায় অনুসরণ করে মূলত প্রাক-লিখন ও বর্ণ লেখা, বর্ণ যুক্ত করে শব্দ লেখা, শব্দ সাজিয়ে বাক্য লেখা ও অনুচ্ছেদ লেখার কাজগুলো করা হয়ে থাকে।

শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা

- ✦ প্রাক-প্রাথমিক স্তরে শিশুর বয়স অনুযায়ী ভাষার বিকাশের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। এই স্তরে ভাষাদক্ষতা শোনার ও বলার দক্ষতা উন্নয়নে জোর দিতে হবে।
- ✦ প্রাথমিক স্তরের প্রারম্ভিক পর্যায়ে (প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি) ভাষাদক্ষতা শোনা ও বলার প্রতি জোর দিতে হবে। এরপর ধীরে ধীরে পড়া ও লেখার প্রতি জোর দিতে হবে।
- ✦ প্রাথমিক স্তরের শেষের দিকে গ্রহণমূলক ভাষাদক্ষতা বা শোনার ও পড়ার সঙ্গে প্রকাশমূলক ভাষাদক্ষতা বা বলার ও লেখার সমন্বয় করতে হবে।

প্রথম দিন
তৃতীয় অধিবেশন : বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ভাষিক কাজ

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

শিখনফল :

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. বাংলা পাঠ্যপুস্তকের ভাষিক কাজ চিহ্নিত করতে পারবেন।
২. ভাষাদক্ষতা উন্নয়নে ভাষিক কাজের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৩. শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা উন্নয়নে ভাষিক কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, উপস্থাপন, প্লেনারি আলোচনা।

উপকরণ : পিপিটি স্লাইড, বাংলা পাঠ্যপুস্তক (২য় থেকে ৫ম শ্রেণি), পোস্টার পেপার, মার্কার, কর্মপত্র।

কাজ – ১ : বাংলা পাঠ্যপুস্তকের ভাষিক কাজ চিহ্নিত করা **সময় :** ৩০ মিনিট

প্রশিক্ষকের করণীয়

✦ অংশগ্রহণকারীদের বলুন যে, এই অধিবেশনে বাংলা পাঠ্যপুস্তকের ভাষিক কাজ চিহ্নিত এবং বাংলা পাঠ্যপুস্তকের ভাষিক কাজের গুরুত্ব আলোচনা করা হবে।

- **'ভাষিক কাজ কী?'** প্রশ্নটি বোর্ডে লিখে প্রদর্শন করে প্রশ্নটি সম্পর্কে সকলকে চিন্তা করতে বলুন। পাশের জনের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ দিয়ে পর্যায়ক্রমে উত্তর আহ্বান করুন। উত্তরগুলো সংক্ষেপে বোর্ডে লিখুন।
- উত্তর পাওয়ার পর অংশগ্রহণকারীগণের প্রদত্ত ধারণার সঙ্গে মিল রেখে 'ভাষিক কাজ কী' এ বিষয়ে নিম্নরূপ বিবৃতি প্রদান করুন।

> ভাষিক কাজ হলো ভাষার দক্ষতা উন্নয়ন সম্পর্কিত কাজ। শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলা বিষয়ের শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার সময় যেসকল কাজ সম্পাদন করানো হয় সেগুলোই ভাষিক কাজ। যেমন– পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা, শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করা, ইত্যাদি।

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, নমুনা ভাষিক কাজ পাঠ্য বইয়ের অনুশীলনী অংশে সন্নিবেশিত থাকে। এছাড়া শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা উন্নয়নের প্রয়োজনে শিক্ষক নিজেও নানাভাবে ভাষিক কাজ বা ভাষার দক্ষতা উন্নয়ন হয় এমন কাজ দিয়ে থাকেন।
- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, এখন আমরা দলগতভাবে একটি শ্রেণির একটি পাঠে কী কী ভাষিক কাজ দেওয়া আছে তার তালিকা তৈরি করব। দলের জন্য শ্রেণি ও পাঠ নিম্নরূপভাবে বণ্টন করে দিন।

দল	শ্রেণি	বিষয়
১	তৃতীয়	আমাদের এই বাংলাদেশ
২	তৃতীয়	একাই একটি দুর্গ

৩	পঞ্চম	কাঞ্চনমালা আর কাঁকনমালা
৪	পঞ্চম	ঘাসফুল

(বি.দ্র. : পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন হলে পাঠের ধরন ঠিক রেখে বিষয় পরিবর্তন করতে হবে।)

- অংশগ্রহণকারীগণকে চার দলে ভাগ হয়ে বসতে বলুন। প্রত্যেক দলকে পোস্টার পেপার, মার্কার ও সংশ্লিষ্ট বই বিতরণ করুন। পোস্টার পেপার বিতরণের সময় খেয়াল রাখুন একই শ্রেণির ওপর কাজ করা দল যেন একই রঙের পোস্টার পেপার পায়। বলুন, শুধু ভাষিক কাজের বা মূল্যায়ন পদের নির্দেশনার ধরন লিখতে হবে। যেমন– পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা, শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করা, ইত্যাদি।

- শ্রেণিভিত্তিক কাজ পাশাপাশি রেখে চার দলের কাজই একসঙ্গে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করুন যেন সকলেই সব দলের কাজ একইসঙ্গে দেখতে পান। নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর আহ্বান করুন- – শ্রেণি এক হলেও দুটি বিষয়বস্তুতে ভাষিক কাজ একই কি না? সম্ভাব্য উত্তর : না।
  – দল ১-এর কোনো ভাষিক কাজ বা মূল্যায়ন পদ দল ২-এ নেই ? সম্ভাব্য উত্তর : যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণ।
  – দল ২-এর কোনো ভাষিক কাজ বা মূল্যায়ন পদ দল ১-এ নেই? সম্ভাব্য উত্তর : বিপরীত শব্দ। – তৃতীয় শ্রেণিতে **একাই একটি দুর্গ** গল্পে যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণের এবং **আমাদের এই বাংলাদেশ** কবিতায় বিপরীত শব্দ শেখানোর সুযোগ ও প্রয়োজনীয়তা আছে কি না? সম্ভাব্য উত্তর : হ্যাঁ

- একইভাবে দল ৩ ও দল ৪ কর্তৃক প্রণীত ৫ম শ্রেণিতে ভাষিককাজের ভিন্নতা এবং উপরের শ্রেণিতে ভাষিককাজের কাঠিন্য প্রশ্নোত্তরে পর্যালোচনা করে ধারণা স্পষ্ট করুন। নিচের তথ্যটি প্রদর্শন করুন ও পড়ে এ সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করুন।

> আমরা অনেকে মনে করি, একটি পাঠের বা বিষয়বস্তুর জন্য অনুশীলনীতে যে-সকল ভাষিক কাজ রাখা হয়েছে কেবল সেগুলো অনুশীলন করাতে পারলেই শিক্ষার্থীর শেখা হয়ে যাবে। আসলে বিষয়টি তা নয়। কোনো বিষয়ের জন্য ঐ শ্রেণিতে যতগুলো ভাষিক কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে, প্রত্যেক পাঠ্যাংশে সম্ভাব্য সব ধরনের ভাষিক কাজ শিক্ষার্থীকে অনুশীলন করানো আবশ্যক। যেমন **আমাদের এই বাংলাদেশ** অনুশীলনীতে বিপরীত শব্দ এর অনুশীলন নেই। কিন্তু **একাই একটি দুর্গ** গল্পে বিপরীত শব্দের অনুশীলন রাখা হয়েছে। এখানে এমনটি ভাবার অবকাশ নেই যে, **একাই একটি দুর্গ** গল্পে বিপরীত শব্দ শিখলেই তৃতীয় শ্রেণির সকল শব্দ ও বিপরীত শব্দ শেখা সম্পূর্ণ হবে। সে কারণে শিক্ষার্থীর বাংলা বিষয়ে ভাষিক কাজের অনুশীলনের জন্য শিক্ষককে একটি পরিকল্পনা ঠিক করে নিতে হবে।

কাজ – ২ : ভাষাদক্ষতা উন্নয়নে ভাষিক কাজের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা **সময় : ২৫ মিনিট**

প্রশিক্ষকের করণীয়

- অংশগ্রহণকারীদের আগের চার দলে কাজ করতে হবে বলুন। অংশগ্রহণকারীদের আগের কাজের সঙ্গে মিল রেখে নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে এই অংশের সূচনা করুন।

  – একটিমাত্র গল্প বা কবিতার যুক্তবর্ণ ভেঙে দেখালে বা যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ ও বাক্য লেখার অনুশীলন করালে পাঠের সব বিষয়ে (কবিতা/গল্প/প্রবন্ধ) শিক্ষার্থীর যুক্তবর্ণ সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট হয় কি না? কেন?

– অনুরূপভাবে একটিমাত্র বিষয়ে শব্দ ও বিপরীত শব্দ চর্চা করালে পাঠের সব বিষয়ে (কবিতা/গল্প/প্রবন্ধ) শিক্ষার্থীর এ সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট হয় কি না? কেন?

- সহায়ক তথ্যে প্রদত্ত শ্রেণিভিত্তিক ভাষিক কাজের কর্মপত্র নিম্নরূপভাবে বণ্টন করে দিন।

দল-১	দল-২	দল-৩	দল-৪
দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি

- কর্মপত্রে ভাষিক কাজের পাশের কলামে কোনো নির্দিষ্ট ভাষিক কাজ ভাষার কোন কোন দক্ষতা বৃদ্ধির/উন্নয়নের/মূল্যায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তা দলগত আলোচনা করে লিখতে বলুন।
- দলগত কাজ শেষে এমন কৌশল ব্যবহার করুন যেন প্রত্যেক দলের সদস্য অপরাপর দলের কাজ দেখার সুযোগ পান। অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নোট নিতে বলুন।
- অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করুন
  – দ্বিতীয় শ্রেণির প্রথম ৭টি ভাষিক কাজে কতবার শোনার/বলার/পড়ার/লেখার দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে?
  (সম্ভাব্য উত্তর : প্রথম দল থেকে গণনা করে বলবেন : বলা-৪, পড়া-৩, লেখা-৫) –
  একটি পাঠে শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতার অনুশীলন বাড়ানোর জন্য কী করা দরকার?
  (সম্ভাব্য উত্তর : অধিক সংখ্যক ভাষিক কাজের অনুশীলন করাতে হবে)

কাজ – ৩ : শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা উন্নয়নে ভাষিক কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা **সময় :** ৫০ মিনিট

প্রশিক্ষকের করণীয়

- অংশগ্রহণকারীদের পূর্বের দলে বসতে বলুন। বলুন, এখন আমরা দলের জন্য নির্ধারিত শ্রেণির একটি বিষয়ের পাঠ্যাংশের ওপর (ছড়া/কবিতা/গল্প/ কথোপকথন) সামগ্রিক ভাষিক কাজ দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ অনুশীলনী অংশ তৈরি করব। দলে পোস্টার পেপার, মার্কার, স্কেল বিতরণ করুন। অংশগ্রহণকারীদের দলভিত্তিক কাজ নিম্নরূপভাবে বণ্টন করুন।

দল	শ্রেণি	বিষয় ও পাঠ্যাংশ
২	দ্বিতীয়	জলপরি ও কাঠুরে (এক বনে .... সে কাঁদতে লাগল।)
৩	তৃতীয়	তালগাছ (তাল গাছ............................ পাবে পাখা সে।)
৪	চতুর্থ	বাংলার খোকা (দিনে দিনে .... আবদার পূরণ করেন।)
৫	পঞ্চম	অপেক্ষা (রুমা আর রুবা .... চারদিক।)

- প্রত্যেক দলে নির্দিষ্ট শ্রেণির একটি করে ভাষিক কাজের পূর্বের কর্মপত্র প্রদান করুন। নির্ধারিত শ্রেণির পাঠ্যাংশটি শিখন শেখানো কাজের সময় কোন কোন ভাষিক কাজ করানো সম্ভব প্রথমে তার পাশের ঘরে টিক চিহ্ন দিতে বলুন। তারপর ভাষিক কাজের তালিকার ওপর ভিত্তি করে পাঠ্যাংশের ওপর পূর্ণাঙ্গ অনুশীলনী অংশ তৈরি করতে বলুন।
- প্রত্যেক দলের কাজ উপস্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করুন। শ্রেণিভিত্তিক ভাষিক কাজ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে অনুশীলনী অংশ প্রণয়ন করা হয়েছে কি না এ বিষয়ে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনার সূত্রপাত করুন।

শ্রেণিভিত্তিক ভাষিক কাজের (অনুশীলনীতে প্রদত্ত কাজ) তালিকা শিখন শেখানো কাজে চেকলিস্ট হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এই তালিকাটি ধরে প্রত্যেক পিরিয়ডে পাঠের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করলে বৈচিত্র্য যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি শিক্ষার্থীর ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধিতেও সহায়ক হবে।

- অধিবেশনের সার-সংক্ষেপ করুন। ধারণা স্পষ্ট করতে প্রশ্ন আহ্বান করুন এবং সকলকে ধন্যবাদ দিন।

কর্মপত্র ভাষিক কাজ

(অনুশীলনীতে প্রদত্ত কাজ) দ্বিতীয় শ্রেণি

ভাষিক কাজ	**যে ভাষাদক্ষতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট**
মুখে মুখে উত্তর বলা ও লেখা	
ছবি দেখে শব্দ বলা ও লেখা	
যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা ও যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ বলা ও পড়া	
বর্ণজট ও শব্দজট	
পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা	
শব্দের অর্থ বলা ও লেখা	
খালি ঘরে শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করা	
পড়া ও নিজের ভাষায় বলা	
ছবির নিচে শব্দ লেখা	
ঠিক শব্দ দিয়ে বাক্য বলা ও লেখা	
মিল করা	
পাঠ থেকে উত্তর বাছাই করে বলা ও লেখা	
কবিতা আবৃত্তি করা	

মুখে মুখে গল্প বলা	
বিপরীত শব্দ বলা ও লেখা	
শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করা	
শব্দের বহুবচন করা	
বিরাম চিহ্নের ব্যবহার	
কোনো বিষয় সম্পর্কে বাক্য লেখা	
ছবি দেখে গল্প তৈরি করা	

ভাষিক কাজ

(অনুশীলনীতে প্রদত্ত কাজ)

তৃতীয়
শ্রেণি

ভাষিক কাজ	**যে ভাষাদক্ষতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট**
ছবি দেখে ভাবা, বাক্য বলা ও লেখা	
পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা	
শব্দের অর্থ বলা ও লেখা	
খালিঘরে শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করা	
পড়া ও নিজের ভাষায় বলা	
মুখে মুখে উত্তর বলা ও লেখা	
ছবির নিচে শব্দ লেখা	
যুক্তবর্ণ ভে□ লেখা	
যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ বলা ও পড়া	
মিল করা	
পাঠ থেকে উত্তর বাছাই করে বলা ও লেখা	
কবিতা আবৃত্তি করা	
মুখে মুখে গল্প বলা	
নামবাচক শব্দ বলা ও লেখা	
বিপরীত শব্দ বলা ও লেখা	
শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করা	
একই অর্থের শব্দ জানা	
বিরাম চিহ্নের ব্যবহার	
কোনো বিষয় সম্পর্কে বাক্য লেখা	
শব্দ খুঁজে মালা বানানো	
প্রশ্ন তৈরি করা ও উত্তর লেখা	
বাক্য জুড়ে বাক্য তৈরি করা	
ছক পূরণ করা	
ক্রমবাচক শব্দ বলা	

ভাষিক কাজ

(অনুশীলনীতে প্রদত্ত কাজ)

বানান ও অর্থের পার্থক্য করা	
সংকেত জেনে নেওয়া	
ছবি দেখে গল্প তৈরি করা,	

চতুর্থ
শ্রেণি

ভাষিক কাজ	**যে ভাষাদক্ষতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট**
পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা	
শব্দের অর্থ বলা ও লেখা	
খালি ঘরে শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করা	
প্রশ্ন তৈরি করা	
বিপরীত শব্দ বলা ও লেখা	
বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তথ্য চিহ্নিত করা	
পদ চিহ্নিত করা	
অনুচ্ছেদ লেখা	
ছক/ফরম পূরণ করা	
ছড়া ও কবিতা লেখার চেষ্টা করা	
বহু নির্বাচনী নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন	
সংখ্যাবাচক শব্দ চিহ্নিত করা	
তারিখবাচক শব্দ পড়া ও লেখা	
মূলভাব বলা ও লেখা	
পড়া ও নিজের ভাষায় বলা	
চিঠি সম্পর্কে জানা ও লেখা	
মুখে মুখে উত্তর বলা ও লেখা	

ভাষিক কাজ

(অনুশীলনীতে প্রদত্ত কাজ)

যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দ বলা ও পড়া	
কোনো বিষয় নিয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা করা	
কোনো বিষয়ের ওপর অভিনয় করে দেখানো	
মুখে মুখে গল্প বলা	
কবিতা আবৃত্তি করা	
বিরাম চিহ্নের ব্যবহার	
বানান ও অর্থের পার্থক্য করা	
সংকেত জেনে নেওয়া	

পঞ্চম শ্রেণি

ভাষিক কাজ	**যে ভাষাদক্ষতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট**
পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা	
শব্দের অর্থ বলা ও লেখা	
খালিঘরে শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করা	
প্রশ্নগুলো উত্তর বলি ও লিখি	
প্রশ্ন তৈরি করা	
বিপরীত শব্দ বলা ও লেখা	
পদ চিহ্নিত করা	
অনুচ্ছেদ লেখা	
ছক/ফরম পূরণ করা	
ভাষার সাধু ও চলিত রূপ	

ভাষিক কাজ
(অনুশীলনীতে প্রদত্ত কাজ)

ক্রিয়ার কাল শনাক্ত করা	
বহু নির্বাচনী নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন	
মূলভাব বলা ও লেখা	
তুলনা করা	
পড়া ও নিজের ভাষায় বলা	
মুখে মুখে উত্তর বলা ও লেখা	
যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা	
যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ বলা ও পড়া	
মুখে মুখে গল্প বলা	
কবিতা আবৃত্তি করা	
বিরাম চিহ্নের ব্যবহার	
বানান ও অর্থের পার্থক্য করা	
সংকেত জেনে নেওয়া	
ছবি দেখে গল্প তৈরি করা	

।

প্রথম দিন

চতুর্থ অধিবেশন : পড়তে শেখা ও পড়ে শেখা

সময় : ১ ঘণ্টা শিখনফল

:

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. পড়তে শেখা ও পড়ে শেখার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২. পড়তে শেখার মৌলিক উপাদানগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, পঠন ধাঁধা, দলগত কাজ।

উপকরণ : ভিপকার্ড, পিপিটি স্লাইড, মাল্টিমিডিয়া সাদা কাগজ।

কাজ – ১ : পড়তে শেখা ও পড়ে শেখার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা **সময় :** ৪০ মিনিট

প্রশিক্ষকের করণীয়

- অধিবেশন শুরুর আগেই অংশগ্রহণকারীদের দলে বসার ব্যবস্থা করুন। বলুন যে, এই অধিবেশনে 'পড়া বা পাঠ করা বলতে কী বোঝায়, পড়তে শেখা (learn to read) এবং পড়ে শেখা (read to learn) এবং পড়ার ৫টি মৌলিক উপাদান'-এর সঙ্গে পরিচিতি এবং এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।'
- প্রথম পিপিটি দেখিয়ে অংশগ্রহণকারীদের বলুন যে, এখানে একটি বাক্য দেওয়া আছে, আমরা সবাই একটু পড়ার চেষ্টা করি। পড়তে না পারার কারণ বলতে বলুন। বলে দিন, বর্ণ বা চিহ্নের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে পাঠোদ্ধার করা সম্ভব না।

방록 이록 록록 을수

- এবার দ্বিতীয় পিপিটি স্লাইডের মাধ্যমে প্রতিটি বাংলা বর্ণের সঙ্গে চিহ্নের সম্পর্ক বলুন। বর্ণ বা চিহ্নের সঙ্গে সংযোগ করতে বলুন। এরপর আগের বাক্যটি প্রদর্শন করুন এবং প্রথম বাক্যটি পড়তে বলুন।

য - 방 ত - 록 ম - 이 প - 을 থ - 수

- এবার তৃতীয় পিপিটি দেখিয়ে বর্ণ বা চিহ্নের সঙ্গে পরিচয় ঘটার কারণে বাক্যটি নিম্নরূপভাবে পড়তে পারার কারণ বলতে বলুন। প্রয়োজনে তথ্যপত্রের আলোকে ব্যাখ্যা প্রদান করুন।

যত মত তত পথ

- চতুর্থ পিপিটি দেখিয়ে অংশগ্রহণকারীদের নিম্নে প্রদত্ত বাক্যটি প্রদর্শন করুন। সবাইকে পড়ে বাক্যটির অর্থ বলতে বলুন। এ পর্যায়ে অর্থ না বলতে পারার কারণ পরস্পর আলোচনা করে বলতে বলুন।

যত মত হবম পথ

- নিচের তথ্যের আলোকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণকে ধারণা স্পষ্ট করুন।

> বর্ণ বা চিহ্নের সঙ্গে পরিচয় থাকার কারণে পাঠোদ্ধার করতে পারলেও একটি শব্দের অর্থ না জানার কারণে পড়ে বুঝতে পারা সম্ভব নয়। সুতরাং পড়ে বুঝতে হলে প্রতিটি শব্দের অর্থ জানা আবশ্যক।

।

- **পড়া বলতে আমরা কী বুঝি** তা পরস্পর আলোচনা করে সংক্ষেপে খাতায় লিখতে বলুন।
- অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত মূল শব্দগুলো বোর্ডে লিখুন। তথ্যের পুনরাবৃত্তি পরিহার করে প্রাপ্ত ধারণার আলোকে পড়া বা পাঠ করা বলতে কী বোঝায় তা সহায়ক তথ্য ২.১.১ এর আলোকে আলোচনা করুন।
- এবার অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন যে, **পড়তে শেখা** ও **পড়ে শেখা** বলতে আমরা কী বুঝি ? কয়েকজন অংশগ্রহণকারীর নিকট থেকে উত্তর আহ্বান করুন। প্রশ্নোত্তরে সহায়ক তথ্য ২.১.২ এর আলোকে এ সম্পর্কিত ধারণা ব্যাখ্যা করুন।
- এবার নিচে প্রদত্ত দুটি পাঠের অংশবিশেষ দেখিয়ে অংশগ্রহণকারীদের বলতে বলুন যে, কোনটি **পড়তে শেখা** এবং কোনটি **পড়ে শেখার কাজ** এবং কেন? প্রশ্নোত্তওে ধারণা দিন।

১ম শ্রেণির পাঠের ছবি

আমার বাংলা বই

পাঠ ১৯

বর্ণ শিখি : ক খ গ ঘ ঙ

শুনি ও বলি

কল থেকে জল পড়ে। কল ক

খই খাই মজা করে। খই খ

গম ভেঙে আটা পাই। গম গ

ঘর থেকে মাঠে যাই। ঘর ঘ

লাঙল নিয়ে চলছে চাষি। লাঙল ঙ
সবুজ খেতে ধানের হাসি।

৩য় শ্রেণির পাঠের ছবি

৩২

কুঁজো বুড়ির গল্প

এক ছিল কুঁজো বুড়ি। বুড়ির ছিল তিনটি কুকুর। রঙ্গা, বঙ্গা আর ভুতো। বুড়ি ঠিক করল নাতনির বাড়ি যাবে। তাই রঙ্গা, বঙ্গা আর ভুতোকে ডাকল। বলল, তোরা বাড়ি পাহারা দে। আমি নাতনিকে দেখে আসি।

কুকুর তিনটা বলল, আচ্ছা।

বুড়ি রওয়ানা হলো। লাঠি ঠুক ঠুক করে কুঁজো বুড়ি চলল। খানিক দূরে যেতেই এক শেয়ালের সঙ্গে বুড়ির দেখা। শেয়াল বলল, আমার খুব খিদে। বুড়ি, তোমাকে আমি খাব। বুড়ি বুদ্ধি করে বলল, আমাকে এখন খেয়ো না। আমার গায়ে কি মাংস আছে? আগে নাতনির বাড়ি যাই। খেয়েদেয়ে মোটাতাজা হয়ে আসি। তখন বরং খেয়ো। শেয়াল বলল, ঠিক আছে। তবে তাই যাও, মোটাতাজা হয়ে এসো।

বুড়ি সামনে এগিয়ে চলে। সে লাঠি ঠুক ঠুক করে যায় আর যায়। হঠাৎ এক বাঘ সামনে এসে বলল, হালুম! বুড়ি, তোমাকে আমি খাব। আমার খুব খিদে। বুড়ি দেখে, এ তো মহা মুশকিল। বাঘকে একই কথা বলে সে। বাঘ দেখল বুড়ির কথা মিছে নয়। বলল, তবে যাও। কিন্তু ফিরে আসতে হবে, হ্যাঁ।

আবার কুঁজো বুড়ি পথ চলে। আস্তে আস্তে লাঠিতে ভর দিয়ে। এক সময় নাতনির বাড়ি পৌঁছে গেল বুড়ি। নাতনির বাড়িতে কদিন মজার মজার খাবার খেল। তাতে বুড়ি অনেক মোটা হলো। বুড়ি মহাচিন্তায় পড়ল। এবার ফিরবে কীভাবে? বুড়ি নাতনিকে সব কথা খুলে বলল। নাতনি বলল, চিন্তার কিছু নেই। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

১০২

কাজ – ২ : পড়তে শেখার মৌলিক উপাদানসমূহ বর্ণনা করা **সময় :** ২০ মিনিট

প্রশিক্ষকের করণীয়

- অংশগ্রহণকারীগণের নিকট হতে পড়ার উপাদানসমূহ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জেনে নিন।
- এবার সহায়ক তথ্য : ১.৪.৩ উপস্থাপনের মাধ্যমে শিশুদের পড়ার দক্ষতা উন্নয়নে পড়ার মৌলিক পাঁচটি উপাদান আলোচনা করুন।
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন যে, পড়ার ৫টি মৌলিক উপাদানের প্রথম ২টি উপাদান অর্থাৎ ধ্বনি সচেতনতা ও বর্ণজ্ঞান পাঠোদ্ধার বা ডিকোডিংয়ে সহায়তা করে এবং বাকি ৩টি উপাদান অর্থাৎ শব্দজ্ঞান, পঠন সাবলীলতা ও বোধগম্যতা অর্থ বুঝতে সহায়তা করে। লেখার সঙ্গে পড়ার সম্পর্ক খুব গভীর।
- এবার সংক্ষেপে পুরো অধিবেশনের সার-সংক্ষেপ তুলে ধরুন। অংশগ্রহণকারীদের কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

সহায়ক তথ্য : ১.৪.১

পড়া/পঠন (Reading) **বলতে কী বোঝায়?**

'বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্নগুলোকে চিনতে পারার মাধ্যমে পাঠোদ্ধার করতে পারা এবং এর অর্থ বুঝতে পারাই হচ্ছে পড়া'

পড়া বা পাঠ করা হচ্ছে একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া যার সঙ্গে জড়িত আছে বর্ণ ও শব্দ চিনতে পারা, শব্দের অর্থ বুঝতে পারা, সাবলীলতা অর্জন এবং সম্পূর্ণ পাঠটির অর্থ উপলব্ধি করতে পারা।

পড়ার দুইটি অংশ থাকে-

- ✦ সংকেতিক চিহ্নগুলোকে বর্ণ হিসাবে চিনতে পারার মাধ্যমে শব্দ বা শব্দগুলো উচ্চারণ করতে পারা, যাকে বলা হয় পাঠোদ্ধার (Decoding)।
- ✦ লিখিত শব্দগুলোর অর্থ বুঝতে পারার মাধ্যমে সম্পূর্ণ পাঠটির অর্থ উপলব্ধি করতে পারা, যাকে বলা হয় বোধগম্যতা (Understanding)।

সহায়ক তথ্য : ১.৪.২ পড়তে শেখার

সঙ্গে পড়ে শেখার সম্পর্ক

পড়তে শেখা (learn to read)	পড়ে শেখা (read to learn)

✦ পড়তে পারার আগে এবং পড়ার সময়ের প্রচেষ্টাই হলো পড়তে শেখা। যেমন, ধ্বনি ও বর্ণ চিহ্নিত করতে পারা, কার-চিহ্ন ও ফলা চিহ্নের ব্যবহার জানা, শব্দাংশ ও শব্দ পড়া ইত্যাদি। ✦ পড়তে শেখায় বড়োদের সহায়তা প্রয়োজন। পড়তে শেখার ✦ ভিত্তি হলো দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ভাষা। পড়তে শেখা ✦ পড়ার পাঁচটি উপাদানের ওপর নির্ভরশীল। পড়তে শেখা ✦ শিক্ষার্থীকে স্বাধীন পাঠক হতে সহায়তা করে।	✦ পড়তে শেখার পরের ধাপই হলো পড়ে শেখা। পড়ার মাধ্যমে অর্থ বোঝার প্রচেষ্টাই এখানে মুখ্য। ✦ পড়ে শেখার ক্ষেত্রে বড়দের সহায়তা সব সময় প্রয়োজন হয় না। ✦ পড়ে শেখার ভিত্তি হলো লিখিত ভাষা। পড়ে শেখা ✦ পড়তে শেখার ওপর নির্ভরশীল। পড়ে শেখা ✦ শিক্ষার্থীকে স্বাধীন পাঠকে পরিণত করে।

সহায়ক তথ্য : ১.৪.৩

পড়ার মৌলিক উপাদান

- ধ্বনি সচেতনতা
- বর্ণজ্ঞান
- শব্দজ্ঞান
- পঠন সাবলীলতা
- বোধগম্যতা

।

দ্বিতীয় দিন

বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ

বাংলা

- ধ্বনি সচেতনতা
- বর্ণজ্ঞান
- শব্দজ্ঞান, পঠন সাবলীলতা ও বোধগম্যতা
- শব্দজ্ঞান, পঠন সাবলীলতা ও বোধগম্যতা (চলমান)

দ্বিতীয় দিন

প্রথম অধিবেশন :

ধ্বনি সচেতনতা

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

শিখনফল:

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. ধ্বনি সচেতনতা কী তা বলতে পারবেন।

২. শিখন শেখানো কার্যক্রমে ধ্বনি সচেতনতার ধারণা প্রয়োগ করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : ব্যাখ্যাকরণ, আলোচনা, দলগত কাজ, সিমুলেসন, উপস্থাপন।

উপকরণ : আমার বাংলা বই (প্রথম শ্রেণি), সহায়ক তথ্য, পিপিটি স্লাইড, ভিপ কার্ড।

কাজ – ১ : ধ্বনি সচেতনতা কী তা বলা **সময় :** ৩০ মিনিট

প্রশিক্ষকের করণীয়

- এই অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীগণকে স্বাগত জানান। ব্যাখ্যা করুন যে, এই অধিবেশনে 'ধ্বনি সচেতনতা'-এর পরিচিতি এবং এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।
- অংশগ্রহণকারীগণকে নিচে প্রদত্ত বাক্য দুটি কার্ডে লিখে বোর্ডে সেঁটে দিন এবং পড়ে শোনান।

> ১. সে অন্ন প্রাণী খেয়ে বাঁচে।
>
> ২. লোকটির **আভাস** অনেক দুরে।

- দুটি বাক্য পড়ে আমরা কী বুঝতে পারলাম তা কয়েকজন অংশগ্রহণকারীকে উত্তর দিতে বলুন।
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন যে, এখানে দুটি শব্দ আছে- অন্ন ও আভাস যাদের উচ্চারণ হচ্ছে অন্ন (অন্য) ও আভাস (আবাস)। সঠিক উচ্চারণ না হওয়ার কারণে এখানে অর্থের ভিন্নতা তৈরি হয়েছে বা বাক্যটি কোনো অর্থ বহন করে না।
- ধ্বনি সচেতনতা বলতে কী বোঝায় তা আলোচনা করুন। প্রয়োজনে উদাহরণ প্রদান করুন।

> ✦ পড়তে শেখার প্রথম উপদান হলো ধ্বনি সচেতনতা। ধ্বনি সচেতনতা বলতে আওয়াজ/ধ্বনি শুনে চিহ্নিত করতে পারা ও পরিবর্তন করতে পারার সামর্থ্যকে বোঝায়।
>
> ✦ ধ্বনি সচেতনতা পরিকল্পিতভাবে শেখাতে হয়।
>
> ✦ এটা সম্পূর্ণ মৌখিক।

- ধ্বনি সচেতনতার প্রয়োজন কেন তা আলোচনা করুন। অংশগ্রহণকারীদের বলুন যে, শিশুদের পড়া নির্ভর করে বিভিন্ন ধ্বনির সমন্বয়ের মাধ্যমে অর্থবোধক শব্দ তৈরি করতে পারার দক্ষতার ওপর। আবার লেখা ও সঠিক বানান নির্ভর করে একটি শব্দকে ভেঙে এর ধ্বনিগুলোকে আলাদা করতে পারার দক্ষতার ওপর। তাই পড়তে শেখার জন্য ধ্বনি সচেতনতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন যে, আমরা ধ্বনি সচেতনতার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকি। যেমন:
  - একই রকম শব্দ বা ধ্বনি অথবা ভিন্ন ভিন্ন শব্দ বা ধ্বনি চিহ্নিত করা (বউ, মউ, পাখি)

- ছন্দ হয় এমন শব্দ শনাক্ত করা (টুটি-ছুটি, পাই-যাই, সকালে-কপালে, পাতা-ছাতা)

।

- শুরুতে একই উচ্চারণ হয় এমন শব্দ (ইট, ইলিশ, ঈশান; কলম, কলস, কলা,কথা) চিনতে পারা।
- শব্দের মধ্যকার বর্ণের বা শব্দাংশের ধ্বনি শনাক্ত করা, যেমন - ইট শব্দটির মধ্যে দুইটি ধ্বনি আছে- /ই/ /ট/।
- শব্দের আদ্যাক্ষর বা প্রথম ধ্বনি শনাক্ত করা, যেমন কলম, কলা, কলস। এখানে এই ধ্বনি থেকে শব্দের আদ্যাক্ষর 'ক' চিহ্নিত হয়েছে।

- এ পর্যায়ে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করুন।

কাজ – ২ : শিখন শেখানো কার্যক্রমে ধ্বনি সচেতনতার ধারণা প্রয়োগ করা **সময় :** ৬০ মিনিট

প্রশিক্ষকের করণীয়

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, যদিও ধ্বনি সচেতনতা তৈরির জন্য অনেক কৌশল আছে। আমরা শ্রেণিকক্ষে ধ্বনি সচেতনতার জন্য প্রধানত তিন ধরনের কাজ চর্চা করব। কাজগুলো হলো- - ধ্বনি চিহ্নিতকরণ
  - ধ্বনির মিলকরণ
  - ধ্বনি বিভক্তিকরণ
- অংশগ্রহণকারীগণকে পিপিটি স্লাইডের মাধ্যমে ধ্বনি সচেতনতার তিনটি কাজের উদাহরণসহ ব্যাখ্যা প্রদান করুন।

ধ্বনি চিহ্নিতকরণ (Sound Identification): শব্দের মধ্যস্থিত প্রতিটি ধ্বনি আলাদা আলাদাভাবে চিনতে পারা ও পরিবর্তন করতে পারাই হল ধ্বনি চিহ্নিতকরণ। শুনে শুনে শব্দের ধ্বনিগুলোকে চিহ্নিত করতে পারা পড়ার একটি অন্যতম দক্ষতা।
ধ্বনি মিলকরণ (Sound Blending): ধ্বনি মিলকরণ হচ্ছে বিভিন্ন ধ্বনিগুলোকে ধারাবাহিকভাবে মিলিয়ে শব্দ তৈরি করতে পারার দক্ষতা।
ধ্বনি বিভক্তিকরণ (Sound Segmenting): ধ্বনি বিভক্তিকরণ হলো শব্দকে ভেঙে শব্দের মধ্যকার ধ্বনিগুলোকে আলাদা করতে পারার দক্ষতা।

- সহায়ক তথ্যের আলোকে ৩টি কাজে শিক্ষকের করণীয় ব্যাখ্যা করুন। অতঃপর প্রত্যেকটি কাজের জন্য শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের করণীয় সিমুলেসনের মাধ্যমে উপস্থাপন করুন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করতে সহায়তা করুন।
- অংশগ্রহণকারীদের চারটি দলে ভাগ হতে বলুন। প্রত্যেক দলে প্রথম শ্রেণির বর্ণের একটি করে পাঠ নির্বাচন করে দিন। উক্ত পাঠ থেকে শিখন শেখানো কার্যক্রমে ধ্বনি চিহ্নিতকরণ, ধ্বনি মিলকরণ ও ধ্বনি

বিভক্তিকরণের কাজ কীভাবে করতে হবে তা সহায়ক তথ্যে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে বলুন।

- দলগত কাজ শেষ হলে অংশগ্রহণকারীগণের মধ্য থেকে দৈবচয়নের মাধ্যমে যে কোনো একটি দলকে উপস্থাপন করতে বলুন।
- অন্য দলের জন্য একই প্রক্রিয়া গ্রহণ করুন। সংক্ষেপে পুরো অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় আলোচনা করুন।
- অংশগ্রহণকারীদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

সহায়ক তথ্য : ২.২.১

ধ্বনি চিহ্নিতকরণ

- ধ্বনি চিহ্নিতকরণ করার কাজে বিভিন্ন শব্দের প্রথম অথবা মাঝের অথবা শেষের নির্দিষ্ট ধ্বনিটি চিহ্নিত করতে সহায়তা করে।
- বর্ণের ধ্বনি চিহ্নিত করতে সহায়তা করে
- শিশুরা কোনো বর্ণের ধ্বনি চিনে বা জেনে অপরিচিত শব্দ বানান করে পড়তে পারে।
- ধ্বনি চিহ্নিতকরণের কাজটি ৩টি ধাপে করাতে হয়- ধাপ-১: শিক্ষক প্রথমে কাজটি কীভাবে করতে হয় তা নিজে করে দেখান। ধাপ-২: শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কাজটি একসঙ্গে চর্চা করেন। ধাপ-৩: শিক্ষার্থীরা কাজটি নিজে নিজে চর্চা করে।

ধ্বনি চিহ্নিতকরণ শিখন শেখানো প্রক্রিয়া

শিক্ষক	:	তোমরা ‘আমার বাংলা বই’-এর ২৮ নম্বর পৃষ্ঠা খোল। প্রথম বক্সে কীসের ছবি আছে?
শিক্ষার্থী	:	চক।
শিক্ষক	:	চক শব্দের প্রথম ধ্বনি কী? প্রথম ধ্বনি /চ/। এখন আমরা একটি মজার খেলা খেলব। আমি কিছু শব্দ বলব। যদি তার প্রথম ধ্বনি /চ/ হয়, তাহলে আমি হাত উঠাব। আর যদি /চ/ না হয়, তবে হাত উঠাব না। শব্দটি হচ্ছে চশমা (বলে শিক্ষক হাত উঠাবেন)। এর প্রথম ধ্বনি /চ/। তাই আমি হাত উঠালাম। আরেকটি শব্দ হচ্ছে পাহাড় (এবার শিক্ষক হাত উঠাবেন না)। এর প্রথম ধ্বনি /চ/ না। তাই আমি হাত উঠালাম না।
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী	:	এবার আমরা একসঙ্গে করব। আমি কিছু শব্দ বলব। যদি তার প্রথম ধ্বনি /চ/ হয়, তাহলে আমরা হাত উঠাব। আর যদি না হয়, তবে হাত উঠাব না। প্রথম শব্দটি হচ্ছে চশমা। (শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সকলেই হাত উঠাবে)
শিক্ষক		চমচম শব্দের প্রথম ধ্বনি /চ/। তাই আমরা হাত উঠালাম। আরেকটি শব্দ হচ্ছে পাহাড়। (শিক্ষক ও শিক্ষার্থী হাত উঠাবে না)। পাহাড় এর প্রথম ধ্বনি /চ/ নয়। তাই আমরা হাত উঠালাম না। এবার তোমরা করবে। আমি কিছু শব্দ বলব। যদি তার প্রথম ধ্বনি /চ/ হয়, তাহলে তোমরা হাত উঠাবে। আর যদি না হয়, তবে হাত উঠাবে না। প্রথম শব্দটি হচ্ছে চমচম। (শিক্ষার্থীরা হাত উঠাবে)। আরেকটি শব্দ হচ্ছে সাগর। (শিক্ষার্থীরা হাত উঠাবে না) শিক্ষক একইভাবে চড়ুই, ফল, চতুর শব্দ দিয়ে হাত উঠানোর খেলা খেলাবেন।
শিক্ষক:		আজ আমরা যে ধ্বনিটি শিখলাম সেটি কী?
শিক্ষার্থী:		/চ/

সহায়ক তথ্য : ২.২.২

ধ্বনি মিলকরণ

- ✦ ধ্বনি মিলকরণের দক্ষতা শিক্ষার্থীকে নতুন শব্দ তৈরি করতে সহায়তা করে
- ✦ ধ্বনি মিলকরণের দক্ষতা অপরিচিত শব্দ পড়তে সহায়তা করে
- ✦ ধ্বনির মিলকরণের চর্চা ৩টি ধাপে করাতে হয়- ধাপ-১: শিক্ষক প্রথমে কাজটি কীভাবে করতে হয় তা নিজে করে দেখান ধাপ-২: শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কাজটি একসঙ্গে চর্চা করেন ধাপ-৩: শিক্ষার্থীরা কাজটি নিজে নিজে চর্চা করে।

ধ্বনির মিলকরণ শিখন শেখানো প্রক্রিয়া

শিক্ষক	:	এখন আমরা ধ্বনি মিলিয়ে কীভাবে শব্দ তৈরি করতে হয় তা দেখব। আমি কিছু ধ্বনি বলছি। এগুলো মিলে কীভাবে শব্দ তৈরি হয়, তোমরা শোনো। /চ/ /ক/- চক। (এজন্য শিক্ষক তার ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতে একেকটি ধ্বনির জন্য একেকটি ভাগ দেখাবেন। আর শব্দটি বলার সময় দুইটি ভাগকে একত্রে মেশানোর ভঙ্গি করবেন। এভাবে শিক্ষক ২-৩ বার করবেন)। এবার আমরা একসঙ্গে এই কাজটি করব।
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী	:	শিক্ষক ও শিক্ষার্থী: /চ/ /ক/- চক। (শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়েই ধাপ ১-এর মত হাত দিয়ে ধ্বনি মিলকরণের কাজটি করবে।)
শিক্ষক	:	এখন তোমরা এই কাজটি নিজেরা করবে।
শিক্ষার্থী	:	/চ/ /ক/- চক। (শিক্ষক ধাপ ১, ২ ও ৩ অনুসরণ করে চশমা শব্দটির ধ্বনি মিলকরণের কাজ করাবেন।)

সহায়ক তথ্য : ২.২.৩

ধ্বনি বিভক্তিকরণ

- ✦ ধ্বনি বিভক্তিকরণের দক্ষতা থাকলে নতুন নতুন শব্দ পড়তে পারে,
- ✦ ধ্বনি বিভক্তিকরণ দক্ষতা অপরিচিত শব্দ পড়তে সহায়তা করে,
- ✦ শব্দ বা শব্দাংশের ধ্বনি বিভক্তিকরণের চর্চা শ্রেণিকক্ষে আমরা ৩টি ধাপে করাতে হয় - ধাপ-১: শিক্ষক প্রথমে কাজটি কীভাবে করতে হয় তা নিজে করে দেখান। ধাপ-২: শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কাজটি একসঙ্গে অনুশীলন করেন। ধাপ-৩: শিক্ষার্থীরা কাজটি নিজে নিজে অনুশীলন করে।

ধ্বনি বিভক্তিকরণ শিখন- শেখানো প্রক্রিয়া

শিক্ষক	:আমরা আগেই কতগুলো ধ্বনি/শব্দাংশ মিলিয়ে শব্দ তৈরি করতে শিখেছি। আমি আজকেও কিছু ধ্বনি/শব্দাংশ বলছি। এগুলো মিলে কীভাবে শব্দ তৈরি হয়, তোমরা শোন।
শিক্ষক	:/ক/ /ল/ /ম/ - কলম। (এজন্য শিক্ষক তার ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতে একেকটি ধ্বনির জন্য একেকটি ভাগ দেখাবেন। আর শব্দটি বলার সময় তিনটি ভাগকে একত্রে মেশানোর ভঙ্গি করবেন। এভাবে শিক্ষক ২-৩ বার করবেন)।
শিক্ষক	:একইভাবে আমরা **বই** শব্দটিকে বিভক্তি করা শিখব। **বই** শব্দটির মধ্যে কী কী ধ্বনি আছে?

শিক্ষক	:বই- /ব/ /ই/। এখানে **বই** শব্দটিতে দুটি ধ্বনি আছে। প্রথম ধ্বনিটি /ব/ ও পরের ধ্বনিটি হলো /ই/। (এজন্য শিক্ষক তার ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতে শব্দটি দেখাবেন, তারপর একেকটি ধ্বনির জন্য একেকটি ভাগ দেখাবেন)। এবার আমরা একসঙ্গে এই কাজটি করবো।
শিক্ষক ও : শিক্ষার্থী	বই - /ব/ /ই/। (শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়েই ধাপ-১ এর মত হাত দিয়ে শব্দ বিভক্তিকরণের কাজটি করবে।)
শিক্ষক	:এখন তোমরা এই কাজটি নিজেরা করবে।
শিক্ষার্থী	:বই- /ব/ /ই/। (শিক্ষক ধাপ ১, ২ ও ৩ অনুসরণ করে **গরম** শব্দ দিয়ে শব্দের ধ্বনি বিভক্তিকরণের কাজ করবেন।)

দ্বিতীয় দিন

দ্বিতীয় অধিবেশন :

বর্ণজ্ঞান

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

শিখনফল :

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ- ১. বর্ণজ্ঞান কী তা বলতে পারবেন

২. শিখন শেখানো কার্যক্রমে বর্ণজ্ঞানের ধারণা প্রয়োগ করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : দলগত কাজ, আলোচনা।

উপকরণ : বাংলা বই (প্রথম শ্রেণি), শিক্ষক সহায়িকা (প্রথম শ্রেণি), পর্যবেক্ষণ ছক, সহায়ক তথ্য, পিপিটি স্লাইড, সাদা কাগজ, কর্মপত্র।

কাজ – ১ : বর্ণজ্ঞান কী তা বলা **সময় :** ২০ মিনিট

প্রশিক্ষকের করণীয়

- অংশগ্রহণকারীগণের ব্যাখ্যা করুন যে, এই অধিবেশনে বর্ণজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। সকলকে বলুন যে, আমরা এখন একটি ধাঁধাঁর খেলা খেলব। পিপিটি স্লাইডের মাধ্যমে নিচের সংখ্যাগুলো প্রদর্শন করুন এবং বলুন যে, এখানে সংখ্যা দিয়ে তৈরি একটি বাক্য দেওয়া আছে। বাক্যে কী লেখা আছে তা বলুন।

৪৮৪৮৭ ৬৮২ ১৮৯২

- অংশগ্রহণকারীগণকে এবার প্রতিটি সংখ্যার বিপরীতে যে বর্ণটি আছে পিপিটি স্লাইডের মাধ্যমে তার পরিচয় প্রদান করুন। এবার আবার বাক্যটি পড়তে বলুন।

১= অ, ২= ছ, ৩= ত, ৪= ন, ৫= ভ, ৬= ম, ৭= র, ৮= া, ৯= ে
নানার মাছ আছে

- অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন যে, এবার কেন আমরা বাক্যটি পড়তে পারলাম। কয়েকজন অংশগ্রহণকারীকে উত্তর বলতে বলুন।

- তাদের বলুন, দ্বিতীয়বার পড়ার আগে প্রতিটি সংখ্যার সঙ্গে বর্ণের পরিচয় করানো হয়েছে বলে আমরা সবাই পড়তে পারছি। এখানে বর্ণের পরিচয় হলো প্রতিটি বর্ণের আকৃতি, আওয়াজ বা ধ্বনি শণাক্ত করা। অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন যে, এবার আরেকটি নতুন সংখ্যা দিয়ে তৈরি আরেকটি বাক্য পড়তে হবে।

৬৮৬৮৭ ৫৮৩ ১৮৯২
মামার ভাত আছে।

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন যে, প্রথম শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী যখন প্রথম কোনো বর্ণ দেখে পড়তে চায় তখন বর্ণের চিহ্ন বা প্রতীকগুলোর কোনো আওয়াজ বা ধ্বনি না জানার কারণে পড়তে পারে না।

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন যে, বর্ণের সঙ্গে তার আওয়াজ বা ধ্বনির সম্পর্ক বা কোনো বর্ণের ধ্বনি কী রকম তা শেখানোই হচ্ছে শিক্ষার্থীদের পড়তে শেখানোর প্রথম কাজ।
- অংশগ্রহণকারীগণকে **বর্ণজ্ঞান কী?** এ সম্পর্কে প্রত্যেককে একটি করে ধারণা বলতে বলুন। ধারণাগুলো পুনরাবৃত্তি পরিহার করে মূল শব্দগুলো বোর্ডে লিখুন।

- এবার নিচের পিপিটি স্লাইড উপস্থাপনের মাধ্যমে বর্ণজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

> ✦ ধ্বনি ও বর্ণের মধ্যকার সম্পর্কই হচ্ছে বর্ণজ্ঞান। যেমন, /ম/ ধ্বনিটি লিখিত আকারে বোঝাতে 'ম' বর্ণটি ব্যবহৃত হয়। আবার /চ/ ধ্বনিটি লিখিত আকারে বোঝাতে 'চ' বর্ণটি ব্যবহৃত হয়।
>
> ✦ বর্ণজ্ঞান শুধুমাত্র বর্ণেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বর্ণের সঙ্গে কার-চিহ্ন মিল করে শব্দাংশ গঠন, শব্দাংশ মিলে শব্দ গঠন এভাবে পুরো গঠন প্রক্রিয়াটিই বর্ণজ্ঞানের অংশ।

- এরপর সহায়ক তথ্য ২.২.১ এর আলোকে বর্ণজ্ঞান কেন প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করুন।

কাজ – ২ : শিখন শেখানো কার্যক্রমে বর্ণজ্ঞানের ধারণা প্রয়োগ করা **সময় :** ৭০ মিনিট

প্রশিক্ষকের করণীয়

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, এই অধিবেশনে শিখন শেখানো কাজে বর্ণজ্ঞানের ধারণা অনুশীলন করব।
- অংশগ্রহণকারীগণকে বর্ণ চিহ্নিতকরণের কাজের তিনটি ধাপ এবং শিক্ষক কীভাবে বর্ণ চিহ্নিতকরণ ও বর্ণ লেখা শেখানোর কাজটি শ্রেণিকক্ষে অনুশীলন করাবেন তা সহায়ক তথ্যের আলোকে উপস্থাপন করুন।

- উপস্থাপন শেষে উপস্থাপিত বিষয়ের সঙ্গে এবং পূর্বে বর্ণিত তিনটি ধাপের সঙ্গে মিল করে কী কী কাজ করা হয়েছে তা প্রশ্নোত্তর আলোচনার মাধ্যমে সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন।
- এবার অংশগ্রহণকারীগণকে পূর্বের ৪টি দলে ভাগ করে নিম্নরূপ কাজ বণ্টন করুন। বর্ণজ্ঞানের জন্য পূর্বে আলোচিত কৌশলগুলো বিবেচনায় নিয়ে একটি পাঠের পরিকল্পনা করতে বলুন।

দল	শ্রেণি	বিষয়
১	প্রথম শ্রেণি	বর্ণ শিখি (ক - খ)
২	প্রথম শ্রেণি	আ–কার শিখি
৩	প্রথম শ্রেণি	ই–কার ঈ–কার শিখি
৪	প্রথম শ্রেণি	মাছের রাজা

- দলে সংশ্লিষ্ট কর্মপত্র, শিক্ষক সহায়িকা ও প্রথম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করুন এবং প্রতি দলের জন্য ৬ মিনিট সময় নির্ধারণ করুন। ৩টি ধাপে নির্দেশনা অনুসরণ করে চর্চা করতে বলুন।
- এবার ক্রমানুসারে প্রত্যেকটি দল থেকে দৈবচয়নে একজনকে সামনে এসে অপরাপর দলের অংশগ্রহণকারীগণকে শিক্ষার্থীর ভূমিকায় রেখে নির্ধারিত কাজের অনুশীলন করতে বলুন। প্রত্যেক দলের উপস্থাপন শেষে সংক্ষিপ্ত আলোচনার সুযোগ দিন।

সহায়ক তথ্য : ২.২.১

বর্ণজ্ঞান প্রয়োজন কেন?

- ✦ বর্ণজ্ঞানের জন্য শিক্ষার্থীকে পড়তে ও লিখতে সহায়তা করে। যখন শিক্ষার্থীরা বর্ণের ধ্বনি এবং ধ্বনির লিখিত রূপ শিখে ফেলে, তখন তারা এই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে অপরিচিত শব্দ পড়তে ও লিখতে পারে।
- ✦ শব্দের ধ্বনি চিহ্নিত করার জন্য উক্ত ধ্বনির লিখিত রূপ বা বর্ণ জানা প্রয়োজন। তাই শব্দের প্রতিটি ধ্বনির লিখিত রূপ বা বর্ণ দেখতে কেমন, তা শেখানোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।
- ✦ বর্ণজ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যারা শব্দকে ভাঙতে পারে, তারা শব্দকে কীভাবে পড়তে হয় তা দ্রুত আয়ত্ত করতে পারে।
- ✦ বর্ণজ্ঞান অনুশীলনের শিক্ষার্থীকে শব্দের অন্তর্গত বর্ণের ধ্বনি মিল করে পড়তে ও লিখতে সহায়তা করে।
- ✦ বর্ণজ্ঞান অনুশীলনের শিক্ষার্থীর সঠিক বানান করার ক্ষেত্রেও সহায়তা করে।

বর্ণজ্ঞানের কাজ :

- ✦ বর্ণ চিহ্নিতকরণ
- ✦ বর্ণ লেখা
- ✦ বর্ণের সঙ্গে ছবির মিলকরণ
- ✦ বর্ণ ও কারচিহ্নের মিলকরণ
- ✦ বর্ণ বা শব্দাংশ মিলিয়ে শব্দ তৈরি ও পড়া
- ✦ শ্রুতি লিখন
- ✦ বাক্য বা ডিকোডেবল অনুচ্ছেদ পঠন

বর্ণ চিহ্নিতকরণ বর্ণ চিহ্নিতকরণ বলতে বর্ণের লিখিত রূপের সঙ্গে এর ধ্বনির মিলকরণের দক্ষতাকে বোঝায়। বর্ণ চিহ্নিতকরণ অনুশীলনের ফলে নির্দিষ্ট বর্ণের লিখিতরূপ কেমন হবে শিক্ষার্থীরা তা শনাক্ত করতে পারে। বর্ণ চিহ্নিতকরণের কাজটি তিন ধাপে করা হয়। ধাপ-১: শিক্ষক প্রথমে কাজটি কীভাবে করতে হয় তা নিজে করে দেখান ধাপ-২: শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কাজটি এক সঙ্গে অনুশীলন করেন এবং ধাপ-৩: শিক্ষার্থীরা কাজটি নিজে নিজে অনুশীলন করে।

বর্ণ চিহ্নিতকরণ শিখন শেখানো প্রক্রিয়া

'চ' বর্ণ শিখন শেখানো প্রক্রিয়া ধাপ-১: শিক্ষক আজ আমরা যে বর্ণটি শিখব, তা হচ্ছে 'চ' (শিক্ষক বর্ণ কার্ডটি দেখাবেন)। এতক্ষণ আমরা যে / চ/ ধ্বনি শিখলাম, তার লিখিত রূপ এরকম। এই বর্ণটি হলো 'চ'। ধাপ-২: শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবার আমরা এক সঙ্গে বর্ণটি বলব (শিক্ষক বর্ণ কার্ডটি দেখাবেন) শিক্ষক ও শিক্ষার্থী: চ। ধাপ-৩: শিক্ষার্থী এবার তোমরা এই বর্ণটি বলবে। (শিক্ষক 'চ' বর্ণের কার্ড দেখাবেন।)
শিক্ষার্থী: চ। এবার তোমরা 'আমার বাংলা বই'-এর ২৩ নং পৃষ্ঠার প্রথম ছবিটি দেখ। এটা কীসের ছবি? (শিক্ষক পাশের ছবিটি নির্দেশ করবেন) শিক্ষার্থী: চশমা। (শিক্ষার্থীরা ছবি দেখে নাম বলবে) শিক্ষক: চশমা এর প্রথম বর্ণ কী? শিক্ষার্থী: চ।

বর্ণ লেখা (Letter Writing) : পড়া হচ্ছে লিখিত বর্ণ ও শব্দকে ধ্বনিতে রূপান্তর করা এবং লেখা হচ্ছে ধ্বনিকে বর্ণ ও শব্দে পরিবর্তন করা। লেখা শিক্ষার্থীর শিখন স্থায়ী হতে সহায়তা করে এবং বার বার লেখার ফলে শিক্ষার্থী বর্ণটি সঠিক আকৃতিতে সুন্দরভাবে লিখতে শিখে।

বর্ণ লেখা শেখানোর শিখন শেখানো প্রক্রিয়া:

শ্রেণিকক্ষে বর্ণ লেখা শেখানোর কাজটি ৩ ধাপে করা হয়:

ধাপ - ১ : শিক্ষক

এখন আমি তোমাদের 'চ' বর্ণ কীভাবে লিখতে হয় তা দেখাব। (শিক্ষক চ বর্ণ লেখার নির্দেশনা অনুসরণ করে বোর্ডে বর্ণটি লিখবেন। লেখার সময় তিনি মুখে মুখে বর্ণ লেখার নির্দেশনা ও বর্ণের ধ্বনিটি উচ্চারণ করে লিখবেন)। এই বর্ণটি হচ্ছে চ ধাপ -

২ : শিক্ষক-শিক্ষার্থী

এবার আমরা একসঙ্গে 'চ' বর্ণটি লেখার চর্চা করব। তোমরা তোমাদের পাঠ্যবইয়ের/ওয়ার্কবুকের চ লেখা পৃষ্ঠাটি বের কর। এখানে চ বর্ণটি লেখা আছে। পাশে চ বর্ণ লেখার দিক নির্দেশনা দেয়া আছে। আমি বোর্ডে আবার দিক নির্দেশনা অনুসরণ করে বর্ণটি লেখা দেখাব। তোমরাও আমার সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশনাযুক্ত বর্ণটির উপর আঙুল ঘোরাবে এবং বর্ণটির উচ্চারণ বলবে। ধাপ - ৩ : শিক্ষার্থী

এবার তোমরা তোমাদের খাতায় 'চ' বর্ণটি ৫ বার লেখ। লেখার সময় বর্ণটি মুখে মুখে বলবে। (শিক্ষক ৪-৫ জন শিক্ষার্থীর লেখা দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

বর্ণ ও কার চিহ্নের মিলকরণ (CV Blending)

বর্ণের সঙ্গে কার চিহ্নের মিলকরণ কাজে বর্ণ ও কার-চিহ্ন মিলিয়ে যে শব্দাংশ তৈরি হয় তা পড়ার চর্চা করা হয়, যা শিক্ষার্থীকে শব্দ তৈরি করতে সহায়তা করে। বর্ণের সঙ্গে কার চিহ্নের মিলকরণের এই চর্চা শিক্ষার্থীকে অজানা শব্দ পড়তে সহায়তা করে। বর্ণ ও কার চিহ্নের মিলকরণের কাজটি তিন ধাপে করা হয়।

বর্ণ ও কার-চিহ্ন মিলকরণ শিখন শেখানো প্রক্রিয়া:

ধাপ - ১ : শিক্ষক

শিক্ষক নিম্নের ছকের মতো করে একটি ছক বোর্ডে আঁকবেন।

০	ক	খ	গ	ঘ	চ	ছ	জ	ঝ
া	কা	খা	গা	ঘা	চা	ছা	জা	ঝা
ি	কি	খি	গি	ঘি	চি	ছি	জি	ঝি
ী	কী	খী	গী	গী	চী	ছী	জী	ঝী
ু	কু	খু	গু	ঘু	চু	ছু	জু	ঝু
ে	কে	খে	গে	ঘে	চে	ছে	জে	ঝে

প্রথমে শিক্ষক কার-চিহ্নটি বর্ণের কোথায় বসে তা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন।
শিক্ষক: এখন আমরা দেখব বর্ণের সঙ্গে কার-চিহ্ন মিলিয়ে কীভাবে পড়তে হয় - (শিক্ষক বোর্ডে আঁকা ছক থেকে 'ক' এবং আ-কার মিলিয়ে পড়বেন এবং নির্দিষ্ট ঘরে লিখবেন। পড়ার সময় বর্ণ ও কার-চিহ্নের ওপর আঙুল দিয়ে নির্দেশ করবেন এবং দ্রুত পড়বেন।) শিক্ষক: ক া - কা ধাপ - ২ : শিক্ষক
এবার আমরা একসঙ্গে পড়ব। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী: ক া - কা ধাপ
- ৩ : শিক্ষক-শিক্ষার্থী
এবার তোমরা পড়বে। শিক্ষার্থী: ক া - কা । এরপর শিক্ষক ধাপ ২ ও ৩ অনুসরণ করে বোর্ডে আঁকা ছক থেকে 'ক' এবং 'ি' (ই-কার) মিলিয়ে পড়াবেন। (সবশেষে, শিক্ষক বারাক্ষরিক চার্ট থেকে পূর্বে শেখা বর্ণ ও কার-চিহ্ন মিলিয়ে পড়াবেন।)

বর্ণ বা শব্দাংশ মিলিয়ে শব্দ তৈরি শব্দ পড়া হচ্ছে বর্ণ বা শব্দাংশ মিলিয়ে শব্দ তৈরি করতে পারা। প্রতিটি শব্দের মধ্যে এক বা একাধিক বর্ণ বা শব্দাংশ থাকে। আমরা যখন শব্দ পড়ি তখন এসকল বর্ণ বা শব্দাংশ মিলিয়ে একসঙ্গে উচ্চারণ করে পড়ি। বর্ণ বা শব্দাংশ মিলিয়ে পড়ার দক্ষতা শিক্ষার্থীকে অজানা শব্দ পড়তে সহায়তা করে। বর্ণ/শব্দাংশ মিলিয়ে শব্দ তৈরির এ কাজটি তিন ধাপে করা হয়।

বর্ণ বা শব্দাংশ মিলিয়ে শব্দ তৈরি ও পড়ার শিখন- শেখানো প্রক্রিয়া

ধাপ-১: শিক্ষক
এবার আমরা বর্ণ ও শব্দাংশ মিলিয়ে পড়ব। (শিক্ষক বোর্ডে আ ট = আট লিখবেন এবং শব্দের নিচে আঙুল রেখে পড়বেন) শিক্ষক: আমি পড়ছি তোমরা দেখ, আট (শিক্ষক আঙুল নির্দেশ করে শব্দের অংশ উচ্চারণ করবেন ও শেষে শব্দটি উচ্চারণ করবেন) ধাপ
- ২ : শিক্ষক-শিক্ষার্থী
শিক্ষক: এবার আমরা একসঙ্গে কাজটি করব। মনে রাখবে, আমি যে অংশে আঙুল নির্দেশ করব তোমরা সেই অংশটুকু উচ্চারণ করবে এবং শেষে শব্দটি উচ্চারণ করবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী: আট ধাপ
- ৩ : শিক্ষার্থী

এখন তোমরা এই কাজটি নিজেরা করবে। শিক্ষক: আমি আঙুলে নির্দেশ করব তোমরা বলবে। শিক্ষার্থী: আট
(এখন শিক্ষক একইভাবে অনুরূপ শব্দগুলো বোর্ডে লিখে ধাপ-২ ও ৩ অনুসরণ করে পড়াবেন।)

শ্রুতিলিখন

কোন কিছু শুনে লেখাকে শ্রুতিলিখন বলে। শ্রুতিলিখনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ধ্বনির সঙ্গে নির্দিষ্ট বর্ণের লিখিতরূপ প্রকাশ করার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। শ্রুতিলিখনের অনুশীলন শিক্ষার্থীদের সঠিক বানান করতে সহায়তা করে। শ্রুতিলিখন শিখন শেখানো কাজটি ২ ধাপে করা হয়। ধাপ - ১ : শিক্ষক কাজটি আগে নিজে করে দেখান।

ধাপ - ২ : শিক্ষক মুখে বর্ণ বা শব্দাংশ বা শব্দ বলবেন শিক্ষার্থীরা শুনে নিজে নিজে খাতায় বর্ণ বা শব্দাংশ বা শব্দ লিখবে।

শুনি ও লিখি শিখন

শেখানো প্রক্রিয়া

ধাপ - ১ : শিক্ষক

এবার আমরা শুনে শুনে লেখার কাজ করব। আমি একটি করে দেখাচ্ছি। প্রথমে লিখব ট। (শিক্ষক মুখে ট বলবেন এবং বোর্ডে ট লিখবেন)। ধাপ - ২ : শিক্ষক-শিক্ষার্থী

এখন আমি আরো কিছু বর্ণ, চিহ্ন ও শব্দ বলব। তোমরা তোমাদের খাতায় লিখবে। (শিক্ষক ধীরে ধীরে একটি একটি করে বর্ণ, চিহ্ন ও শব্দ বলবেন এবং শিক্ষার্থীরা তাদের খাতায় লিখবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের লেখা দেখবেন, প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। বর্ণ, চিহ্ন ও শব্দগুলো হলো- ট, ঘৃ, টাকা।

ডিকোডেবল অনুচ্ছেদ পঠন

শিক্ষার্থীদের জানা বর্ণ দিয়ে তৈরি শব্দ যোগে গঠিত অনুচ্ছেদকে ডিকোডেবল টেক্সট বলা হয়। এই অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত শব্দের সকল বর্ণ শিক্ষার্থীরা আগেই শিখে থাকে। তাই অনুচ্ছেদের সকল শব্দই শিক্ষার্থীরা পড়তে সক্ষম হয়। যেমন শিক্ষক যদি ক থেকে ঞ এবং আ-কার (া) চিহ্ন শেখান তাহলে ডিকোডেবল শব্দ হবে কাকা, খাই, আখ। আবার বাক্য হবে - এই কাকা। আখ খাই।

শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে ডিকোডেবল অনুচ্ছেদ পড়ার অনুশীলন করে বিধায় তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয় যা তাকে স্বাধীন পাঠক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে। বাক্য বা অনুচ্ছেদ পড়ার কাজটি দুই ধাপে করা হয়। ধাপ - ১ : যেহেতু বাক্য বা অনুচ্ছেদটির সকল বর্ণ বা কার-চিহ্ন শিক্ষার্থীর আগে থেকে শেখা তাই প্রথমে শিক্ষার্থীরা নিজেরা অনুচ্ছেদটি পড়ার অনুশীলন করে।

ধাপ - ২ : এরপর অনুচ্ছেদটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী একসঙ্গে পড়ে অর্থাৎ প্রথমে শিক্ষক পড়ে এবং শিক্ষার্থীরাও শিক্ষকের সঙ্গে সঙ্গে পড়ে।

বাক্য বা অনুচ্ছেদ পঠনের শিখন শেখানো কৌশল

ধাপ-১: শিক্ষার্থী

শিক্ষক: তোমরা ওয়ার্কবুক বা বোর্ডে দেওয়া অনুচ্ছেদটি আঙুলে নির্দেশ করে পড়। (শিক্ষক নির্দিষ্ট ৪/৫ জন শিক্ষার্থীর পড়া শুনবেন, প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।) **ধাপ-২:** শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী শিক্ষক: এবার আমরা সবাই একসঙ্গে অনুচ্ছেদটি পড়ব। পড়ার সময় তোমরা ওয়ার্কবুক বা বোর্ডে লেখা অনুচ্ছেদটি অনুসরণ করবে। (শিক্ষক প্রথমে পড়বেন এবং তারপর সকল শিক্ষার্থী পড়বে।)

দ্বিতীয় দিন

তৃতীয় অধিবেশন : শব্দজ্ঞান, পঠন সাবলীলতা ও বোধগম্যতা

সময় : ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট **শিখনফল**

:

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. পঠন সাবলীলতা অর্জনের কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন।
২. শব্দজ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৩. শিখন শেখানো কার্যক্রমে বোধগম্যতার কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন।
৪. শিখন শেখানো কার্যক্রমে শব্দজ্ঞান, পঠন সাবলীলতা ও বোধগম্যতার কৌশল অনুশীলন করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : শব্দ ধাঁধা, দলগত কাজ, উপস্থাপন।

উপকরণ : পিপিটি স্লাইড/ ফ্লিপচার্ট, তথ্যপত্র, চেকলিস্ট, ভিডিও ক্লিপ।

কাজ – ১ : শিক্ষার্থীর পঠন সাবলীলতা অর্জনের কৌশল প্রয়োগ করা **সময় :** ৪০ মিনিট

প্রশিক্ষকের করণীয়:

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, এখন পঠন সাবলীলতার গুরুত্ব ও শিখন শেখানো প্রক্রিয়া আলোচনা করা হবে।
- নিচের স্লাইডটি প্রদর্শন করে এ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করুন-

  পঠন সাবলীলতা পঠন সাবলীলতা বলতে কোনো শব্দ বা বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে, প্রমিত উচ্চারণে, স্বাভাবিক গতিতে ও সঠিক স্বরভঙ্গি বজায় রেখে পড়তে পারার দক্ষতাকে বুঝায়।

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন যে, এখন আমরা পড়া নিয়ে একটি কাজ করব। আমরা বিভিন্ন গতিতে পড়া শুনবো,
  - প্রথম অডিও ক্লিপটি প্লে করুন (একটি শিক্ষার্থী প্রতি মিনিটে ২০-২৫টি শব্দ পড়ছে)
  - এবার ২য় অডিও ক্লিপটি প্লে করুন (একটি শিক্ষার্থী প্রতি মিনিটে ৪৫-৫০টি শব্দ পড়ছে)।
  - এরপর এবার ৩য় অডিও ক্লিপটি প্লে করুন (একটি শিক্ষার্থী প্রতি মিনিটে ৮০-৯০টি শব্দ পড়ছে)।

  (নোট: যদি অডিও ক্লিপ না থাকে তাহলে সহায়ক নিজেই উপরে বর্ণিত গতিতে পড়ে শোনাবেন)।

- পড়ার তিনটি উদাহরণে কী পার্থক্য ছিল তা অংশগ্রহণকারীদের বলতে বলুন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কম সাবলীল পাঠক ও সাবলীল পাঠকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিন। যতি-চিহ্নের ব্যবহার আলোচনা করুন। প্রয়োজনে সহায়ক তথ্যের সহায়তা নিন।
- অংশগ্রহণকারীগণকে ৫ দলে ভাগ করুন। পঠন সাবলীলতা কেন প্রয়োজন তা অংশগ্রহণকারীদের ছোটো দলে আলোচনা করতে বলুন। নির্ধারিত সময় শেষে প্রতি দল থেকে মতামত নিয়ে ফ্লিপ চার্টে লিখুন।
- নিচের পিপিটি স্লাইডটি প্রদর্শন করুন। আপনি যা প্রদর্শন করছেন, তার সঙ্গে অংশগ্রহণকারীদের কোনো প্রতিক্রিয়া মিলে গেলে মূল শব্দগুলোর নিচে দাগ দিন।

পঠন সাবলীলতা কেন প্রয়োজন ?

কম সাবলীল পাঠক তার বেশির ভাগ সময়, শ্রম এবং মনোযোগ শুধুমাত্র শব্দ পাঠোদ্ধার (Decoding) করতেই ব্যয় করে ফেলে। যার ফলে কোনো কিছু পড়ার পর সে কী পড়েছিল, তা মনে করতে পারে না। এর ফলে সে পাঠটি বুঝতে পারে না। আর সাবলীল পাঠকদের শব্দের পাঠোদ্ধার করতে যেহেতু কম সময় লাগে, তাই সাধারণত সাবলীল পাঠকেরা যা পড়েন তা বুঝেই পড়েন। এই কারণে বোধগম্যতার জন্য পঠন সাবলীলতা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন যে, পঠন সাবলীলতার জন্য শ্রেণিতে আদর্শ পঠন কীভাবে করতে হয় তা শিক্ষকদের প্রদর্শন করতে হবে।
- সহায়ক তথ্য ২.৩.১ থেকে পঠন সাবলীলতার জন্য ‘আদর্শ পঠন’-এর ধাপসমূহ ও যতি-চিহ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করুন। ব্যাখ্যা করুন যে, এই কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের জন্য সাবলীল পঠন প্রদর্শন করতে সহায়তা করবে। তাদের পঠন সাবলীলতার জন্য কীভাবে পড়তে হবে তা এই কাজের মাধ্যমে তারা দেখতে পাবে।
- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, এখন আমি সহায়ক তথ্য ২.৩.১ এ দেওয়া ধাপসমূহ ব্যবহার করে পঠন সাবলীলতা সম্পর্কিত শিখন কার্যক্রম প্রদর্শন করব। কী কী ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে তা অংশগ্রহণকারীদের নোট নিতে বলুন।
- এরপর অংশগ্রহণকারীদের পূর্বের দলে বসে পঠন সাবলীলতা শেখানোর ধাপগুলো চর্চা করতে বলুন। আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

কাজ – ২ : শিক্ষার্থীর শব্দজ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা **সময় :** ৩০ মিনিট

প্রশিক্ষকের করণীয়

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন যে, এখন শব্দজ্ঞানের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হবে,
- নিচের পিপিটি স্লাইডটি প্রদর্শন করুন ও বলুন, পঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো শব্দজ্ঞান। শব্দজ্ঞান হলো বিভিন্ন পরিস্থিতিতে একটি শব্দের অর্থ কী তা বোঝা ও ব্যবহার করা। বাক্যের অর্থ বুঝতে শব্দজ্ঞান অপরিহার্য।

শব্দজ্ঞান হলো বিভিন্ন পরিস্থিতিতে একটি শব্দের অর্থ কী তা বোঝা ও ব্যবহার করতে পারা। বাক্যের অর্থ বুঝতে শব্দজ্ঞান অপরিহার্য। শিশুকে শব্দজ্ঞান শেখাতে হয়।

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, প্রারম্ভিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা অনেক নতুন নতুন শব্দ শেখে। আবার বড় হয়েও তারা নতুন শব্দ শিখতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আজ আমরা নতুন শব্দ **ধ্বনি সচেতনতা** ও **বর্ণজ্ঞান** শিখেছি। তাই কোন পাঠ পড়ে বুঝতে শিক্ষার্থীদেরও শব্দের অর্থ শেখানো দরকার। বিশেষ করে যেগুলো অপরিচিত ও অজানা শব্দ।
- পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড বা ফ্লিপচার্টে নিচের লেখাগুলো লিখে প্রদর্শন করুন। অংশগ্রহণকারীরা অনুচ্ছেদটি পড়ে বুঝতে পারছেন কি না জিজ্ঞেস করুন। যারা বুঝতে পারেননি তারা কেন অনুচ্ছেদটি বুঝতে পারছেন না তা জিজ্ঞেস করুন। তাদের উত্তর শুনুন।

ট্রেগনেক্স জেড হচ্ছে এক ধরনের **জেড** যা দিয়ে যে কোন জায়গা থেকে **জেড** করা যায়। সাধারণ **জেড** থেকে **ট্রেগনেক্স জেড** একটু আলাদা। **ট্রেগনেক্স জেড** বর্তমানে খুবই ছোট আর হালকা। ১৯৭৩ সালে তৈরি প্রথম **ট্রেগনেক্স জেড** ছিল এক কেজি ওজনের।

- এরপর বলুন যে, আমরা অনুচ্ছেদটি বুঝতে পারছি না কারণ আমরা বেশ কিছু শব্দের অর্থ জানি না। অনুচ্ছেদটি **ট্রেগনেক্স জেড** কী সে সম্পর্কে বলেছে। তবে এই শব্দটির অর্থ না জানা পর্যন্ত আমরা এটি বুঝতে পারবো না।
- নিচের অনুচ্ছেদটি পুনরায় প্রদর্শন করুন। অংশগ্রহণকারীরা এবার অনুচ্ছেদটি বুঝতে পারছেন কি না জিজ্ঞেস করুন। জিজ্ঞেস করুন, কেন তারা এখন অনুচ্ছেদটি বুঝতে পারছেন।

মোবাইল ফোন হচ্ছে এক ধরনের **ফোন** যা দিয়ে যে কোন জায়গা থেকে **ফোন** করা যায়। সাধারণ **ফোন** থেকে **মোবাইল ফোন** একটু আলাদা। **মোবাইল ফোন** বর্তমানে খুবই ছোট আর হালকা। ১৯৭৩ সালে তৈরি প্রথম **মোবাইল ফোন** ছিল এক কেজি ওজনের।

- ব্যাখ্যা করুন, আমরা উপরের অনুচ্ছেদটিতে ট্রেগনেক্স জেড শব্দটির অর্থ আমরা জানি না। শুধুমাত্র এই শব্দটির অর্থ জানার কারণে আমরা দেখতে পাই যে এই অনুচ্ছেদটিতে একটি মোবাইল ফোন সম্পর্কে বলা হয়েছে। একইভাবে যে কোনো শব্দ শিক্ষার্থীদের জানা না থাকলে তা তাদের কাছে একটি অর্থহীন শব্দ হিসেবে গণ্য হয়। যা পড়ে তা বুঝতে পারেনা। তারা শুধু শব্দগুলো উচ্চারণ করতে পারে।
- অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন যে **শব্দজ্ঞান কেন গুরুত্বপুর্ণ ?** প্রয়োজনে প্রশ্নটি বোর্ডে লিখুন এবং পরস্পর আলোচনা করে প্রাপ্ত ধারণা ফ্লিপচার্টে লেখার ব্যবস্থা করুন।
- নিচে প্রদত্ত তথ্য স্লাইড অথবা পোস্টার পেপারের মাধ্যমে প্রদর্শন করুন। পূর্বে প্রদর্শিত তথ্যের সঙ্গে সমন্বয় করে এ সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করুন।

পড়ার পাঁচটি মৌলিক উপাদানের মধ্যে একটি অন্যতম উপাদান হলো শব্দজ্ঞান। শব্দজ্ঞান বাক্যের অর্থ বুঝতে সহায়তা করে। বিদ্যালয়ে আসার আগেই শিক্ষার্থীরা তাদের চারপাশের পরিবেশ থেকে অনেক নতুন নতুন শব্দ শিখে আসে। কিন্তু শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের পাঠ্যবইয়ে এমন কিছু নতুন শব্দের সঙ্গে পরিচিত হয় যার অর্থ না জানা থাকলে বাক্য বা অনুচ্ছেদ পড়ে বুঝতে পারে না। এসকল নতুন শব্দ শিক্ষার্থী পরিকল্পিতভাবে শেখাতে হয়। শব্দভাণ্ডারের জন্য সেই সকল শব্দ নির্বাচন করা হয় যা একজন শিক্ষার্থীর বর্তমান বা নিকট ভবিষ্যতের পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু পড়ে বুঝার জন্য তার অর্থ জানা প্রয়োজন।

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, সফল পাঠক হতে হলে শিক্ষার্থীদের শব্দের পাঠোদ্ধার করতে ও অর্থ বুঝতে হবে। অর্থ বোঝার জন্য শব্দগুলো অবশ্যই শিক্ষার্থীদের জানা থাকতে হবে।
- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, এখন আমি সহায়ক তথ্যে (২.৩.২) প্রদত্ত ধাপসমূহ ব্যবহার করে শব্দজ্ঞান সম্পর্কিত শিখন কার্যক্রমটি প্রদর্শন করব। কী কী ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে তা অংশগ্রহণকারীদের নোট নিতে বলুন।

- এরপর অংশগ্রহণকারীদের ৪ দলে বসে শব্দজ্ঞান শেখানোর ধাপগুলো অনুশীলন করতে বলুন। ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

কাজ – ৩ : শিখন শেখানো কার্যক্রমে বোধগম্যতার কৌশল প্রয়োগ করা **সময় :** ৪৫ মিনিট

প্রশিক্ষকের করণীয়:

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন যে, পঠনের উপাদান হলো বোধগম্যতা। এখন আমরা বোধগম্যতার গুরুত্ব ও শিখন শেখানো প্রক্রিয়া আলোচনা করব। নিচের তথ্যটি পিপিটি স্লাইড এর মাধ্যমে প্রদর্শন করে ধারণা স্পষ্ট করুন,

> **বোধগম্যতা**
> বোধগম্যতা হলো কোনো কিছু পড়ে তার অর্থ বুঝতে পারা। যখন শিক্ষার্থীর বোধগম্যতার দক্ষতা অর্জিত হয়, তখন কোনো পাঠ পড়ে সে তার অর্থ বুঝতে পারে।

- অংশগ্রহণকারীদের পূর্বের দলে সহায়ক তথ্য ২.৩.৩ বিতরণ করুন। তথ্যপত্রটি পড়তে বলুন। প্রত্যেক দল থেকে একটি করে অংশ ব্যাখ্যা করতে বলুন। প্রয়োজনে নিজে সহায়তা করুন।
- এবার অংশগ্রহণকারীদের বলুন, এখন আমি সহায়ক তথ্যে দেওয়া ধাপসমূহ ব্যবহার করে বোধগম্যতা সম্পর্কিত শিখন কার্যক্রমটি প্রদর্শন করব। কী কী ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে তা অংশগ্রহণকারীদের নোট নিতে বলুন।
- এরপর অংশগ্রহণকারীদের পূর্বের দলে বসে বোধগম্যতা শেখানোর কৌশলগুলো অনুশীলন করতে বলুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

কাজ – ৪ : শিখন শেখানো কার্যক্রমে পঠন সাবলীলতা, শব্দজ্ঞান ও বোধগম্যতার কাজ প্রয়োগ করা

সময় : ৫০ মিনিট

প্রশিক্ষকের করণীয়:

- সহায়ক তথ্য অনুযায়ী অংশগ্রহণকারীগণের পূর্ণাঙ্গ পাঠ পরিকল্পনার ধাপগুলো পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে প্রদর্শন করুন।
- অংশগ্রহণকারীগণকে ৪টি দলে ভাগ করুন। পাঠ পরিকল্পনার ধাপ অনুযায়ী শিখন শেখানো কাজে শিক্ষার্থীর শব্দজ্ঞান, পঠন সাবলীলতা ও বোধগম্যতা অর্জনে শিক্ষকের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে বলুন। দলে নিম্নরূপ কাজ বণ্টন করুন।

দল	**শ্রেণি**	**বিষয়**
১	দ্বিতীয় শ্রেণি	শীতের সকাল (শীতের সকাল। .... শীত করত খুব।)
২	তৃতীয় শ্রেণি	রাজা ও তাঁর তিন কন্যা (এত রকমের ...... পাঠিয়েছিলেন।)
৩	চতুর্থ শ্রেণি	মহীয়সী রোকেয়া (সে অনেক .... সামনেও নয়।)

৪	পঞ্চম শ্রেণি	প্রার্থনা (যে-পথে তোমার .... সে পথগামী।)

- দলে সংশ্লিষ্ট সহায়ক তথ্য, কর্মপত্র, বাংলা পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা বিতরণ করুন এবং দলগত কাজের জন্য ১০ মিনিট সময় নির্ধারণ করুন। দলগত আলোচনা করে দলে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে অনুশীলন করতে বলুন।
- এবার ক্রমানুসারে প্রত্যেকটি দল থেকে দৈবচয়নে একজনকে শিক্ষক হিসেবে ও অন্যদের শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করে নির্ধারিত কাজটি করতে বলুন।
- প্রত্যেক দলের উপস্থাপন শেষে সংক্ষিপ্ত আলোচনার সুযোগ দিন। প্রয়োজনে নিজে সিমুলেশনে সহায়তা করে ধারণা স্পষ্ট করুন।

সহায়ক তথ্য : ২.৩.১

পঠন সাবলীলতা পঠন সাবলীলতা হলো কোনো একটি পাঠ বা পাঠ্যাংশ নির্দিষ্ট গতিতে, সঠিক উচ্চারণে এবং যতি-চিহ্ন অনুসরণ করে অভিব্যক্তির মাধ্যমে পড়তে পারার দক্ষতা। অর্থাৎ কোনো শব্দ বা বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে, সঠিক উচ্চারণে
ও যতি-চিহ্ন মেনে সঠিক স্বরভঙ্গি বজায় রেখে পড়তে পারার দক্ষতাই পঠন সাবলীলতা। পড়ার দুটো অংশ আছে। একটি হলো শব্দকে ডিকোড করতে পারা এবং আরেকটি হলো ডিকোডকৃত শব্দের অর্থ বুঝতে পারা।

সাবলীল পাঠক

- ✦ অর্থ শনাক্ত করে বাধাহীনভাবে পড়ে
- ✦ একটা নির্দিষ্ট মান গতি বজায় রেখে পড়ে
- ✦ অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বরভঙ্গি বজায় রেখে পড়তে পারে এবং মনে হয় যে পড়ে অর্থ বুঝতে পারছে
- ✦ বিরাম চিহ্নের ব্যবহার করে পড়তে পারে এবং তার অর্থ বুঝতে পারে ✦ নিজে নিজে ভুল সংশোধন করেও পড়তে পারে।

যতি-চিহ্ন ব্যবহারের নিয়ম সমস্বরে পড়ার সময় কোথাও তাড়াতাড়ি, কোথাও আস্তে, কোথাও জোর

দিয়ে, কোথাও আবার একটু

থেমে, শ্বাসাঘাত ও স্বরভঙ্গি অনুসরণ করে অর্থাৎ সঠিক যতি-চিহ্নের ব্যবহার জেনে পড়তে হয়।
দাঁড়ি (।) : বাক্যের শেষে দাঁড়ি দিতে হয়। দাঁড়ি দিলে বাক্য শেষ হয়েছে বোঝা যায়।
কমা (,) : বাক্যে বিরতি বুঝাতে ও বাক্যের বিভিন্ন বিষয়কে আলাদা করতে কমা ব্যবহার করা হয়। **প্রশ্ন (?)** : কোনো কিছু সম্পর্কে জানতে চাওয়া বোঝাতে বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসে।

পঠন সাবলীলতা শিখন শেখানো প্রক্রিয়া

পাঠের বা গল্পের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের বলবেন, আমি এই গল্পটি তোমাদের পড়ে শোনাব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে।

শিক্ষক সঠিক গতি, শুদ্ধ উচ্চারণ এবং যতি-চিহ্ন অনুসরণ করে অভিব্যক্তির মাধ্যমে গল্পটি পড়বেন। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে যেখানে প্রয়োজন সহজ বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করবেন।

শিক্ষক : এরপর তোমরা আমার সঙ্গে পড়বে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে ঐ দিনের পাঠের জন্য গল্পের নির্ধারিত অংশটুকু কয়েকবার (তিন/চারবার) পড়বেন। শিক্ষক একসঙ্গে দুই লাইন করে পড়বেন এবং তারপর সকল শিক্ষার্থী পড়বে। এ সময় শিক্ষক খেয়াল রাখবেন, শিক্ষার্থীরা তাদের বইয়ে শব্দের নিচে আঙুল নির্দেশ করে সঠিক উচ্চারণে পড়ছে কি না। এরপর এককভাবে সবাইকে নিজ নিজ পাঠ্য বইয়ে পাঠ বা গল্পটি পড়তে বলবেন।

নির্ধারিত সময় শেষে শিক্ষক চার/পাঁচজন শিক্ষার্থীর তাদের কাছে যাবেন, তাদের পড়া শুনবেন, প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। অন্য শিশুরা মনোযোগ সহকারে শুনবে ও শব্দে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে পড়া অনুসরণ করবে।

সহায়ক

তথ্য : ২.৩.২

শব্দজ্ঞান

পড়ার পাঁচটি মৌলিক উপাদানের মধ্যে একটি অন্যতম উপাদান হলো শব্দজ্ঞান। কোনো শব্দ চিনে ও অর্থ বুঝে বাক্যে ব্যবহার করতে পারাই হলো শব্দজ্ঞান। শব্দজ্ঞান বাক্যের অর্থ বুঝতে সহায়তা করে। বিদ্যালয়ে আসার আগেই শিক্ষার্থীরা তাদের চারপাশের পরিবেশ থেকে অনেক নতুন নতুন শব্দ শিখে আসে। কিন্তু শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের পাঠ্যবইয়ে এমন কিছু নতুন শব্দের সঙ্গে পরিচিত হয় যার অর্থ না জানা থাকলে বাক্য বা অনুচ্ছেদ পড়ে বুঝতে পারে না এবং এ-সকল নতুন শব্দ শিক্ষার্থীকে পরিকল্পিতভাবে শেখাতে হয়। শব্দজ্ঞানের জন্য সেই সকল শব্দ নির্বাচন করা হয় যা একজন শিক্ষার্থীর বর্তমান বা নিকট ভবিষ্যতের পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু পড়ে বোঝার জন্য তার অর্থ জানা প্রয়োজন।

শব্দজ্ঞান শিখন শেখানো প্রক্রিয়া

শিক্ষক : এখন আমরা আজকের পড়া গল্পটি থেকে দুটি নতুন শব্দ শিখব। প্রথম শব্দটি হল - **নীল**। **নীল** একটি রঙের নাম (ছবি থাকলে দেখাবেন)।

শিক্ষক : আমি নীল শব্দটি দিয়ে একটি বাক্য বলছি, আকাশের রং নীল।

শিক্ষক : এবার তোমরা জোড়ায় আলোচনা করে নীল শব্দ দিয়ে আরেকটি বাক্য বলো। যদি পারো শব্দটি দিয়ে আরও নতুন নতুন বাক্য তৈরি কর।

(শিক্ষার্থীদের কাছে গিয়ে শিক্ষক বাক্যগুলো শুনবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষে ২/৩ জন শিক্ষার্থী সকলের উদ্দেশ্যে তাদের বাক্যগুলো বলবে। একইভাবে **জাতীয়** শব্দটি দিয়ে বাক্য তৈরি করা শিখাবেন)

সহায়ক তথ্য : ২.৩.৩

বোধগম্যতা

'বোধগম্যতা' হলো কোনো কিছু পড়ে বুঝতে পারা। পড়ার আসল উদ্দেশ্য হলো পঠিত বিষয়ের অর্থ উদ্ধার করা বা বোঝা। পড়ার দুইটি অংশ থাকে। **সাংকেতিক চিহ্নগুলোকে বর্ণ হিসেবে চিনতে পারার মাধ্যমে শব্দগুলো উচ্চারণ করতে পারাই বলে পাঠোদ্ধার (Decoding) এবং পুরো লেখাটির অর্থ উদ্ধারের মাধ্যমে বুঝতে পারাই হল বোধগম্যতা (Understanding)**। এই দুইটি অংশের মধ্যে বোধগম্যতাই হচ্ছে পড়ার মূল উদ্দেশ্য। যে-সকল শিক্ষার্থী বুঝে পড়তে পারে তারা পড়ে যেমন আনন্দ পায় তেমনি সেই পঠিত অনুচ্ছেদ থেকে যে কোনো ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতার জন্য শ্রেণিকক্ষে যে দুটি কাজ করা হয় তা হলো-

১.পূর্বানুমান

২. প্রশ্নোত্তর **পূর্বানুমান**

পূর্বানুমান যাচাইয়ে জন্য শিক্ষক প্রথমে পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি দেখিয়ে পাঠটি কী নিয়ে হতে পারে তা নিয়ে অনুমানভিত্তিক কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। শিক্ষক সঠিক গতি, অভিব্যক্তি, স্বরের উঠানামা, শুদ্ধ উচ্চারণের সঙ্গে গল্পটি শিক্ষার্থীদের পড়ে শোনাবেন। পড়া শেষে শিক্ষক ২-৩ জন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে শুনবেন তাদের পূর্বানুমান সঠিক ছিল কি না।

প্রশ্নোত্তর

বোধগম্যতার প্রশ্নোত্তরের কাজটি ৩ ধাপে করা হয়- ধাপ-১: আমি করি: শিক্ষক প্রথম প্রশ্নটির উত্তর কীভাবে খুঁজে বের করতে হয় তা নিজে করে দেখান। ধাপ-২ আমরা করি: শিক্ষক ও শিক্ষার্থী একসঙ্গে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটি খুঁজে বের করে ধাপ-৩ তুমি কর: শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরটি খুঁজে বের করার অনুশীলনা করে। এভাবে শিক্ষক শিক্ষাথীদের অনুমান করতে দিয়ে, প্রশ্ন-উত্তর প্রদানের মাধ্যমে বোধগম্যতা শেখাবেন। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তর দক্ষতা শেখানো যেতে পারে-

আক্ষরিক বোধগম্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন-

যে প্রশ্নগুলোর উত্তর সরাসরি পাঠে দেয়া আছে। শিক্ষার্থী পাঠে দেওয়া তথ্যগুলো মনে করে উত্তর দিতে পারে। যেমন-

- কে - কোনো প্রশ্ন কে দিয়ে হলে উত্তরটি হবে কোনো ব্যাক্তির বা চরিত্রের নাম।
- কী - কোনো প্রশ্ন কী দিয়ে হলে উত্তরটি হবে কোনো ঘটনা বা বস্তুর নাম।
- কোথায় - কোনো প্রশ্ন কোথায় দিয়ে হলে উত্তরটি হবে কোনো জায়গার নাম।
- কখন - কোনো প্রশ্ন কখন দিয়ে হলে উত্তরটি হবে কোনো সময়ের।
- কীভাবে - কীভাবে দিয়ে প্রশ্ন হলে উত্তরটি হবে কোনো ঘটনা বা বিষয় ঘটার প্রক্রিয়া যেভাবে ঘটেছে তা।

অনুমানসিদ্ধ বোধগম্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন-

- অনুমানভিত্তিক প্রশ্ন - পাঠে সরাসরি উত্তর দেওয়া নেই। কিন্তু সংকেত বা উত্তর কী হতে পারে তা জানা যায়। পাঠের সেই সংকেত বা ঘটনার পরম্পরা বিবেচনায় শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। যেমন : বাঘ রাখালকে নিয়ে কোথায় গেল?

মূল্যায়নধর্মী বোধগম্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন -

- মূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন- ঘটনার মূল্যায়ন করতে বা পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে এই ধরনের প্রশ্ন করা হয়। যেমন- কে বেশি ভালো? লোভী কাঠুরে জলপরির কাছ থেকে কী শিক্ষা পেল?

বোধগম্যতা শিখন শেখানো প্রক্রিয়া আমাদের দেশ

আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ। এ দেশে অনেক নদী আছে। নদী বয়ে চলে। পাখিরা গান গায়। গাছে গাছে ফুল ফোটে। এ দেশের আকাশ নীল। আকাশে উড়ে বেড়ায় সাদা মেঘ। রাতে চাঁদ ওঠে। কত ভালো লাগে। এ দেশের পাহাড় সবুজ। তেমনি সবুজ ফসলের মাঠ। মাঠে মাঠে ধান হয়। খালের জলে ভেসে বেড়ায় মাছ। ভোর বেলায় শিস দেয় দোয়েল। দোয়েল আমাদের জাতীয় পাখি। কী সুন্দর আমাদের এই দেশ।

শিক্ষক : এখন আমরা দেখব, পড়ার আগে গল্পটির ছবি দেখে তোমরা যা বলেছিলে, তার সঙ্গে গল্পটি মিলল কি না। (শিক্ষক ২-৩ জন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে শুনবেন তাদের পূর্বানুমান সঠিক ছিল কি না)। **শিক্ষক:** এখন আমরা আজকের পড়া গল্পটি থেকে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করব। আমার প্রথম প্রশ্ন হলো, **পাখিরা কি গান গায়?** এর উত্তর **হ্যাঁ** অথবা **না** হতে পারে।

শিক্ষক: আমি গল্পটি আবার পড়ব এবং উত্তর খুঁজে বের করব। যেখানে উত্তর আসবে সেখানে আমি হাত ওঠাব। (শিক্ষক গল্পটি আবার পড়বেন এবং **পাখিরা গান গায়** পর্যন্ত পড়ে থামবেন এবং হাত ওঠাবেন।)

শিক্ষক: এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর আমরা একসঙ্গে খুঁজে বের করব। দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো । **ভোর বেলায় শিস দেয় কে?** এর উত্তর কী হবে, তা আমরা খুঁজে বের করব।

আমি গল্পটি আবার পড়ছি। যেখানে উত্তর আসবে সেখানে আমরা হাত উঠাব। **(ভোর বেলায় শিস দেয় দোয়েল** পর্যন্ত পড়ে শিক্ষক থামবেন এবং হাত ওঠাবেন; তিনি দেখবেন কতজন শিক্ষার্থী হাত উঠিয়েছে) **শিক্ষক:** এখানে আমরা পেলাম- **ভোর বেলায় শিস দেয় দোয়েল** । শিক্ষক: তাহ লে ভোর বেলায় শিস দেয় কে?

শিক্ষার্থী: ভোর বেলায় শিস দেয় দোয়েল । **শিক্ষক:** এবার তোমরা তৃতীয় প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে বের করবে। প্রশ্নটি হলো, **আমাদের জাতীয় পাখির নাম কী?** এর উত্তর **কী** হবে, তা তোমরা খুঁজে বের করবে।

(পাঠ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ভাষিক কাজও একইভাবে শিক্ষক করাবেন)

তৃতীয় দিন

- ছবি পড়া ও ছবির পাঠ
- লেখা শেখানোর কৌশল
- লেখা শেখানোর কৌশল অনুশীলন

বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ

বাংলা

- বর্ণ শিখন শেখানোর কৌশল

তৃতীয় দিন

প্রথম অধিবেশন : ছবি পড়া ও ছবির পাঠ

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

শিখনফল :

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. ছবি পাঠের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২. ছবির পাঠ শিখন শেখানো কৌশল অনুশীলন করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : দলগত কাজ, মাইন্ড ম্যাপিং, আদর্শ পাঠ উপস্থাপন, আলোচনা।

উপকরণ : বাংলা বই (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি), পর্যবেক্ষণ ছক, তথ্যপত্র, পিপিটি স্লাইড ও মাল্টিমিডিয়া।

কাজ – ১ : ছবির পাঠের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা **সময় :** ৪৫ মিনিট

প্রশিক্ষকের করণীয়

- অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করুন এবং অধিবেশনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত করুন।
- প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা বইয়ের কোন বিষয়ে (বিষয়বস্তু) কোনো ছবি ব্যবহার করা হয়নি তা অংশগ্রহণকারীদের বলতে বলুন।
- প্রাপ্ত উত্তর মাইন্ড ম্যাপিংয়ে লিপিবদ্ধ করুন। পাওয়ার পর বলুন, প্রাথমিক স্তরের বাংলা বইয়ের সকল বিষয়বস্তুতেই এক বা একাধিক ছবি ব্যবহার করা হয়েছে।
- অংশগ্রহণকারীদের প্রথম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যবইয়ের ছবিনির্ভর একটি পাঠ প্রদর্শন করুন এবং সবাইকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে বলুন। ছবিটি দেখা হয়ে গেলে ছবিটির ওপর ভিত্তি করে প্রত্যেককে গল্প তৈরি করতে বলুন। কয়েকজনকে তাদের লেখা গল্প উপস্থাপন করতে বলুন।
- এবার প্রশ্ন করুন যে, সকলের গল্প কি একইভাবে লেখা? উত্তর পাওয়ার পর বলুন যে, 'শিক্ষার্থীকে যখন ছবি দেখতে দেওয়া হয় তখন তাদের মধ্যেও এরূপ বিভিন্ন ঘটনা, পরিস্থিতি, চিন্তা ইত্যাদি যুক্ত হয়। এভাবে শিক্ষার্থীর মধ্যেও বলা/লেখার ক্ষেত্রে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে।
- পাঠ্যবইয়ের বিভিন্ন বিষয়বস্তুতে কী উদ্দেশ্যে পাঠে ছবি ব্যবহার করা হয়েছে তা পরস্পর আলোচনা করে নোট খাতায় লিখতে বলুন। অংশগ্রহণকারীদের লেখা নিয়ে বোর্ডে একটি তালিকা তৈরিতে সহায়তা করুন। অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে মিল করে নিচের তথ্যটি প্রদর্শন করুন।

পাঠে ছবি ব্যবহারের উদ্দেশ্য
✦ পাঠ/পাঠের অংশের বিষয়বস্তুকে ছবির মাধ্যমে উপস্থাপনের জন্য ✦ ছবি দেখে বলার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ✦ শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা বৃদ্ধি বা মূল্যায়নের জন্য ✦ শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বৃদ্ধির জন্য
✦ বিষয়বস্তুর ধারাবাহিক বর্ণনায় শিক্ষার্থীকে সহায়তা করার জন্য

- অংশগ্রহণকারীদের পাঁচ দলে ভাগ করে নিম্নোক্ত নমুনা পাঠ উপস্থাপনের কাজ দিন। প্রতিটি দলকে নির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ চেকলিস্টের মাধ্যমে উপস্থাপিত পাঠ পর্যবেক্ষণ করতে বলুন। পর্যবেক্ষণ চেকলিস্টটি পোস্টারে লিখে প্রশিক্ষণ কক্ষে ঝুলিয়ে রেখে সকলকে বুঝিয়ে দিন। পাঠ উপস্থাপনের জন্য ১০ মিনিট সময় দিন।

দল	শ্রেণি	কাজ
দল-১	১ম শ্রেণি	পাঠ-৪১, 'তুলির ঘর' ছবি বিশ্লেষণ ছাড়া উপস্থাপন
দল-২	১ম শ্রেণি	পাঠ-৪১, 'তুলির ঘর' ছবি বিশ্লেষণসহ উপস্থাপন

দল-৩	১ম শ্রেণি	পাঠ-৪০, 'মামার বাড়ি' কবিতাটি ছবি বিশ্লেষণ ছাড়া উপস্থাপন
দল-৪	১ম শ্রেণি	পাঠ-৪০, 'মামার বাড়ি' কবিতাটি ছবি বিশ্লেষণসহ উপস্থাপন
দল-৫	-	পর্যবেক্ষণ চেকলিস্টের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণকৃত ফলাফল উপস্থাপন

- সহায়ক ৫ম দলকে পর্যবেক্ষণ চেকলিস্টের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণকৃত ফলাফল উপস্থাপন করতে বলুন। ৫ম দলের পর্যবেক্ষণকৃত ফলাফল উপস্থাপন শেষে অন্যান্য দল থেকেও পুনরাবৃত্তি পরিহার করে পর্যবেক্ষণকৃত ফলাফল সংযোজন করতে বলুন।
- যেকোন একটি ছবির পাঠের শিখন শেখানো কৌশল উপস্থাপন করুন। পাঠ উপস্থাপনের উদ্দেশ্য থাকবে ছবি পাঠের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা প্রদানের পাশাপাশি একটি ছবির পাঠ উপস্থাপন কতটা বিশ্লেষণধর্মী করা যায় তা দেখানো।
- মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে/পূর্বেই প্রিন্ট করা একটি ছবি প্রদর্শন করে প্রশ্নগুলোর উত্তর আহ্বান করুন।
  ১. ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে? ছবিতে কে কী করছে?
  ২. ছবির মানুষগুলো কী করছে? ছবির পশু-পাখি/জীব-জন্তুগুলো কী করছে?
  ৩. ছবিতে ফুল, ফল, শাক-সবজি, প্রভৃতি আর কী কী আছে? সেগুলো কোথায় কী অবস্থানে আছে? এদের, রং, আকার-আকৃতি কেমন?
  ৪. ছবির বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে অংশগ্রহণকারীদের বাস্তবজীবনের মিল/যোগসূত্র কোথায়?
  ৫. ছবির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরন তুলে ধরে খুব সংক্ষেপে ছবিটির একটি নাম দিন।
- পরিশেষে, প্রশ্নোত্তরে ছবি পাঠের গুরুত্ব এবং শিখন শেখানো কৌশল ব্যাখ্যা করুন। প্রয়োজনে সহায়ক তথ্য ৫.১.১ এর সহায়তা নিন।

কাজ – ২ : ছবির পাঠ শিখন শেখানো কৌশল প্রয়োগ করা **সময় :** ৪৫ মিনিট **প্রশিক্ষকের করণীয়**

- অংশগ্রহণকারীদের পূর্বের ৫টি দলে বসতে বলুন। পাঁচটি দলকেই প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির বাংলা বইয়ের নিচের পাঁচটি ছবির পাঠ পড়ানোর শিখন শেখানো কৌশল প্রদর্শন করতে বলুন। এজন্য প্রতিটি দলকে তাদের জন্য নির্ধারিত ছবির পাঠ অথবা পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবির পাঠ উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন। প্রস্তুতির জন্য সর্বোচ্চ ৫ মিনিট সময় দিন।

দল	শ্রেণি	কাজ
দল-১	প্রথম শ্রেণি	পাঠ-৩, 'আমরা কী কী কাজ করি' ছবি বিশ্লেষণ
দল-২	দ্বিতীয় শ্রেণি	'দাদির হাতের মজার পিঠা' গল্পের ছবি বিশ্লেষণ
দল-৩	তৃতীয় শ্রেণি	'আমাদের গ্রাম' কবিতার ছবি বিশ্লেষণ
দল-৪	চতুর্থ শ্রেণি	'বাওয়ালিদের গল্প' গল্পের ছবি বিশ্লেষণ
দল-৫	পঞ্চম শ্রেণি	'শখের মৃৎশিল্প' গল্পের ছবি বিশ্লেষণ

- একইসঙ্গে প্রতিটি দলকে নির্দিষ্ট ছবি পাঠ পর্যবেক্ষণ চেকলিস্টের মাধ্যমে নির্দিষ্ট দলের পাঠ প্রদর্শন পর্যবেক্ষণ করতে বলুন। পাঠ পর্যবেক্ষণের জন্য প্রদত্ত ছকটি পোস্টার পেপারে এঁকে দৃশ্যমান স্থানে অথবা মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করে ব্যাখ্যা করুন। প্রতিটি দলের প্রত্যেক সদস্যকে পাঠ পর্যবেক্ষণ করতে বলুন।

- প্রতিটি দলকে পর্যায়ক্রমে তাদের দলীয় কাজ প্রদর্শন করতে বলুন। প্রতিটি দলের জন্য উপস্থাপনের সময় ৫ মিনিট বলে দিন। [এখানে উল্লেখ্য যে, প্রতিটি দল থেকে নমুনা পাঠ প্রদর্শনের শিখন শেখানো কৌশল/প্রক্রিয়া দেখানোই মলূ বিবেচ্য, পুরো পাঠ দেখানোর প্রয়োজন নেই।]

- পাঠ প্রদর্শন শেষে পর্যবেক্ষণ ছকের আলোকে পর্যালোচনা করতে বলুন এবং প্রয়োজনে ফিডব্যাক দিন। প্রথমে দল অনুযায়ী নির্বাচিত প্রতিনিধিকে পর্যবেক্ষণ চেকলিস্টের আলোকে ফিডব্যাক দিতে বলুন। পরবর্তীতে অন্যান্য দল থেকেও ফিডব্যাক সংযোজন করুন।

- এবার সংক্ষেপে আলোচ্য বিষয় ব্যাখ্যা করুন। অংশগ্রহণকারীদের কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

সহায়ক তথ্য : ৫.১.১ ছবির পাঠ শিখন শেখানো কৌশল

প্রাথমিক স্তরে ছবির পাঠ বা পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে সংশ্লিষ্ট ছবির ব্যবহার একটি পরিচিত বিষয়। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা বইগুলো ভালোভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে প্রায় প্রতিটি পাঠের সঙ্গেই ছবি রয়েছে। এর কোনোটি শুধুমাত্র ছবির পাঠ আবার কোনোটি পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবির ব্যবহার। প্রথম থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত বইয়ে ছবির পাঠ বেশি, লেখার পরিমাণ কম। আর ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত বইয়ে লেখার পরিমাণ বেশি, ছবির পরিমাণ আস্তে আস্তে কমে গেছে। বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে ছবি কিংবা পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপিত হয়েছে যাতে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি দেখেও পাঠ বুঝতে পারে এবং পাঠটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অগ্রিম ধারণা পায়। ছবির পাঠ শিখন শেখানো কৌশলের ক্ষেত্রে বিবেচ্য নীতিমালা:

- ছবির বিভিন্ন উপাদানের বিশ্লেষণ (যেমন, ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে?)।
- ছবির চরিত্র, স্থান, কাল, পাত্র বিশ্লেষণ (যেমন, ছবিতে কী কী চরিত্র আছে? ছবিতে কে কী করছে? ছবির মানুষগুলো কী করছে? ছবির পশু-পাখি/জীব-জন্তুগুলো কী করছে? ছবিতে ফুল, ফল, শাক, সবজি, প্রভৃতি আর কী কী আছে? সেগুলো কোথায় কী অবস্থানে আছে? এদের, রং, আকার-আকৃতি কেমন?
- ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ছবি বিশ্লেষণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- ছবির বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে অংশগ্রহণকারীদের বাস্তবজীবনের মিল/যোগসূত্র কোথায়?
- ছবির স্থান, কাল, চরিত্র পাল্টিয়ে গল্প বলা।
- শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে অভিজ্ঞতা জানতে চাওয়া, অনুরূপ ঘটনা জানতে চাওয়া।
- ছবির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ অথবা সারমর্ম তুলে ধরা
- সংক্ষেপে ছবির একটি শিরোনাম দেওয়া
- ছবির সঙ্গে মিলিয়ে ছবি আঁকার কাজ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিশুকে অনুমানভিত্তিক প্রশ্ন করা, যেমন- এর পর কী হতে পারে, ছবির চরিত্র কী করতে পারে, প্রভৃতি।

ছবির পাঠ পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট

ক্রমিক	পর্যবেক্ষণের নির্দেশক	হ্যাঁ/না	কী করা প্রয়োজন ছিল?
১	ছবি দেখিয়ে কৌতূহল উদ্দীপক প্রশ্ন করেছেন		
২	ছবির উপাদান বিশ্লেষণ করেছেন		

৩	ছবির বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন		
৪	ছবির সঙ্গে বাস্তব জীবনের মিল করেছেন		
৫	ছবির সঙ্গে পাঠের মিল করেছেন		

তৃতীয় দিন

দ্বিতীয় অধিবেশন :

লেখা শেখা

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

শিখনফল :

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. প্রাক-লিখনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২. লেখা শেখার ধাপগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩. পাঠ্যবইয়ের আলোকে লেখার ধরন পর্যালোচনা করে গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল: আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, একক ও দলগত কাজ।

উপকরণ : সাদা কাগজ, পাঠ্যবই (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি), ভিপ কার্ড, পিপিটি স্লাইড, পোস্টার পেপার, পর্যবেক্ষণ ছক।

কাজ – ১ : প্রাক-লিখনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা **সময় :** ২০ মিনিট

প্রশিক্ষকের করণীয়

- ছবি পড়া ও ছবির পাঠের সঙ্গে আঁকার সম্পর্ক আলোচনা করে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে ১টি কাগজে বাম হাতে (বা যে হাতে তারা লেখেন তার অপর হাতে) একটি আম/আপেলের ছবি আঁকতে বলুন। আম/আপেল আঁকা শেষ হলে, একই হাত ব্যবহার করে ছবির নিচে তার নামটি লিখতে বলুন।
- ছবি আঁকা ও নাম লেখার জন্য ৫ মিনিট সময় দিন।

- এবার নিম্নের প্রশ্নগুলোর আলোকে তাদের লেখার অভিজ্ঞতা আলোচনা করতে বলুন। আলোচনা শেষে মূল পয়েন্টগুলি থেকে সার-সংক্ষেপ করুন,

  ✦ **বাম হাতে (বা যে হাতে লেখেন তার অপর হাতে) লিখতে তাদের কেমন লেগেছে? কেন?**

  সম্ভাব্য উত্তর: কঠিন, অপ্রস্তুত, অনভ্যস্ত। কারণ অপর হাতে লেখার অভ্যাস/চর্চা নাই, ✦

  ছবি আঁকা ও নাম লেখা - কোনটি সহজ? কেন?

  সম্ভাব্য উত্তর: ছবি আঁকা সহজ কারণ এতে যেকোনো ভাবে হাত ঘুড়িয়ে আঁকা যায়। নাম লেখার জন্য নির্দিষ্ট বর্ণ লিখতে হয়।

- দলীয় কাজের উপস্থাপন শেষে, দলের কাজের মূল পয়েন্টগুলি থেকে সারসংক্ষেপ করুন। নমুনা সার-সংক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হলো:

  খাতা-কলমে ইচ্ছেমতো আঁচড় কাটা বা আঁকাআঁকি করা শিশুকে ধাপে ধাপে বর্ণ, শব্দ ও বাক্য লেখা শেখার জন্য প্রস্তুত করে।

- এবার অংশগ্রহণকারীদের কাছে জিজ্ঞেস করুন, পাঠ্যবইয়ে কী কী ধরনের আঁকাআঁকি চর্চার সুযোগ রয়েছে? সম্ভাব্য উত্তর: দাগ টানা, ছবি আঁকা, ছবি রং করা, ডট মিলিয়ে দাগ টানা, বিভিন্ন আকৃতি বা নকশা আঁকা (নির্দেশিত আঁকা) ইত্যাদি।

- অংশগ্রহণকারীদের পাঁচজনের দলে ভাগ করে নিম্নের ছকের বিবৃতিগুলো আলাদা করে কেটে প্রত্যেক দলকে এক সেট করে বিতরণ করুন।

✦ আঁচড় কাটা	✦ ছবি রং করা
✦ ডট মিলিয়ে দাগ টানা	✦ বর্ণাংশ লেখা
✦ বিভিন্ন আকৃতি আঁকা	✦ বিভিন্ন দাগ টানা
✦ সুনির্দিষ্ট ছবি আঁকা	✦ যেমন খুশি ছবি আঁকা
✦ বর্ণ লেখা	✦ নকশা আঁকা

- দলগত আলোচনা করে কার্ডগুলোকে শিক্ষার্থীর শিখনে সহজ থেকে কঠিনে সাজাতে বলুন এবং একটি পোস্টার পেপারে আঠা দিয়ে ক্রমানুসারে লাগাতে বলুন। প্রত্যেক দলে প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করুন।
- দলগত কাজ মার্কেট-প্লেসে উপস্থাপন করতে বলুন। প্রতি দলকে তাদের যুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দিন।
- উপস্থাপন শেষে কাজের সারসংক্ষেপ করুন।

কাজ – ২ : লেখা শেখার ধাপ ব্যাখ্যা করা **সময় :** ২০ মিনিট

প্রশিক্ষকের করণীয়

- ব্যাখ্যা করুন যে, এই অধিবেশনে লেখা শেখার ধাপগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।
- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, লেখা শেখা প্রয়োজন কেন? বড়দলে আলোচনা করে মলূ পয়েন্টগুলো থেকে সার-সংক্ষেপ করুন।

> লেখা ভাষাকে স্থায়ী রূপ দেয় এবং নির্ভুলভাবে মনের ভাব অন্যের কাছ পৌঁছে দেয়। লেখা শিক্ষার্থীর কল্পনাপ্রবণ ও সৃজনশীল হতে সহায়তা করে এবং লেখার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সুপ্ত চিন্তার বিকাশ ঘটে। লেখার মাধ্যমে সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য প্রভৃতি ধরে রাখা যায় এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। লেখা ভাষার ব্যবহারে মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং ভাষার ব্যবহারকে সুশৃঙ্খল করে।

- এবার অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন, লেখা শেখার ধাপ বা পর্যায়গুলো কী? পরস্পর আলোচনা করতে বলুন। আলোচনা শেষে মূল পয়েন্টগুলো থেকে সার-সংক্ষেপ করুন।
  সম্ভাব্য উত্তর : লিখতে হলে বর্ণ বা চিহ্ন জানতে হয়, শব্দ লিখতে সঠিক চিহ্নগুলো জোড়া দিতে হয়।
- বড়ো দলে আলোচনা করে মূল পয়েন্টগুলো থেকে নিচের তথ্যের আলোকে সার-সংক্ষেপ করুন।

> শিশুর লেখার দক্ষতা ধারাবাহিকভাবে বিকশিত হয়। প্রথমে সে বর্ণ লেখার কলাকৌশল আয়ত্ত করে। এরপর সে কয়েকটি বর্ণ জুড়ে শব্দ লেখা শেখা এবং শব্দ মিলিয়ে বাক্য লেখা শেখে। সবশেষে, একটি বিষয়ের ওপর কতকগুলো বাক্য দিয়ে অনুচ্ছেদ লেখা শেখে।
> লেখার দক্ষতার বিকাশের পর্যায় বা ধাপগুলো হলো –
>
> ✦ বর্ণ বা চিহ্ন লেখার কলাকৌশল শেখা (Mechanics of Writing)
>
> ✦ বর্ণ জুড়ে শব্দ লেখা (Joining Letters)
>
> ✦ শব্দ দিয়ে বাক্য লেখা (Making Sentences)
>
> ✦ বাক্য মিলিয়ে অনুচ্ছেদ লেখা (Writing Paragraph)

- কোনো প্রশ্ন থাকলে তা আলোচনা করুন।

কাজ – ৩ : পাঠ্যবইয়ের আলোকে লেখার ধরন পর্যালোচনা করে গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা **সময় :** ৫০ মিনিট

প্রশিক্ষকের করণীয়

- অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন, পূর্ববর্তী অধিবেশনে লেখা শেখার কৌশলগুলোকে কয়টি ভাগে ভাগ করার ধারণা দেওয়া হয়েছে এবং কী কী?

  সম্ভাব্য উত্তর : লেখা শেখার কৌশলগুলোকে মূলত তিনভাবে ভাগ করা যায়।

  ১. নিয়ন্ত্রিত লিখন,

  ২. নির্দেশিত লিখন ও

  ৩. মুক্ত লিখন।

- এবার অংশগ্রহণকারীদের পূর্বের ৫ দলে ভাগ হয়ে প্রত্যেক দল প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির যেকোনো এক শ্রেণির পাঠ্যবইয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন ধরনের লেখা শেখার কৌশলগুলোকে নিম্নের প্রশ্নগুলোর আলোকে (পোস্টারে/পিপিটি স্লাইডে প্রদর্শনপূর্বক) পর্যালোচনা করতে বলুন। ✦

  কত ধরনের লেখার কাজ রয়েছে ও কী কী?

  ✦ লেখার কাজগুলো লেখা শেখার কোন পর্যায়ের অন্তর্গত - মতামতের পক্ষে যুক্তি?

  ✦ লেখার কাজগুলো লেখা শেখার কোন কৌশলের অন্তর্ভুক্ত - মতামতের পক্ষে যুক্তি?

- দলে আলোচনা করার জন্য ১৫ মিনিট দিন। সকলকে যুক্তিনির্ভর আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে বলুন। নির্বাচিত অধ্যায়ের প্রতিটি লেখার ধরন পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন।
- নিম্নে প্রদর্শিত ছকের মতো করে বোর্ডে একটি ছক তৈরি করুন।

লেখার কাজের পর্যবেক্ষণ ছক

	বর্ণ/চিহ্ন লেখা	শব্দ লেখা	বাক্য লেখা	অনুচ্ছেদ লেখা
নিয়ন্ত্রিত লিখন				
নির্দেশিত লিখন		নাম বোঝায় এমন শব্দ লিখি		
মুক্ত লিখন				

- প্রত্যেক দল থেকে একজন উপস্থাপক নির্বাচন করুন এবং সব দলের উপস্থাপনের সুযোগ করে দিতে প্রতি দলকে ১/২ ধরনের লেখার কাজের ভিপ কার্ড বোর্ডের ছকের উপযুক্ত ঘরে স্থাপন করে আলোচনা করতে বলুন। দলীয় কাজের উপস্থাপন শেষে দলের কাজের মূল পয়েন্টগুলি থেকে নিম্নরূপ সারসংক্ষেপ করুন।

প্রথম শ্রেণিতে বর্ণ লেখার কলাকৌশল শেখার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত লিখন কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণিতে কিছু শব্দ ও বাক্য লেখার সুযোগ রেখে তা পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় শ্রেণিতে সংযোজিত হয়েছে। তবে দ্বিতীয় শ্রেণির লেখার কাজেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত লিখন কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণিতে নির্দেশিত লেখার কৌশলের মাধ্যমে বাক্য/বাক্যগুচ্ছ লেখা শেখানো হয়েছে। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে নির্দেশিত ও মুক্ত লেখার কৌশলের মাধ্যমে অনুচ্ছেদ লেখা শেখানো হয়েছে।

।

সহায়ক তথ্য : ৩.২.১

প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে লেখার কাজের ধরন

• • বর্ণ লেখা • দাগ টেনে ছবি শব্দ মেলানো • ছবি দেখে শব্দ লেখা • • কার-চিহ্ন লেখা শূন্যস্থান • • পূরণ (শব্দ তৈরি) শব্দজট • • শূন্যস্থান পূরণ (বাক্য • তৈরি) যুক্তবর্ণ লেখা যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা শ্রুতলিপি (শব্দ) শ্রুতলিপি (বাক্য)	• • ছবি দেখে বাক্য লেখা (১-৩) • • ধারাবাহিক ছবি দেখে বাক্য • • লেখা শব্দ দিয়ে বাক্য লেখা • • বাক্যাংশ মিলিয়ে লেখা শূন্যস্থান • • পূরণ (অনুচ্ছেদ) বিরাম চিহ্ন • বসিয়ে লেখা প্রশ্নোত্তর লেখা ছকের কাজ/ছক পূরণ ছড়া/কবিতা লেখা বাক্য লেখা (বিষয়ভিত্তিক) অনুচ্ছেদ লেখা (বিষয়ভিত্তিক) • রচনা লেখা (একাধিক অনুচ্ছেদ বিশিষ্ট)

।

তৃতীয় দিন
তৃতীয় অধিবেশন : লেখা শেখানোর কৌশল অনুশীলন

সময় : ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট

শিখনফল :
অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. লেখা শেখানোর বিভিন্ন কাজের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২. লেখা শেখানোর কৌশলগুলো অনুশীলন করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, একক ও দলগত কাজ।

উপকরণ : পিপিটি স্লাইড।

কাজ – ১ : লেখা শেখানোর বিভিন্ন কাজের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা **সময় :** ৩০ মিনিট

প্রশিক্ষকের করণীয়

- অংশগ্রহণকারীগণের স্বাগত জানান। ব্যাখ্যা করুন যে, এই অধিবেশনে লেখা শেখানোর বিভিন্ন কাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।
- অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন, পাঠ্যবইয়ের লেখা শেখানোর বিভিন্ন ধরনের কাজগুলো লেখার দক্ষতার বিকাশের ভিত্তিতে কয়টি পর্যায়ে (সহায়ক তথ্য : ৩.৩.১) ভাগ করা হয়েছে এবং কী কী?
  সম্ভাব্য উত্তর–
  ১. বর্ণ বা চিহ্ন লেখা
  ২. শব্দ লেখা
  ৩. বাক্য লেখা
  ৪. অনুচ্ছেদ লেখা
- এবার অংশগ্রহণকারীদের ৪ দলে ভাগ হয়ে প্রত্যেক দল লেখার শেখার প্রতিটি পর্যায় সম্পর্কে নিম্নের প্রশ্নগুলোর আলোকে (পোস্টারে/পিপিটিতে প্রদর্শন) আলোচনা করতে বলুন। ✦ লেখার দক্ষতার বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ে শিক্ষক কী শেখাবেন?
  ✦ প্রতিটি পর্যায়ের শিখন যাচাই করতে কী ধরনের লেখার কাজ করাতে পারেন?
  সম্ভাব্য উত্তর : নিচের ছকের মতো করে

- নিচের ছকে কাজ করতে বলুন।

ক্রমিক	লেখার শেখার পর্যায়	শিক্ষক কী শেখাবেন	কীভাবে শিখন যাচাই করবেন
১	বর্ণ লেখা		
২	শব্দ লেখা		
৩	বাক্য লেখা		
৪	অনুচ্ছেদ লেখা		

- দলগত কাজের জন্য ১০ মিনিট সময় দিন। সহায়ক তথ্য ৩.৩.১ এ প্রদত্ত লেখার শেখার প্রতিটি পর্যায়ে উল্লিখিত করণীয় ব্যাখ্যা করুন।
- দলগত আলোচনা শেষে, প্রত্যেক দল থেকে একজন উপস্থাপক নির্বাচন করুন এবং সব দলের উপস্থাপনের সুযোগ করে দিতে প্রতি দলকে একটি প্রশ্ন/পর্যায়ে উপর আলোচনা করতে বলুন। উপস্থাপন শেষে দলের কাজের সার-সংক্ষেপ করুন।

কাজ – ২ : লেখা শেখানোর কৌশলগুলো অনুশীলন করা **সময় :** ৪৫ মিনিট

প্রশিক্ষকের করণীয়

- অংশগ্রহণকারীগণের স্বাগত জানান। ব্যাখ্যা করুন যে, এই অধিবেশনে লেখা শেখানোর বিভিন্ন কাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।
- এবার অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন, শিখন শেখানো কাজে কোনো বিষয় শেখাতে কী কৌশল প্রয়োগ করি?

  সম্ভাব্য উত্তর : শ্রেণি শিখন শেখানো কাজে যে-কোন বিষয় শেখাতে তিনটি ধাপ অনুসরণ করি

  ✦ আমি করি - শিক্ষক নিজে লিখে/করে দেখাবেন

  ✦ আমরা করি - শিক্ষকের সহযোগিতায় শিক্ষার্থী লিখবে/করবে

  ✦ সবশেষে, তোমরা কর - শিক্ষার্থী একক প্রচেষ্টায় লিখবে/করবে।
- অংশগ্রহণকারীদের পূর্বের ৪ দলে ভাগ হয়ে নিম্নের নির্বাচিত লেখার কাজের অনুশীলনে উল্লিখিত ধাপ অনুসরণ করে সিমুলেসনের আঙ্গিকে উপস্থাপন করতে বলুন।

  ১. বর্ণ লেখা/কার-চিহ্ন লেখা/যুক্তাবর্ণ ভেঙ্গে লেখা

  ২. শ্রুতলিপি (শব্দ, বাক্য)

  ৩. ছবি দেখে বা ধারাবাহিকভাবে সাজানো ছবি দেখে বাক্য লেখা

  ৪. অনুচ্ছেদ বা রচনা লেখা
- দলগত কাজের উপস্থাপন শেষে বিভিন্ন ধরনের লেখার কাজ শেখানোর কৌশলের সার-সংক্ষেপ করুন।

।

সহায়ক তথ্য : ৩.৩.১

লেখা শেখার পর্যায়

১. বর্ণ লেখা
২. শব্দ লেখা
৩. বাক্য লেখা
৪. অনুচ্ছেদ লেখা

লেখা শেখার প্রতিটি পর্যায়ে করণীয়

ক্রমিক	লেখার শেখার পর্যায়	শিক্ষক কী শেখাবেন	কীভাবে শিখন যাচাই করবেন
১	বর্ণ লেখা	আকার, প্রবাহ, মাত্রা ঠিক রেখে বর্ণ চিহ্ন লিখতে দেওয়া	শ্রুতিলিপি (বর্ণ), আগের বা পরের বর্ণ লিখতে দিয়ে
২	শব্দ লেখা	শব্দ মধ্যস্থিত সকল বর্ণের সমশির, সমপদ, দূরত্ব ঠিক রেখে শব্দ লিখতে দেওয়া	শ্রুতিলিপি (শব্দ), ছবি দেখে শব্দ লিখতে দিয়ে

৩	বাক্য লেখা	বাক্য মধ্যস্থিত সকল শব্দে দূরত্ব ঠিক রেখে এবং সঠিক যতি-চিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে দেওয়া	শ্রুতিলিপি (বাক্য), ছবি দেখে বাক্য লেখা, শব্দ দিয়ে বাক্য লিখতে দিয়ে
৪	অনুচ্ছেদ লেখা	ছবি দেখে বা নির্ধারিত বিষয়ের ওপর অনুচ্ছেদ লিখতে দেওয়া	ছবি দেখে বা নির্ধারিত বিষয়ের ওপর অনুচ্ছেদ লিখতে দিয়ে

লেখা শেখার কৌশল

১. **নিয়ন্ত্রিত লেখা** - নিয়ন্ত্রিত লিখন এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ লেখাটি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যেমন–একটি শব্দ বা বাক্য লিখতে দিয়ে তা অনুশীলন করানো, কতকগুলো নির্দিষ্ট শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করতে দেওয়া, কতকগুলো সুনির্দিষ্ট তথ্য জানার জন্য কতকগুলো প্রশ্নোত্তর লিখতে দেওয়া, এলোমেলো শব্দ/বাক্য সাজিয়ে লিখতে দেওয়া, হাতের লেখা ইত্যাদি। এটা বর্ণের গঠন, শব্দ ও বাক্যের কাঠামো ও বানানের শুদ্ধতা আনয়নে সহায়তা করে।

   শিক্ষকের করণীয় : যখন শিক্ষার্থীদের বর্ণ শেখা হলে তারা শব্দ ও সহজ বাক্য লিখতে শেখে। প্রথম দিকে নিয়ন্ত্রিত অনুশীলনের জন্য প্রতিলিপিকরণ (দেখে দেখে লেখা বা অনুকরণ করে লেখা) একটি ভালো কৌশল। কেননা শিশুরা অনুকরণপ্রবণ। শ্রুতিলিপিও একটি কৌশল তবে এক্ষেত্রে সঠিক উচ্চারণের ওপর দৃষ্টি রাখতে হবে এবং শব্দ লিখতে গিয়ে শব্দের মাঝখানে ফাঁক দিচ্ছে কি না তা দেখতে হবে।

২. **নির্দেশিত লেখা** - এরূপ লিখনে শিক্ষার্থীকে কিছু সূত্র দিয়ে দেওয়া হয়, যেন সূত্র ধরে কিছু লিখতে পারে। যেমন–বাক্য সম্পূর্ণ করা, ছবি দেখে বর্ণনা করা, নির্দিষ্ট বাক্য কাঠামো ব্যবহার করে অনেকগুলো বাক্য তৈরি করা, কোনো প্রশ্ন ঘুরিয়ে করা ইত্যাদি। এরূপ লিখনের সাহায্যে সাধারণত কিছু তথ্য সরবরাহ করা হয়। কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয় বিধায় এরূপ লিখনকে নির্দেশিত লিখন বলে।

   শিক্ষকের করণীয় : শব্দজট থেকে শব্দ তৈরির ক্ষেত্রে বর্ণগুলোকে এলোমেলো করে দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের সেটিকে সাজিয়ে লিখতে বলতে হবে। শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের বর্ণ বা শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে দিতে পারেন। একইভাবে বাক্যস্থিত শব্দের স্থান ফাঁকা রেখে বাক্য সম্পূর্ণ করতে দেওয়া যায়। আবার বাক্যস্থিত শব্দগুলোকে এলোমেলো করে উপস্থাপন করে শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে সাজিয়ে বাক্য তৈরি করতে বলা যায়।

৩. **মুক্ত-চিন্তার লেখা** - কোনো একটি বিষয় বা বস্তুর উপর শিক্ষার্থী নিজের মতো করে মনের ভাব গুছিয়ে লিখবে। শিক্ষক শুধু লেখার সূত্র ধরিয়ে দেবেন (কোনো বিষয়ের ওপর উপর লেখা)। এতে শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীলতা বিকাশ লাভ করে। অনুচ্ছেদ লিখন, চিঠি লিখন, গল্প লিখন, রচনা লিখন, কোনো কিছুর বর্ণনা, ব্যাখ্যাকরণ, তুলনাকরণ, বিশ্লেষণ ইত্যাদি এরূপ লেখার উদাহরণ।

   শিক্ষকের করণীয় : বাংলা পাঠ্যপুস্তকে কোনো জায়গা থেকে একটি ছবি দেখিয়ে ছবিতে কী প্রকাশ করছে সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শব্দ বা বাক্য লিখতে বলা যায়। ফ্লো-চার্ট ব্যবহার করে ধারাবাহিক ঘটনা সম্পর্কে শিশুদের অভিজ্ঞতা লিখে প্রকাশ করতে দেওয়া যায়। সুসংগঠিত লিখনে সহায়তা করার জন্য শিক্ষককে কতিপয় কৌশল অবলম্বন করতে হয় যেমন- কোনো বিষয়ের মূল শব্দ লেখা, শব্দগুলোর পর্যায়ক্রম ঠিক করা, খসড়া অনুচ্ছেদ লিখতে বলা, লেখার উপর ফলাবর্তন দেওয়া (বানান, ভাষা, ধারণা, তথ্য ইত্যাদি); পুনরায় লেখা। শিশুর লেখার দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ধারাবাহিক অনুশীলন প্রয়োজন।

।

তৃতীয় দিন
চতুর্থ অধিবেশন : বর্ণ শিখন শেখানো কৌশল

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

শিখনফল :

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ:

১. বর্ণ শিখন শেখানো কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন,
২. বর্ণ শিখন শেখানো কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, সিমুলেশন, ও দলগত কাজ।

উপকরণ : বাংলা বই (শিশু শ্রেণি, প্রথম শ্রেণি), প্রথম শ্রেণির শিক্ষক সহায়িকা, তথ্যপত্র, পিপিটি স্লাইড।

কাজ – ১ : বর্ণ শিখন শেখানো কৌশল বর্ণনা করা **সময় :** ৩০ মিনিট **প্রশিক্ষকের করণীয়**

- পূর্ববর্তী অধিবেশনের বিষয়বস্তুর সঙ্গে বর্ণ শিখন শেখানো কৌশলের সম্পর্ক আলোচনা করে প্রশিক্ষণ পরিবেশ সৃষ্টি করুন। অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন - বর্ণ শেখনোর প্রচলিত কৌশলগুলো কী কী?
সম্ভাব্য উত্তর: বাক্যক্রমিক, শব্দক্রমিক ও বর্ণক্রমিক।
- অংশগ্রহণকরীদের ৬টি দলে ভাগ হতে বলুন। প্রতি দুই দলকে একই ধরনের কৌশল নিয়ে কাজ করতে হবে তা বলুন। তথ্যপত্র বিতরণ করুন এবং দলের জন্য নির্ধারিত অংশ পড়তে বলুন।
- পড়ার পর নিম্নের প্রশ্নগুলো প্রদর্শন করুন এবং তথ্যপত্রের আলোকে বর্ণ শেখানোর কৌশলগুলো (বাক্যক্রমিক, শব্দক্রমিক ও বর্ণক্রমিক) সম্পর্কে আলোচনা করতে বলুন। ✦ বর্ণ শিখানোর জন্য কোন কৌশলটি সর্বাধিক উপযোগী? কেন উপযোগী?
  - ✦ বর্ণ শিখানোর অন্যান্য কৌশলগুলো কীভাবে ব্যবহৃত হয়? সম্ভাব্য উত্তর : শ্রেণিপাঠে প্রতিকারমূলক শিক্ষা (Remedial learning) ও ত্বরান্বিত শিক্ষা (Accelerated learning) এর ক্ষেত্রে বর্ণ শিখানোর শব্দক্রমিক ও বর্ণক্রমিক ইত্যাদি।
- দলগত আলোচনা শেষে একই বিষয় নিয়ে কাজ করা দুটি দলের থেকে একটি দলকে তাদের মতামত উপস্থাপন করতে বলুন। কোনো সংযোজনী থাকলে তা-ও বিবেচনায় নিন। মতামত উপস্থাপন শেষে প্রশ্নোত্তরে সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন।

কাজ – ২ : বর্ণ শিখন শেখানো কৌশল প্রয়োগ করা **সময় :** ৬০ মিনিট

প্রশিক্ষকের করণীয়

- বর্ণ শিখন শেখানো কৌশলের প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত (তথ্যপত্রে সংযুক্ত) আলোচনার প্রসঙ্গ টেনে অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন, পাঠ্যবইয়ের বর্ণ শিখন শেখানো কৌশলের ধাপগুলো কী কী?
  সকলকে ধারণা দিতে বলুন।
- অংশগ্রহণকারীদের প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষক সংস্করণে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে বর্ণ শেখানোর একটি পাঠ উপস্থাপন করুন। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করুন।
  - ✦ পাঠের ছবি পর্যায়ক্রমে প্রদর্শন করুন এবং শিশুদের একাকী চিন্তা করে ও দলে আলোচনা করে ছবিতে কে কী দেখতে পাচ্ছে তা কয়েকজনকে বলতে বলুন।

- ✦ ছবির সঙ্গে মিল করে ছড়ার ছন্দে পাঠের নির্ধারিত বাক্যটি যেমন- **ইট রয়েছে সবুজ ঘাসে ঈগল ওড়ে ওই আকাশে বলুন** এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে ২/১ বার বলতে বলুন।
- ✦ ইটের ছবির পাশে **ইট রয়েছে সবুজ ঘাসে** বাক্য কার্ডটি প্রদর্শন করে এর থেকে ইট শব্দ আলাদা করে বর্ণ উচ্চারণের ক্ষেত্রে মূলধ্বনি চর্চা করুন। যেমন- ইট - /ই/ /ট/। এরপর ই বর্ণের মূল /ই/ ধ্বনির চর্চা করতে বলুন।
- ✦ এমন কয়েকটি শব্দ বলতে বলুন যার প্রথম বর্ণটি /ই/ ধ্বনি দিয়ে শুরু হয়েছে। এ পর্যায়ে পাঠের অন্তর্গত শব্দ দুটি ছবির মাধ্যমে শনাক্ত করিয়ে নতুন শব্দের জন্য শিশুদের দলগতভাবে কাজ করতে বলুন।
- ✦ বোর্ডে বর্ণটির মূলধ্বনি উচ্চারণ বোর্ডে বড় করে বর্ণটি লিখুন। বর্ণ লেখার প্রবাহ ঠিক রেখে সকল শিশু দেখতে পায় এমনভাবে বোর্ডে বর্ণটি লিখুন।
- ✦ পাঠ্যবইয়ের যেখানে উদ্দিষ্ট বর্ণ আছে সেখানে বর্ণের ওপর আঙুল সঠিকভাবে ঘুরিয়ে লেখার অভিনয় করাবেন। শিশুদের শূন্যে হাত ঘুরিয়ে সঠিক প্রবাহে লেখার অনুকরণ করতে বলুন।
- ✦ কয়েকজন শিশুকে শেখা বর্ণের ধ্বনি উচ্চারণ করতে দিয়ে পাঠ যাচাই করবেন এবং খাতা বের করে প্রত্যেককে লেখার অনুশীলন করতে বলুন।

- এবার অংশগ্রহণকারীদের ৫ দলে ভাগ হয়ে বর্ণ শেখানোর ক্ষেত্রে ধাপগুলো বলতে বলুন। প্রয়োজনে নিম্নে প্রদত্ত তথ্যের আলোকে প্রশ্নোত্তরে ধারণা প্রদান করুন।

✦ **বর্ণ শেখানোর ধাপগুলো কোন ক্রমে উপস্থাপিত হয়েছে?**

সম্ভাব্য উত্তর:

১. ছবি নিয়ে আলোচনা

২. ছড়ার ছন্দে পাঠের নির্ধারিত বাক্যটি বলা

৩. বাক্য কার্ড থেকে নির্ধারিত শব্দ আলাদা করে বর্ণের ধ্বনির চর্চা ও বর্ণ পড়া

৪. বর্ণটির মূলধ্বনি উচ্চারণ করে বোর্ডে বর্ণটি লেখা

✦ **বর্ণ শেখানোর ধারাবাহিকতার যৌক্তিকতা কী?**

সম্ভাব্য উত্তর :

১. পরিচিত বাক্য-শব্দ থেকে বর্ণের ধ্বনি ও চিহ্ন শেখানো।

২. প্রথমে ধ্বনি শোনা এরপর ধ্বনি-চিহ্নের সংযোগ, সবশেষে বর্ণ লেখা।

✦ **বর্ণ শেখানোর এই ধাপগুলোতে ভাষার চার দক্ষতার কীভাবে সমন্বয় হয়েছে?**

সম্ভাব্য উত্তর: এই পাঠে বর্ণের ধ্বনি শোনা, বলা; বর্ণ পড়া লেখা সুযোগ রয়েছে।

- অংশগ্রহণকরীদের পূর্বের দল ঠিক রেখে প্রথম শ্রেণির নিম্নরূপ পাঠের ওপর শেখানো পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে বলুন। শিক্ষক সহায়িকার আলোকে পরিকল্পনা পোস্টার পেপারে লেখার প্রয়োজন নেই। খাতায় সংক্ষেপে লিখতে বলুন। পাঠের জন্য প্রাসঙ্গিক উপকরণও তৈরি করতে বলুন।

দল		পাঠ
১		বর্ণ শিখি অ
২		বর্ণ শিখি আ

৩		বর্ণ শিখি **ক**
৪		বর্ণ শিখি **খ**
৫		বর্ণ শিখি **ঞ**

- দৈবচয়নের ভিত্তিতে একটি দলকে নির্বাচন করে পাঠ সিমুলেসন করতে বলুন। এক্ষেত্রে প্রত্যেক দল থেকে ২ জন করে অংশগ্রহণকারীকে শিক্ষার্থী এবং অন্যদের পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় থাকতে বলুন,
- উপস্থাপন শেষে পর্যালোচকদের বর্ণ শেখানোর ধাপগুলো পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন হয়েছে কি না তা পর্যালোচনা করতে আহ্বান জানান। পর্যালোচনা শেষে বর্ণ শেখানো কৌশলের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করুন।

সহায়ক তথ্য : ৩.৪.১

দল	তথ্যপত্র
১	**বাক্যক্রমিক পদ্ধতি** • প্রথমে বাক্য পড়া, • বাক্যের মধ্যস্থিত শব্দের অবস্থান নিরূপণ করে শব্দ পড়া ও উচ্চারণ অনুশীলন করা, • শব্দের উচ্চারণ অনুযায়ী শব্দ ভেঙে বর্ণ শনাক্ত করা ও বর্ণ চিনে পড়া, • শব্দে একই বর্ণের বিভিন্ন স্থানে অবস্থানের জন্য উচ্চারণের কী পার্থক্য হয় তা অনুশীলন করানো হয়। যেমন- কমলা, ময়ূর, বাদাম ইত্যাদি, • লেখার জন্য প্রথমে বর্ণ, তারপর শব্দ ও শেষে বাক্য লেখানো।
২	**শব্দক্রমিক পদ্ধতি শব্দ পড়ানো** • উচ্চারণ অনুযায়ী শব্দের অন্তর্গত বর্ণগুলোর অবস্থান জানা এবং তা পড়ানো, • উচ্চারণ অনুযায়ী বর্ণ শনাক্ত করানো, • শব্দে বর্ণের অবস্থান অনুযায়ী উচ্চারণ অনুশীলন করানো, • শব্দ মিলিয়ে বাক্য পড়ানো, • লেখার জন্য প্রথমে বর্ণ, তারপর শব্দ ও শেষে বাক্য লেখানো।
৩	**বর্ণক্রমিক পদ্ধতি** • বর্ণক্রমিক পদ্ধতিতে প্রথমে শিক্ষার্থীদের বর্ণের মূলধ্বনি উচ্চারণে অভ্যস্ত করা হয়, • বর্ণ চিনে পড়তে বলা হয়, • তারপর বর্ণের সঙ্গে কারচিহ্ন যুক্ত করে পড়ানো হয়, • বর্ণের সঙ্গে বর্ণ যুক্ত করে শব্দের উচ্চারণ অনুশীলন করানো হয়, • শব্দে একই বর্ণের বিভিন্ন স্থানে অবস্থানের জন্য উচ্চারণের কী পার্থক্য হয় তা অনুশীলন করানো হয়। যেমন- বল, খবর, আদাব ইত্যাদি, • শব্দ সহযোগে বাক্য পঠন, • লেখার ক্ষেত্রেও অনুরূপ ক্রম অনুসরণ।

বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ

বাংলা

চতুর্থ দিন

[

- ছড়া, কবিতা ও গদ্য পঠনরীতি
- ছড়া, কবিতা ও গদ্য পঠনরীতি (চলমান)

- ছড়া ও কবিতা শিখন শেখানো কৌশল
- গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী বিষয় শেখানো কৌশল

চতুর্থ দিন

প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশন: ছড়া, কবিতা ও গদ্য পঠনরীতি।

সময় : ৩ ঘণ্টা

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ- ১. ছড়া পঠনরীতি অনুশীলন করতে পারবেন।

২. কবিতা পঠনরীতি অনুশীলন করতে পারবেন।

৩. গদ্য পঠনরীতি অনুশীলন করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : প্রশ্নকরণ, প্রদর্শন, দলগত কাজ, উপস্থাপন

উপকরণ : ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির বাংলা পাঠ্য পাঠ্যপুস্তক, পিপিটি।

কাজ – ১ : ছড়া পঠনরীতি অনুশীলন করা **সময় :** ৯০ মিনিট

প্রশিক্ষকের করণীয়

- তিন/চারজন অংশগ্রহণকারীকে তাদের পছন্দমতো একটি করে ছড়া বলতে বলুন। ছড়া বলা শেষে সবাইকে জিজ্ঞেস করুন কেমন লাগল? তাদেরকে বলুন, আজ আমরা ছড়া পঠনরীতি নিয়ে আলোচনা করব।
- পিপিটিতে নিচের প্রশ্নগুলো প্রদর্শন করুন- - ছড়া কী? ছড়া পাঠের বিবেচ্য বিষয় কী? - ছড়া পাঠের বিবেচ্য বিষয় কী কী?
- প্রশ্নগুলো নিয়ে চিন্তা করে নিজ খাতায় লিখতে বলুন। লেখা হয়ে গেলে কয়েকজনের নিকট থেকে শুনে মূল অংশ বোর্ডে লিখুন যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়। তারপর নিজে অথবা একজন অংশগ্রহণকারীকে পড়তে বলুন।
- সবার সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে ছড়ার একটি বোধগম্য সংজ্ঞা নির্ধারণ করুন। সংজ্ঞাটিকে সমৃদ্ধ করবার জন্য আপনার তথ্যপত্র থেকে নেয়া ছড়ার সংজ্ঞা বোর্ডে প্রদর্শন করে আলোচনা শেষ করুন।

ছড়া মূলত এক ধরনের ছন্দোবন্ধ সমিল বা অমিল পদ্যবিশেষ। তবে পদ্য বা কবিতার সঙ্গে এই শ্রেণীর রচনার পার্থক্য রয়েছে অনেক। অর্থের গভীরতা নয়, শিশু সুলভ সরলতা, কল্পময়তা, চিত্রময়তা এবং শব্দের ধ্বনীময়তাই ছড়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য। শব্দের ধ্বনিময়তা আর পদে পদে ছড়ানো কথার একেকটি ছবির সমন্বয়ে কোন ছন্দোময় ব্যঞ্জনা সৃষ্টির নামই ছড়া। অনাবিল আনন্দদানই হচ্ছে ছড়ার উদ্দেশ্য।

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, আজ আমি পঠন-রীতি অনুসরণ করে একটি ছড়া পড়ব। কী পঠন-রীতি অনুসরণ করে আমি ছড়াটি পড়া হয়েছে তা নিজ খাতায় নোট করতে বলুন। নিচের তথ্যের সঙ্গে মিল করে ব্যাখ্যা প্রদান করুন।

ছড়া পঠনরীতি	
✦ উচ্চারণ ✦ কণ্ঠস্বরের উঠানামা ✦ তাল ✦ ছন্দ	✦ লয় আঞ্চলিকতা ✦ সাবলীলতা ✦ উপস্থাপনা ✦

•

নিচের ছড়াটি মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করুন এবং বর্ণিত পঠন রীতি অনুসরণ করে কয়েকবার পড়ুন।

ইতল বিতল

সুফিয়া কামাল

ইতল বিতল গাছের পাতা
গাছের তলায় ব্যাঙের ছাতা বিষ্টি পড়ে ভাঙে ছাতা
ডোবায় ডুবে ব্যাঙের মাথা

- ছড়া পাঠ শেষে অংশগ্রহণকারীগণের নিকট থেকে প্রশ্ন আহ্বান করুন। প্রয়োজনে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন। অংশগ্রহণকারীগণকে ৫টি দলে ভাগ করুন। প্রত্যেক দলের জন্য একটি করে ছড়া নির্ধারণ করে দিন।

দল		**বিষয়বস্তু**	**শ্রেণি**
বাবুই		নোটন নোটন পায়রা	প্রাক -প্রাথমিক
চড়ুই		মামার বাড়ি	প্রথম
টিয়া		ভোর হলো	প্রথম
ঘুঘু		পাঠ ৮ (আতা গাছে তোতা পাখি)	প্রথম
ময়না		ঐ দেখা যায় তাল গাছ	প্রাক-প্রাথমিক

- প্রত্যেক দলকে পঠন-রীতি অনুশীলন করে ছড়া পড়তে বলুন। দলে পড়ার জন্য সময় ৬ মিনিট সময় দিন।
- দলে কাজ শেষ হলে দলের একজনকে উপস্থাপন করতে বলুন। অন্য দলকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলুন এবং নোট রাখতে বলুন। কারণ দলের প্রত্যেককেই সবগুলো ছড়া শিখে যেতে হবে তা বলুন।
- উপস্থাপন শেষে কয়েকজনের কাছ থেকে তাদের পর্যবেক্ষণ শুনুন। পরিশেষে সকলের আলোচনার ভিত্তিতে দুর্বল ও সবল দিক নিয়ে আলোচনা করুন যেন সবাইকে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিতে পারেন।
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

কাজ – ২ : কবিতা পঠন-রীতি অনুশীলন করা **সময় :** ৯০ মিনিট

প্রশিক্ষকের করণীয়

- অংশগ্রহণকারীদের মধ্য হতে স্বরচিত কবিতা অথবা পছন্দমত যেকোন কবিতা পড়তে বলুন। ২/৩টি কবিতা শোনার পর অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন যে, কবিতা শুনে কেমন লাগল? এরপর বলুন, আজ আমরা

- কবিতা পড়ার নিয়ম এবং কীভাবে পড়লে কবিতা ভালোভাবে বোধগম্য হয় সে সম্পর্কে জানব ও অনুশীলন করব।

- কবিতা কী? প্রশ্নটি স্লাইডে প্রদর্শন করুন এবং পূর্বের ছড়ার অধিবেশনের ন্যায় কবিতার সংজ্ঞা বা কবিতা বলতে আমরা কী বুঝি তা নিজ খাতায় লিখতে বলুন।

- লেখা হয়ে গেলে কয়েকজনের লেখার মূল অংশ বোর্ডে লিখুন এবং পড়ে শোনান।
সবার সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে কবিতার একটি বোধগম্য সংজ্ঞা নির্ধারণ করুন।

- সংজ্ঞাটিকে সমৃদ্ধ করার জন্য তথ্যপত্র থেকে নেওয়া কবিতার সংজ্ঞা বোর্ডে প্রদর্শন করে আলোজনা করুন। প্রয়োজনে ব্যাখ্যা দিন।

কবিতা – সাধারণভাবে ছন্দোবদ্ধ পদকেই কবিতা বলে। সেই অর্থে ছন্দই কবিতার প্রাণ। কিন্তু কেবলমাত্রই ছন্দই কবিতার শেষ কথা নয়। বস্তুত জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত নিজস্ব উপলদ্ধিগুলোকে আত্মগত ভাবরসে সিঞ্চিত করে কবি যখন ব্যঞ্জনাময় ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করেন, তখন তাকে কবিতা বলে। ইংরেজ কবি Wordsworth-এর ভাষায় “Poetry is spontaneous overflow of powerful feelings” অর্থাৎ কবিতা হচ্ছে শক্তিময় অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস। কেউ কেউ কবিতাকে এক ধরনের ‘শব্দশিল্প’ বলেও আখ্যায়িত করে থাকেন। কেননা সার্থক কবি তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলিকে প্রাত্যাহিকতায় সীমাবদ্ধ না রেখে তা এক চিরন্তন আবেদনের সীমানায় পৌছে দেন। কবিতাঁ য় কল্পনা থাকে, থাকে একান্ত অনুভুতির উচ্ছ্বাস। সহৃদয় পাঠক সেটি অনুভব ও উপলদ্ধি করে কবিতার মূল আত্মা বা কাব্যরস আস্বাদন করেন এবং তৃপ্ত হন।

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, পূর্বের পাঠে আমরা ছড়ার পঠন-রীতি জেনেছি। যার সঙ্গে কবিতার পঠনরীতিরও অনেকাংশে মিল রয়েছে। কবিতাও রীতি মেনে পড়তে হয়।

- কবিতার পঠন-রীতি মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করুন এবং বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করুন। অংশগ্রহণকারীদের পঠনরীতিগুলো নোট খাতায় লিখতে বলুন,

পঠনরীতি		
✦ বোধগম্যতা ✦ উচ্চারণ ✦ ✦ কণ্ঠস্বরের উঠানামা কণ্ঠস্বর	✦ মিড় মাত্রা ✦ তাল ছন্দ ✦ ✦	✦ লয় আঞ্চলিকতা ✦ সাবলীলতা ✦ উপস্থাপনা ✦

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বীরপুরুষ’ কবিতাটি পঠনের সব রীতির দিকে খেয়াল করে একাধিকবার আবৃত্তি করুন।
- অংশগ্রহণকারীগণকে নোট করতে বলুন যে, কী কী কৌশল কবিতা পাঠে ব্যবহার করা হয়েছে।
- আবৃত্তি শেষে দৈবচয়নের মাধ্যমে ৫/৬ জনের মতামত শুনুন। প্রয়োজনে বোর্ডে লিখে আলোচনা করুন।
- অংশগ্রহণকারীগণকে ৫টি দলে ভাগ করুন। প্রত্যেক দলে- কবিতা নির্ধারণ করে দিয়ে পঠন কৌশলের

•

অনুযায়ী কবিতার পাঠ দলে অনুশীলন করতে বলুন। দলে অনুশীলনের জন্য সময় ৮ মিনিট বলে দিন।

দল		কবিতার নাম	শ্রেণি
বাবুই		ছুটি	১ম
চড়ুই		আমি হব	২য়
টিয়া		আদর্শ ছেলে	৩য়
ঘুঘু		কাজলা দিদি	৪র্থ
ময়না		সংকল্প	৫ম

- নির্ধারিত সময় শেষে দলগুলোকে এক এক করে উপস্থাপন করতে বলুন। অন্য দলগুলোর উপস্থাপন মনোযোগ সহকারে শুনতে বলুন। বলে দিন, প্রত্যেক দলের কবিতাই আয়ত্ত করতে হবে। কেননা বিদ্যালয়ে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার সময় প্রত্যেকেরই কবিতাগুলো পড়াতে হবে।
  দলে উপস্থাপনের সময় সহায়ক হিসেবে প্রয়োজনীয় নোট রাখুন এবং সে অনুযায়ী ফলাবর্তন দিন। ফলাবর্তনের সময় সহায়ক কবিতা পাঠের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা দিন।

> ✦ ‘ছুটি’ কবিতায় উচ্চারণের ক্ষেত্রে ঘ, জ, ড় এই বর্ণগুলোর উচ্চারণ ভালোভাবে করতে হবে।
> ✦ ‘আমি হব’ কবিতায় উচ্চারণের ক্ষেত্রে জ, র, ঘ ইত্যাদি।
> ✦ ‘আদর্শ ছেলে’ উচ্চারণের ক্ষেত্রে -ছ, জ, র ইত্যাদি। বিশেষ শব্দের ওপর জোর ‘**মানুষ** হইতে হবে’ তোমরা **মানুষ** হলে দেশের **কল্যাণ** ইত্যাদি।
> ✦ ‘কাজলা দিদি’- উচ্চারণের ক্ষেত্রে - বাঁশ বাগান, কাজলা, ফাঁকি ভূঁইচাঁপা, উড়িয়ে, ছিঁড়তে, বেড়া, ঝিঁঝিঁ, ঝোপে, ঝাড়ে। বিশেষ শব্দের উপর জোর- এখানে প্রতিটি চরনের বিশেষ শব্দে- যেমন- ভূঁইচাপা, মাড়াস ইত্যাদি স্থানে জোর দিয়ে উচ্চারণ করতে হবে।
> ✦ সংকল্প- উচ্চারণঃ ঘূর্ণিপাকে, বীর, যন্ত্রণাকে, হাউই চড়ে, উড়ে, ফেড়ে, ফুঁড়ে।
> ✦ বিশেষ শব্দের ওপর জোর- প্রতিটি চরণে প্রথম শব্দে জোর দিতে হবে। এছাড়া- দেশ, কেমন, চন্দ্রলোক, উঠব আমি আকাঁশ ফুঁড়ে, এসব জায়গায় জোর দিতে হাবে।

- পরিশেষে কবিতা পঠন-রীতির মূল বিষয়গুলো মনে করিয়ে দিয়ে কিছু সাধারণ নির্দেশনা প্রদান করুন।

> ✦ কবিতা অনুশীলনের বিষয় যা নিয়মিত চর্চা করতে হয়
> ✦ পাঠ্যপুস্তকের সব কবিতা শিশুরা পড়বে এবং অর্থ বুঝবে
> ✦ ভাবার্থ অনুযায়ী কবিতা পাঠ হচ্ছে কি না শিক্ষক তা খেয়াল রাখবেন

- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

•

কাজ – ৩ : গদ্য পঠন-রীতির অনুশীলন সময় : ৬০ মিনিট

সহায়কের করণীয়

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, এর আগের অধিবেশনে আমরা ছড়া ও কবিতা পঠন-রীতি শিখেছি, এখন গদ্য পঠন-রীতি শিখব ও অনুশীলন করব।

- 'পঠন' কী? কথাটি স্লাইডে প্রদর্শন করুন। অংশগ্রহণকারীগণকে 'পঠন'-এর সংজ্ঞা চিন্তা করে নিজ খাতায় লিখতে বলুন।

- লেখা হয়ে গেলে প্রত্যেকের লেখার মূল অংশ বোর্ডে লিখুন এবং নিজে অথবা একজন অংশগ্রহণকারীগণকে পড়তে বলুন। ম্যানুয়ালে প্রদত্ত 'পঠন'-এর সংজ্ঞা স্ক্রিনে দেখিয়ে ব্যাখ্যা করুন।

গদ্য পঠন - আমরা যেভাবে কথা বলে ভাব প্রকাশ করি তার ভেতর একটা সহজ স্বাভাবিকতা আছে। সাহিত্যেকেরা এই স্বাভাবিক ভাষা-রীতিকে অবলম্বন করে যে সর্বজনবোধ্য ভাষা সৃষ্টি করেন তাকেই 'গদ্য' বলা হয়। 'গদ্য' এরকম সাহিত্যিক ভাষা। এই সাহিত্যিক ভাষাই নানা সৃষ্টিশীল লেখকের রচনাগুণে সমৃদ্ধ হয়ে আমাদের সাহিত্য সম্ভাবনাকে পরিপুষ্ট করে তুলেছে। প্রবন্ধ/নিবন্ধ, গল্প-উপন্যাস, নাটক/নাটিকা, রম্যরচনা, স্মৃতিকথামূলক রচনা, জীবনীমূলক রচনা- এ সবই বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ আঙ্গিক এবং বিশেষ শিল্প সৃষ্টির দাবিদার। (সি-ইন-এড প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য বাংলা, প্রকাশ-এপ্রিল, ২০০২) **গদ্য পঠন-রীতি** বিবেচ্য বিষয়ের চার্টটি স্ক্রিনে দেখিয়ে ব্যাখ্যা করুন।

✦ পরিপ্রেক্ষিত বোধগম্যতা ✦ উচ্চারণ ✦ ✦ কন্ঠস্বরের ✦ উঠানামা কন্ঠের ✦ সুর মিড় মাত্রা ✦	✦ তাল ছন্দ ✦ লয় ✦ ✦ আঞ্চলিকতা ✦ সাবলীলতা ✦ উপস্থাপনা ✦ উচ্চৈঃস্বরে পাঠ

- ৫ম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যবইয়ের' ভাবুক ছেলেটি' গল্পের পৃ. ৮৬ এর 'জগদীশ চন্দ্র এক বছর ডাক্তারি....... থেকে ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করে' অংশটুকু প্রদর্শন করুন এবং কয়েকবার পঠন-রীতি মেনে পড়ে শোনান।অংশগ্রহণকারীগণকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে এবং প্রয়োজনীয় নোট রাখতে বলুন যেন পরে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যায়।

- সহায়ক হিসেবে পড়ার পরে অংশগ্রহণকারীগণের চাহিদার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা দিন।

-
- অংশগ্রহণকারীগণকে ৫টি দলে ভাগ করুন। প্রত্যেক দলে নিম্নলিখিত গদ্য পঠনের বিষয় নির্ধারণ করে দিন এবং বলুন, পঠন কৌশলের রীতি অনুযায়ী প্রদত্ত গদ্যাংশ অনুশীলন এবং তা উপস্থাপন করতে হবে। প্রত্যেক দলে প্রয়োজনীয় পুস্তক সরবরাহ করুণ। দলগত কাজের সময় ৮ মিনিট।
- প্রত্যেক দলের অনুশীলন শেষে প্রতি দল থেকে একজনকে উপস্থাপন করতে বলুন। এবং উপস্থাপন শেষে পঠন-রীতির বিবেচ্য বিষয়ের সঙ্গে সমন্বয় করুন। কারো কোন প্রশ্ন থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করুন ।

বাবুই	বিষয়বস্তু	শ্রেণি
চড়ুই	মায়ের ভালোবাসা	প্রথম
টিয়া	শীতের সকাল	দ্বিতীয়
ঘুঘু	কুঁজো বুড়ির গল্প	তৃতীয়
ময়না	বীরশ্রেষ্ঠদের বীরগাথা	চতুর্থ
বাবুই	অবাক জলপান	পঞ্চম

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, প্রত্যেক গল্প বিষয়ের ভাবার্থ আনুযায়ী পৃথক, ফলে পঠন-রীতিও আলাদা। সেদিকে লক্ষ্য রেখে গদ্য পাঠ করতে হবে।
- প্রত্যেক দলের উপস্থাপন মন দিয়ে শুনুন। ফলাবর্তন দিন। বলুন -

✦ ছড়া ও কবিতার মত গদ্য পঠনের উচ্চারণ অনুরূপ যেমন- র, ড়, ঢ় ,ঘ, জ,ছ এসব বর্ণের উচ্চারণ শিখে যত্নের সঙ্গে করতে হবে।
✦ অনুশীলন করতে হবে নিয়মিত ও ধারাবাহিকভাবে
✦ উচ্চারণ, সুর, ছন্দ, লয়, তাল এসব গদ্য পঠনের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য।
✦ গদ্য পঠন অনুশীলন উচ্চৈঃস্বরে হবে।
✦ পঠন উন্নয়নের জন্য প্রচুর বাংলা পুস্তক পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।
✦ মনে রাখতে হবে গদ্য পঠন উন্নয়ন পড়ার মাধ্যমেই করতে হবে।

- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

চতুর্থ দিন
তৃতীয় অধিবেশন : ছড়া ও কবিতা শিখন শেখানো কৌশল

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

শিখনফল:
এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. ছড়া ও কবিতা শিখন শেখানো কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
২. ছড়া ও কবিতা শিখন শেখানো কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন, উপস্থাপন, দলগত কাজ, সিম্যুলেশন।

উপকরণ : বাংলা বই (প্রথম ও চতুর্থ শ্রেণি), কেইস স্টাডি ১ ও ২, পাঠ পর্যালোচনা ছক, পিপিটি স্লাইড।

কাজ – ১ : ছড়া ও কবিতা শিখন শেখানো কৌশল ব্যাখ্যা করা **সময় :** ৩০ মিনিট

প্রশিক্ষকের করণীয়

- অংশগ্রহণকারীদের পূর্বের অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই অধিবেশনের বিষয়ে আলোকপাত করুন।
- অংশগ্রহণকারীদের বলুন যে, এই অধিবেশনে আমরা প্রাথমিকস্তরের ছড়া ও কবিতা বিষয়ে কার্যকর শিখন শেখানো কৌশল সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করব।
- অংশগ্রহণকারীদের ৪টি দলে ভাগ হতে বলুন। দুটি দলকে **কেইস স্টাডি – ১** এবং আর দুটি দলকে **কেইস স্টাডি – ২** বিতরণ করুন। প্রত্যেক দলের একজন সদস্যকে আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য নোটবুকে লিখতে বলুন।
- একই শ্রেণি পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন নিয়ে কাজ করা দুটি দলকে একসঙ্গে বসার ব্যবস্থা করুন। নোটবুকে লিখিত তথ্য পর্যালোচনা করতে বলুন। এখন নতুনভাবে তৈরি হওয়া দুটি দলকে পোস্টার পেপার, মার্কার দিন। তথ্যের পুনরাবৃত্তি না করে নোটবুকে লেখা তথ্য নিয়ে পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন।
- দলগত কাজ উপস্থাপন করার ব্যবস্থা নিন এবং পাঠ উপস্থাপনে যদি আরও কোনো কৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে হয় তাও পোস্টার পেপারের নিচের অংশে লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। সহায়ক তথ্য ৪.৩.১ প্রদত্ত চার্টটি প্রদর্শন করে অধিবেশনে প্রস্তুতকৃত ছড়া ও কবিতা শিখন শেখানো কৌশলের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে সহায়তা করুন।
- প্রণীত তথ্য প্রশিক্ষণকক্ষের এমন স্থানে প্রদর্শন করুন যেন সকলে দেখতে পান।
- সিমুলেসনের মাধ্যমে প্রথমে ছড়া এবং পরে কবিতা শিখন শেখানো কৌশলের ওপর নিজে শেখানো অনুশীলন উপস্থাপন করুন। পুরো পাঠের পরিবর্তে বর্ণিত ধাপসমূহে করণীয় উপস্থাপন করুন এবং সিমুলেসন শেষে প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা প্রদান করুন।

কাজ – ২ : ছড়া ও কবিতা শিখন শেখানো কৌশল প্রয়োগ **সময় :** ৬০ মিনিট

প্রশিক্ষকের করণীয়

- অংশগ্রহণকারীদের পূর্বের ৪ দলে বসতে বলুন। বলুন, এখন ছড়া ও কবিতা শিখন শেখানোর ওপর পাঠ অনুশীলন করতে হবে। দলে নিম্নরূপ কাজ নির্ধারণ করে দিন।

দল	**শ্রেণি**		**বিষয় ও পরিসর**
১	প্রথম	ছড়া	ইতল বিতল (পুরো ছড়া)
২		ছড়া	ইতল বিতল (পুরো ছড়া)
৩	চতুর্থ	কবিতা	কাজলা দিদি (প্রথম পাঁচ লাইন)
৪		কবিতা	কাজলা দিদি (প্রথম পাঁচ লাইন)

- প্রত্যেক দলে পাঠ্যবই ও শিক্ষক সংস্করণ বিতরণ করুন। বলুন, শিখন শেখানো অনুশীলনের জন্য দলের একজনের খাতায় অথবা একটি কাগজে পাঠটীকা তৈরি করতে বলুন।
- দৈবচয়নে ছড়ার দল থেকে একজনকে শিক্ষক হিসেবে নির্বাচন করুন এবং পাঠ উপস্থাপনে আহ্বান জনান। বলুন, 'পুরো পাঠ উপস্থাপনের পরিবর্তে শিখন শেখানোর ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে একাধিক অংশগ্রহণকারীকে এ কাজে অংশগ্রহণ করানো যাবে।'
- পাঠ উপস্থাপন শেষে ছড়া পাঠ উপস্থাপনের কৌশলের আলোকে পর্যালোচনা করতে উৎসাহিত করুন। প্রয়োজনে নিজে পাঠের কোনো নির্দিষ্ট অংশের সিম্যুলেসন করে দেখান।
- কবিতা পাঠ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে বলুন।
- এই অধিবেশন সম্পর্কে প্রশ্ন আহ্বান করুন। প্রশ্নোত্তরে ধারণা স্পষ্ট করতে সহায়তা প্রদান করুন।
- সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশনে শেষ করুন।

কেইস স্টাডি – ১

ফুলজোর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ঝুমুর চৌধুরি। ভালো শিক্ষক হিসাবে তাঁর সুনাম আছে। একদিন তিনি প্রথম শ্রেণির ছড়া পাঠ দিচ্ছিলেন। এমন সময় জনাব তানভীর আলম সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার তাঁর শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করলেন এবং শিখন শেখানো কাজে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পিছনের বেঞ্চে গিয়ে বসলেন। তিনি নীরবে শ্রেণিপাঠ পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করলেন। শিশুরাও আনন্দের সঙ্গে জবাব দিল। এরপর শিক্ষক সুন্দর একটি ছবি বোর্ডে টানিয়ে দিয়ে শিশুদের কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। শিশুরা প্রশ্নের উত্তর দিল। এভাবে শিক্ষক পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করে ছড়ার নাম 'ইতল বিতল' বোর্ডে লিখে দিলেন। শিক্ষক বাংলা পুস্তক খুলে 'ইতল বিতল' ছড়াটি শুদ্ধ উচ্চারণে কয়েকবার পড়ে শোনালেন। তারপর সবাইকে নিয়ে ছন্দের তালে তালে হাততালি দিয়ে সমবেতভাবে পড়লেন। শিশুদের ছোটো দলে ভাগ করে পড়তে বললেন। শিশুরা পড়ল। এরপর জোড়ায় পড়ালেন। কয়েকজন শিশুকে নাম ধরে সামনে ডেকে ছড়া আবৃত্তি করতে বললেন। পারগ শিশুদের জন্য উৎসাহমূলক কথা বললেন। সবাই খুশি হলো। ছড়ার শব্দের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে শব্দ বলা অনুশীলন করালেন। শিশুদের নিকট থেকে পুস্তকের বাইরের ২/১টি ছড়া শুনলেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রেণিপাঠ শেষ করলেন।

কেইস স্টাডি – ২

বিকনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক জনাব মো. আতিকুল ইসলাম একজন সহকারী শিক্ষক। তিনি একদিন চতুর্থ শ্রেণির বাংলা পুস্তকের যতীন্দ্রমোহন বাগচী রচিত 'কাজলা দিদি' কবিতার পাঠ উপস্থাপন করছিলেন। এমন সময় উপজেলা শিক্ষা অফিসার জনাব রেবা খাতুন শ্রেণিতে প্রবেশ করলেন এবং কোনো কথা না বলে শ্রেণিকক্ষের পিছনে শিশুদের বেঞ্চিতে গিয়ে বসলেন। তিনি শ্রেণি পাঠ পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। শিক্ষক শিশুদের ২/১টি প্রশ্ন করে পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিলেন। একবার নিজে কবিতাটি আবৃত্তি করে দিলেন। তারপর শিশুদের আবৃত্তি শুনলেন। শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করতে দিলেন। শিশুরা বাক্য তৈরি করল। তিনি কাজগুলো দেখলেন না। কবিতার বিষয়বস্তুর ওপর কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। তারপর বিপরীত শব্দ, শূন্যস্থান পূরণ করতে দিলেন। কাজ শেষ হয়ে গেলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রেণিপাঠ সমাপ্ত করলেন।

সহায়ক তথ্য : ৪.৩.১

শিখন শেখানো কৌশল		
ছড়া		কবিতা
✦ ছড়া সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা/ঘটনা আছে কি না তা জানতে চাওয়া সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করা ✦ ছবি বিশ্লেষণ ✦ ছড়াটি কয়েকবার আবৃত্তি করা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ✦ নিয়ে আবৃত্তি করানোঃ সমবেতভাবে, ✦ দলে, জোড়ায় ও এককভাবে ছড়াটি আবৃত্তির অনুশীলন করান ছন্দ মিলিয়ে শব্দ বলতে দেওয়া ✦ ছড়াসংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করা ✦ শিক্ষার্থীদের জানা ছড়া বলতে উৎসাহ প্রদান করা ✦ ইচ্ছেমতো ছবি আঁকার অনুশীলন। ✦		✦ অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রশ্ন করা ✦ ছবি বিশ্লেষণ ✦ কবিতার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বলা ✦ আবৃত্তি করা, আবৃত্তিকালে শব্দের উচ্চারণ অনুশীলন, অর্থ বলে দেওয়া, ✦ আবৃত্তির অনুশীলন করানো ✦ পাঠের শব্দ ধরে কবিতা পড়তে সহায়তা করা ✦ কবিতাসংশ্লিষ্ট শ্রেণিভিত্তিক ভাষিক কাজের অনুশীলন করানো

চতুর্থ দিন

চতুর্থ অধিবেশন : গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী বিষয় শেখানো কৌশল

সময় : ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট

শিখনফল :

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ:

১. গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী বিষয়ের শিখন-শেখানো কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২. গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী পাঠের শিখন-শেখানো কৌশল বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : দলগত কাজ, প্লেনারি আলোচনা, উপস্থাপন।

উপকরণ : বাংলা বই (প্রথম-পঞ্চম শ্রেণি), তথ্যপত্র।

কাজ – ১ : গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী বিষয়ের শিখন-শেখানো কৌশল ব্যাখ্যা করা **সময় :** ৩০ মিনিট

প্রশিক্ষকের করণীয়

- প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে প্রাথমিকস্তরে গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী পাঠ শিখন শেখানো কৌশলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করুন এবং নিচের ছক অনুযায়ী অংশগ্রহণকারীদের ৬ দলে বিভক্ত করুন।
- প্রতি দুটি দলকে একটি করে পাঠের ধরন প্রদান করুন এবং দলগত কাজের জন্য ছকে দেওয়া নির্দেশনামূলক প্রশ্ন স্পষ্টভাবে অংশগ্রহণকারীদের বুঝিয়ে দিন। প্রত্যেক দলকে প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করুন।

দল	পাঠের ধরন	দলীয় কাজের জন্য নির্দেশনামূলক প্রশ্নসমূহ
দল-১ ও দল-৩	গল্প	– নির্ধারিত ধরনের পাঠের জন্য শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানোর ক্ষেত্রে কী কৌশল/ধাপ/ব্যবহার করে থাকেন? – শিক্ষার্থীদের পাঠে অংশগ্রহণ করানোর জন্য কী কাজ (ভাষিক কাজ) করা হয়? – কী কী উপকরণ ব্যবহার করা হয় ও কীভাবে? – শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন মূল্যায়ন করা হয় কীভাবে?
দল-২ ও দল-৪	প্রবন্ধ	
দল-৫ ও দল ৬	কথোপকথন	

- প্রত্যেক দলকে উপস্থাপন করতে বলুন। একটি দলের উপস্থাপন শেষে অন্যান্য দলের সদস্যদের থেকে ঐ নির্ধারিত পাঠের জন্য শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা জিজ্ঞেস করুন।

- দলগত আলোচনার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে পাঠ উপস্থাপনের বিভিন্ন ধাপ বোর্ডে/চার্টে লিখুন।
- দলের অভিজ্ঞতার আলোকে গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী পাঠ শিখন শেখানোর বর্তমান কৌশল পর্যালোচনার ভিত্তিতে সহায়ক তথ্য ৪.৪.১ এর আলোকে পাঠ উপস্থাপন নির্দেশনা তৈরি করুন।

কাজ – ২ : গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী পাঠের কার্যকর শিখন শেখানো কৌশল বিশ্লেষণ করা

সময় : ৪৫ মিনিট

প্রশিক্ষকের করণীয়

- অংশগ্রহণকারীদের পূর্বের দল ঠিক রেখে প্রতিদলকে ছক অনুযায়ী নির্ধারিত পাঠ বিতরণ করুন। প্রত্যেক দলকে সহায়ক তথ্য : ৪.৪.২ প্রদান করুন।

।

দল	পাঠের ধরন	নির্ধারিত পাঠ	শ্রেণি
দল-১ ও দল-৩	গল্প	জলপরি ও কাঠুরে	দ্বিতীয় শ্রেণি
দল-২ ও দল-৪	কথোপকথন	আমি ও আমার বিদ্যালয়	প্রথম শ্রেণি
দল-৫ ও দল-৬	প্রবন্ধ	পাহাড়পুর	চতুর্থ শ্রেণি

দলগত কাজের জন্য নির্দেশনা:

- পাঠের জন্য তথ্যপত্রে প্রদত্ত শিখন শেখানো কৌশলের নিরিখে একটি আদর্শ/কার্যকর পাঠ উপস্থাপন কৌশল সম্পর্কে দলে আলোচনা করতে বলুন।
- আলোচনার ভিত্তিতে পাঠটি উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলুন।
- প্রতিদলকে পাঠ পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট (সহায়ক তথ্য : ৪.৪.২) প্রদান করুন। বলুন, পাঠ চলাকালীন অন্যান্য দলের সদস্যদের শিক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন। উপস্থাপন চলাকালীন সময়ে অন্যান্য দলের প্রত্যেক সদস্যকে পর্যবেক্ষণ চেকলিস্টও পূরণ করতে হবে।

- প্রত্যেক দলের সদস্যদের একটি গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী পাঠ উপস্থাপনের সহায়ক তথ্য বিতরণ করুন। প্রত্যেক দলকে প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করুন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করুন।
- দলীয় কাজ শেষে লটারির মাধ্যমে উপস্থাপনের জন্য (একই ধরনের পাঠের ক্ষেত্রে একজন উপস্থাপনকারী) আহ্বান করুন।
- প্রত্যেক ধরনের পাঠ উপস্থাপন শেষে পর্যবেক্ষণ চেকলিস্টের আলোকে উপস্থাপিত পাঠ সম্পর্কে অংশ্রগহণকারীদের থেকে জানতে চান।

- তিন ধরনের পাঠ (গল্প, কথোপকথন ও প্রবন্ধ) উপস্থাপন এবং এ সংক্রান্ত আলোচনা সমন্বয় করে পাঠ পরিচালনার একটি সাধারণ কাঠামো (প্রথম পর্যায়, দ্বিতীয় পর্যায় ও তৃতীয় পর্যায়) তৈরি করে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে আলোচনা করুন।
- বলুন যে, কোনো পাঠ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে আমরা একটি সাধারণ শিখন শেখানো কার্যক্রম অনুসরণ করি। পাশাপাশি পাঠের ধরন অনুযায়ী (গল্প, কথোপকথন ও প্রবন্ধ) প্রাসঙ্গিক বিশেষ কিছু শিখন-শেখানো কাজ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

পরবর্তী দিনের পাঠ উপস্থাপনের জন্য পাঠ বিভাজন ও উপস্থাপন নির্দেশনা

দল	ধরন	নির্ধারিত পাঠ	শ্রেণি	উপস্থাপনের ফোকাস
দল-১	গল্প	দাদির হাতের মজার পিঠা	দ্বিতীয়	শব্দ বিশ্লেষণ, গল্প পড়া
দল-৩		রাজা ও তার তিন কন্যা	তৃতীয়	গল্প পড়া ও শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন
দল-২	কথোপকথন	শীতের সকাল	দ্বিতীয়	নির্ধারিত পাঠ পড়া, পড়া শেষে শিক্ষার্থীদের ভাষিক কাজে অংশগ্রহণ করানো
দল-৪		স্বাধীনতা দিবসকে ঘিরে	তৃতীয়	নির্ধারিত পাঠ পড়া, পড়া শেষে শিক্ষার্থীদের ভাষিক কাজে অংশগ্রহণ করানো
দল-৫	প্রবন্ধ	বীর শ্রেষ্ঠদের বীরগাথা	চতুর্থ	নির্ধারিত শব্দ বিশ্লেষণ; প্রবন্ধ পড়া
দল-৬		মাটির নিচে যে শহর	পঞ্চম	প্রবন্ধ পড়া, বোধগম্যতা যাচাইমূলক কাজ

।

সহায়ক তথ্য : ৪.৪.১

পাঠ পরিচালনার একটি সাধারণ কাঠামো : নমুনা

পর্যায়	শিখন-শেখানো ধাপ/কাজ
প্রথম পর্যায়	প্রাসঙ্গিক আলোচনা/প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা/পাঠের বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের জীবন অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ ব্যবহার করা; ছবি বিশ্লেষণ, পাঠ ঘোষণা ইত্যাদি।
দ্বিতীয় পর্যায়	পাঠ পঠন ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পাঠ উপস্থাপন ও শিক্ষার্থীদের পাঠে সম্পৃক্ত করা।

তৃতীয় পর্যায়	শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন করা, সংশ্লিষ্ট ভাষিক কাজে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করানো, চলমান মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পাঠের শুরু থেকে শিখন অবস্থা যাচাই করা।

সহায়ক তথ্য : ৪.৪.২

বাংলা শিখন শেখানো কৌশল : গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী বিষয়

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে বাংলা বিষয়ের সকল শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা এবং শিখনফল অর্জনের মাধ্যম হিসেবে অন্যন্য বিষয়ের সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকে গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পেয়েছে গল্প, প্রবন্ধ এবং কথোপকথনের পাঠগুলো। বাংলা শিখনক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য বাংলা শিক্ষকগণকে এ বিষয়বস্তুসমূহের শিখন-শেখানো কৌশল জানা এবং শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করা অত্যন্ত জরুরি। সাধারণ গদ্যপাঠের আওতায় এ সকল পাঠের (গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথন) বৈশিষ্ট্যে রয়েছে স্বকীয়তা। বাংলা পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত এ সকল পাঠ শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো ক্ষেত্রে তাই এক দিকে যেমন গদ্যপাঠভিত্তিক সাধারণ ধাপ/পর্যায় অনুসরণ করা হয়। তেমনি এদের স্বকীয়তা বিবেচনায় শিখন শিখানো কৌশলে রয়েছে কিছু ভিন্নতা।

গল্প ও প্রবন্ধ শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার কৌশল:

পড়ার আগে

- ✦ পূর্বজ্ঞান যাচাই করা
- ✦ প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা
- ✦ ছবি বিশ্লেষণ করানো
- ✦ পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লেখা। **পড়ার সময়**
- ✦ প্রমিত উচ্চারণে পাঠটি ২/৩ বার সরবে পড়া ও শব্দে আঙুল নির্দেশ করে পড়া অনুসরণ করতে বলা
- ✦ সংশ্লিষ্ট নতুন শব্দ/যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণ করে দেখানো। নির্ধারিত অংশের সহজ বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করা
- ✦ প্রশ্ন করার মাধ্যমে পড়ার কাজ করানো। যেমন পাঠের সঙ্গে মিল রেখে/পাঠের সূত্র ধরে প্রয়োজনে প্রশ্ন করতে পারেন- এরপর কী হবে? এ অবস্থায় তুমি হলে কী করতে? পাঠ্যাংশে প্রতিটি ধাপে যাচাই করে করে সামনে এগিয়ে যেতে ও পাঠের সঙ্গে মিল রেখে উচ্চতর চিন্তা করার উপযোগী প্রশ্ন (বিশ্লেষণাত্মক, সংশ্লেষণাত্মক ও প্রায়োগিক প্রশ্ন) করা যেতে পারে। যেমন- কেন এটা/এসব হলো? বা কীভাবে হলো?
- ✦ শিক্ষার্থীদের পড়ার অনুশীলন করানো। **পড়ার পরে**
- ✦ শিক্ষক ভাষিক কাজ নির্ভর শিখন-অনুশীলনী চর্চা করানো ও পাঠের সার-সংক্ষেপ করা বা করতে বলা। **কথোপকথনধর্মী পাঠের শিখন শেখানো কৌশল:**

পড়ার আগে

- ✦ পূর্বজ্ঞান যাচাই করা
- ✦ প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা

- ছবি বিশ্লেষণ করানো
- পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দেওয়া। **পড়ার সময়**
- প্রমিত উচ্চারণে স্বরভঙ্গির ওঠানামা বজায় রেখে পড়ে শোনোনো
- শব্দে আঙুল নির্দেশ করে পড়া অনুসরণ করানো
- পাঠের বিষয়বস্তু বোঝার জন্য ২/৩ বার পড়া
- পাঠসংশ্লিষ্ট নতুন শব্দ/যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণ করানো এবং পাঠের অংশের সহজ বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করা
- প্রশ্ন করার মাধ্যমে গল্প পড়ার কাজ করানো
- প্রাসঙ্গিক কথোপকথন প্রেক্ষাপট তৈরি করা
- শিক্ষার্থীর পড়ার অনুশীলন করানো
- চরিত্র অনুযায়ী অনুশীলনদল গঠন করা এবং চরিত্র বন্টন করা। প্রত্যেককে চরিত্র অনুযায়ী নির্ধারিত অংশটুকু পড়তে বলা। চরিত্র অনুযায়ী নির্ধারিত শিক্ষার্থীদের নিয়ে কথোপকথন উপস্থাপন করতে বলা।

পড়ার পরে

- শিক্ষক ভাষিক কাজ (শব্দার্থ, বাক্যে প্রয়োগ, যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণ, বিপরীত শব্দ, শূন্যস্থান পূরণ, মিলকরণ, এক

কথায় প্রকাশ, প্রশ্নোত্তর অনুশীলন ইত্যাদি) নির্ভর শিখন-অনুশীলনী চর্চা করানো,

- পাঠের সার-সংক্ষেপ করা বা করতে সহায়তা করা।

পাঠপ্রদর্শন পর্যবেক্ষণ ছক

ছক পূরণের নির্দেশাবলি :

- প্রথমে উপস্থাপিত পাঠসংশ্লিষ্ট তথ্যাদি (পাঠের শিখনফল, উপকরণ, পদ্ধতি, সামগ্রিক পাঠ পরিকল্পনা ইত্যাদি) সম্পর্কে পর্যবেক্ষক শিক্ষকগণের নিকট থেকে জেনে নিবেন।
- উপস্থাপনকারী শিক্ষক নির্দিষ্ট পাঠ কীভাবে পরিচালনা করছেন তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পর্যবেক্ষিত পাঠের বিভিন্ন দিকসমূহ ছকের নির্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ করবেন।
- পাঠের ধরন (গদ্য, প্রবন্ধ ও কথোপকথন) অনুযায়ী উপস্থাপিত পাঠের পাঠদান কৌশল নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে পাঠ সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট দিকসমূহ সম্পর্কে নোট নিবেন।
- নির্ধারিত পাঠ পরিচালনার জন্য কোনো প্রশ্ন থাকলে তা নির্ধারিত স্থানে লিপিবদ্ধ করে রাখবেন।

।

পর্যবেক্ষকের নাম :	উপস্থাপনকারী শিক্ষকের নাম :
পর্যবেক্ষণের তারিখ :	
পাঠ উপস্থাপন শুরু :	পাঠ উপস্থাপন শেষ :

পাঠ উপস্থাপনের পর্যায়/ধাপ/কৌশল	সবলদিক	উন্নয়নের সম্ভাব্য ক্ষেত্র

সার্বিক মন্তব্যঃ

পর্যবেক্ষণকারী শিক্ষকের নামঃ

বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ

বাংলা

পঞ্চম দিন

- গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী বিষয় শেখানো কৌশল (চলমান)
- ভাষা শিখনে সম্পূরক উপকরণ
- শ্রেণিকক্ষে বাংলা বিষয়ে মূল্যায়ন
- বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তির ব্যবহার

।

পঞ্চম দিন

প্রথম অধিবেশন : গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী বিষয় কৌশল

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

শিখনফল :
অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী বিষয়ের শিখন-শেখানো কৌশল অনুশীলন করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : পাঠ প্রদর্শন, আলোচনা, দলগত কাজ ও উপস্থাপন।

উপকরণ : পূর্ববর্তী অধিবেশনের সহায়ক তথ্যসমূহ, পাঠ্যপুস্তক (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি)

কাজ – ১ : গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী পাঠ শিখন শেখানো কৌশল উপস্থাপন করা। **সময় :** ৯০ মিনিট
প্রশিক্ষকের করণীয়

- গতদিনের প্রদত্ত কাজ অনুযায়ী অংশগ্রহণকারীদের দলে আলোচনা ও পাঠ উপস্থাপনে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য ১৫ মিনিট সময় প্রদান করুন। ঘুরে ঘুরে দলগতকাজ পর্যবেক্ষণ করুন,

- পাঠ উপস্থানের জন্য লটারির মাধ্যমে উপস্থাপনকারী নির্বাচন করুন। নির্বাচিত অংশগ্রহণকারীদের উপস্থাপনের জন্য আহ্বান করুন। কয়েকজন অংশগ্রহণকারীকে শিক্ষার্থীর ভূমিকায় থাকার জন্য নির্বাচন করে দিন। অন্যদের পাঠ পর্যবেক্ষণ করে প্রদত্ত চেকলিস্টে অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করতে বলুন।

- উপস্থাপন শেষে পর্যবেক্ষণকৃত তথ্যের ভিত্তিতে উপস্থাপিত পাঠ বিশ্লেষণ করতে বলুন। অধিকতর কার্যকরভাবে উপস্থাপনের জন্য নিচের গাইডিং প্রশ্নের নিরিখে সম্ভাব্য দিকসমূহ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করুন, - উপস্থাপিত পাঠে প্রত্যাশিত শিখন শেখানো কৌশল কতটা প্রতিফলিত হয়েছে?
    - উপস্থাপিত পাঠে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? - উপকরণ ব্যবহারের প্রক্রিয়া কী ছিল? প্রক্রিয়াটি কতটা কার্যকর হয়েছে?
    - পাঠ অংশগ্রহণমূলক করার ক্ষেত্রে উপকরণকে কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে?
    - শিক্ষর্থীর শিখন মূল্যায়ন করা হয়েছে কীভাবে? বিভিন্ন শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা, শিখন ধরন ইত্যাদি কীভাবে শিখন শেখানো কৌশলে প্রতিফলিত হয়েছে?
    - পাঠটি কার্যকরভাবে উপস্থাপনে কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে?

- প্রতিদল থেকে লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত একজন করে সদস্যকে পাঠ উপস্থানের জন্য আহ্বান করুন। এক ধরনের পাঠ যেমন 'গল্প' উপস্থাপন ও পর্যালোচনার পর পরবর্তী দল হিসেবে অন্য ধরনের পাঠ যেমন 'প্রবন্ধ' বা 'কথোপকথন' উপস্থাপনের জন্য দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচন করুন।

- পাঠ উপস্থাপনের জন্য প্রতিদল থেকে একজন বা প্রতি ধরনের পাঠ (গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথন) থেকে একজন/দুইজন করে পাঠ উপস্থাপন করতে বলুন।

- অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের সক্ষমতা উন্নয়নে কীভাবে কাজে লাগাবে- সে সম্পর্কে আলোচনা করুন।

পঞ্চম দিন

দ্বিতীয় অধিবেশন : ভাষা শিখনে সম্পূরক উপকরণ

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

শিখনফল:

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. ভাষা শিখনে সম্পূরক উপকরণের প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবেন।

২. ভাষা শিখনে নমুনা সম্পূরক উপকরণ উন্নয়ন করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : প্রদর্শন, আলোচনা, দলগত কাজ ও উপস্থাপন।

উপকরণ : প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যবই, প্রথম শ্রেণির উপযোগী গল্পের বই (এনসিটিবি অনুমোদিত), সহায়ক তথ্য।

কাজ – ১ : ভাষা শিখনে সম্পূরক উপকরণের প্রয়োজনীয়তা বলা **সময় :** ৩০ মিনিট

প্রশিক্ষকের করণীয়

- অংশগ্রহণকারীদের ৪ দলে ভাগ হয়ে বসার ব্যবস্থা করুন। প্রত্যেক দলের একজন সদস্যকে একটি সাদা কাগজ দিন। বলুন, নিদের্শনা মোতাবেক দলের নির্দিষ্ট সদস্য অন্যান্য সকলের মতামত লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- হোয়াইট বোর্ডে বড় করে **ক ন ম** বর্ণ তিনটি লিখুন। তার নিচে সকল **কার** চিহ্নগুলো লিখুন। অংশগ্রহণকারীদের পরস্পর আলোচনা করে শুধুমাত্র বর্ণিত তিনটি বর্ণ ও কারচিহ্ন ব্যবহার করে ঠিক ২ মিনিটের মধ্যে কতগুলো শব্দ লিখতে পারেন তার প্রতিয়োগিতার ব্যবস্থা করুন। প্রয়োজনে নিম্নরূপ উদাহরণ দিন – কাক, কামান, নাক, মামা ইত্যাদি।
- ২ মিনিট পর প্রত্যেক দল কতগুলো শব্দ লিখেছেন তা সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে নিশ্চিত হোন। এক্ষেত্রে সংখ্যার চেয়ে সঠিক শর্ত মেনে লেখা হয়েছে কি না তা বিবেচনায় আনুন।
- দল ঠিক রেখে শব্দ লেখা তালিকাটি নিয়ে কাজ করতে হবে তা বলুন। এবার অংশগ্রহণকারীদের দলে প্রণীত শব্দ তালিকা থেকে শব্দ নিয়ে কত ঘলো বাক্য লেখা যায় তার প্রতিযোগিতা আহ্বান করুন। বলুন, তালিকায় নেই এমন শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। সময় ২ মিনিট নির্ধারণ করে দিন।
- ২ মিনিট পর দল থেকে তৈরি বাক্য উপস্থাপন করতে বলুন। বাক্যগুলোতে বাক্যে বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে কি না তা যাচাই করুন।
- এবার নিম্নরূপ প্রশ্ন আহ্বান করুন –

- এই কার্যক্রমের সুফল কী ?
- এই কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কোন ভাষাদক্ষতা উন্নয়ন হবে বলে আশা করা যায়?
- বাংলা পাঠ্যপুস্তকে এমন কাজের নির্দেশনা আছে কি না?
- শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা উন্নয়নের সঙ্গে এই কাজটি কতটা প্রাসঙ্গিক?

- উপরিউক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তরের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে সম্পূরক উপকরণ এবং এর প্রয়োজনীয়তা কী – প্রশ্নটি লিখে দিয়ে এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে একটি করে তথ্য বলতে বলুন। মাইন্ড ম্যাপিংয়ের অনুরূপে তা বোর্ডে লিখুন।
- তথ্যপত্রের সহায়তায় সম্পূরক উপকরণ ও ভাষা শিখনে সম্পূরক উপকরণের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করুন এবং অংশগ্রহণকারীদের দেওয়া তথ্যের সঙ্গে সমন্বয় করে ব্যাখ্যা করুন।

কাজ – ২ : ভাষা শিখনের সম্পূরক কার্যাবলির উন্নয়ন করা **সময় :** ৬০ মিনিট

প্রশিক্ষকের করণীয়

- সহায়ক তথ্য ৫.২.১ বর্ণিত সম্পূরক সামগ্রীর ধরন প্রদর্শন করে এর মধ্য থেকে ১, ৩, ৪, ১০ নম্বর সম্পূরক কাজের একটি করে কাজ পূর্বের দলে বিতরণ করুন।
- সম্পূরক কাজের প্রেক্ষিত বিবেচনা করে দলগত আলোচনার মাধ্যমে সম্পূরক কার্যাবলি তৈরি করতে বলুন। এর জন্য সময় নির্ধারণ করে দিন।
- দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। শেষে বলুন, এই কাজের অনুকরণে আমরা বাংলা পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুর আলোকে শিক্ষার্থীদের সম্পূরক উপকরণ তৈরি ও ব্যবহার করতে পারব।

সহায়ক তথ্য : ৫.২.১

ভাষা শিখনে সম্পূরক উপকরণ ভাষা শিখনে সাধারণত যে সব উপকরণ ব্যবহার করা হয় সেগুলো হচ্ছে- ছবি, চার্ট বা মডেল। এগুলো পাঠের উপস্থাপন, অনুশীলন ও মূল্যায়ন- এই তিন পর্যায়েই ব্যবহার করা যায়। এছাড়াও বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কিছু সম্পূরক
উপকরণ রয়েছে যেমন- ভাষাখেলা ও সম্পূরক পঠন সামগ্রী।

কোনো পাঠের শিখনফলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পকর্কযুক্ত এমন কিছু আনন্দদায়ক খেলাধর্মী কাজ যা পাঠ্যপুস্তকে নেই তাদেরকেই মূলত সম্পূরক কাজ বলা যায়। আর এই কাজগুলো সম্পাদনের জন্য শিক্ষককে যেসব সৃজনশীল উপকরণ ব্যবহার করতে হয় তাই সম্পূরক উপকরণ। এ উপকরণগুলো শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জনে অত্যন্ত সহায়ক। বিষয়বস্তুর ধরন অনুযায়ী এগুলো পাঠ উপস্থাপনের যেকোনো পর্যায়ে ব্যবহার করা যায়। ভাষাদক্ষতা অর্জনে এই উপকরণগুলো কার্যকর ভূমিকা পালন করে। নিচে সম্পূরক উপকরণের প্রয়োজনীয়তা দেওয়া হলো- শিক্ষার্থীর-

- চাহিদা অনুযায়ী শিখনের সুযোগ সৃষ্টি করে
- শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধি করে
- ব্যাকরণগত জ্ঞানের প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে
- চিন্তাশক্তি প্রসারিত করে
- মুখস্থ করার প্রবণতা হ্রাস করে
- সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করে
- সক্রিয়তা বৃদ্ধি করে
- আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়
- আনন্দায়ক শিখন নিশ্চিত করে
- সহযোগিতার মনোভাব বাড়িয়ে দেয়
- ভাষাদক্ষতা অর্জনের মূল্যায়নে সহায়তা করে।

ক. ভাষা শিখনে কতিপয় সম্পূরক কাজের উদাহরণ

১। বর্ণ জুড়ে শব্দ তৈরি করা।

প্রেক্ষিত : শিক্ষার্থীদের সকল স্বরবর্ণ ও **ক** থেকে **ঙ** পর্যন্ত বর্ণ শেখানো হয়েছে। বর্ণ জুড়ে শব্দ তৈরির কাজ (বলা ও লেখা) করতে দিন।

উদাহরণ :

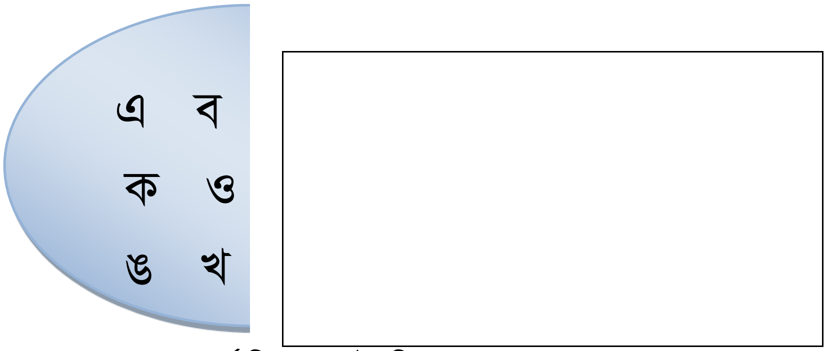

২। এলোমেলোভাবে সাজানো বর্ণ দিয়ে শব্দ তৈরি করা

হ ং শি –

র দে শে –

র বে ভো লা –

ৎ কা র শ ল –

মা আ শ র দে দে –

৩। নির্দিষ্ট বর্ণ ও কারচিহ্ন ব্যবহারে বাক্য তৈরি করে লেখা ও পড়া

প্রেক্ষিত : শিখন শেখানো কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সকল স্বরবর্ণ এবং **ক** থেকে **ঞ** পর্যন্ত বর্ণগুলো শিক্ষার্থীরা শনাক্ত করতে পারে এবং লিখতে পারে। পাশাপাশি শিক্ষক আ (া) কার-চিহ্ন চিনেছে এবং বর্ণের সঙ্গে আ (া) কার-চিহ্নযুক্ত করে শিক্ষার্থীদের পড়তে পারার চর্চা করিয়েছেন। বর্ণিত শর্ত মেনে একটি পঠন উপকরণ তৈরি করুন।

৪। নির্দিষ্ট যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন শব্দ লেখা ও পড়া

প্রেক্ষিত : প্রথম শ্রেণির বাংলা বইয়ে **সাত দিনের কথা** গল্পে নিচের পাঠটি পড়ানো হয়েছে।

সাত দিনে এক **সপ্তাহ**। দিনগুলোর সাতটি নাম। **ট্রেনের** সামনে বসে আছে অভি। অভির কাছে দিনগুলোর নাম শুনি। সাত দিনে কত কাজ করি আমরা। কখনও পড়ি, কখনও খেলি। কোনো দিন একেবারে ছুটি। ছুটির দিনে আরাম করি। অভি শনিবার বাগানে পানি দেয়। রবিবার গান শোনে। সোমবার ছবি আঁকে। **মঙ্গলবার** সাইকেল চালায়। বুধবার মাঠে খেলতে যায়। **বৃহস্পতিবার** ছড়ার বই পড়ে। **শুক্রবার** কাগজ কেটে ফুল বানায়। অভি ছুটির দিনে টেলিভিশন দেখে।

পাঠটিতে যে সকল যুক্তব্যঞ্জন (**প্ত ট্র/ক্র ঙ্গ স্প**) ব্যবহার করা হয়েছে উক্ত যুক্তব্যঞ্জন দিয়ে গঠিত নতুন শব্দ ব্যবহান করে একটি সমমানের গল্প তৈরি করি।

৫। শব্দসিঁড়িঃ

খেলার পরিকল্পনা-

- শিক্ষার্থীর শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধির জন্য পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে খেলাটি শুরু করুন
- যেকোনো একজন শিক্ষার্থীকে একটি শব্দ বলতে বলুন
- শব্দের শেষ বর্ণ দিয়ে অন্য একজন শিক্ষার্থীকে একটি শব্দ বলতে বলুন
- শব্দ বলার আগে সতর্ক থাকতে বলুন, যেন পূর্বের শব্দের শেষ বর্ণটি পুনরায় নতুন শব্দের শেষ বর্ণ না হয়।
- এমনটি হলে খেলা শেষ হয়ে যাবে তা বলে দিন
- সকলের অংশগ্রহণে খেলাটি চলমান রাখতে চেষ্টা করুন।

বা	তা	স			
		বু			
		জ	ল		
		তা	লা		
			উ	র্ব	র
					স

৬। বাক্য তৈরিঃ

খেলার পরিকল্পনা-

- একটি শব্দ দিয়ে একাধিক বাক্য তৈরি করতে দিন
- অসম্পূর্ণ বাক্য সম্পূর্ণ করতে দিন

- বাম পাশের সঙ্গে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করে বাক্য তৈরি করতে দিন
- এলোমেলো শব্দ সাজিয়ে বাক্য লেখা ও পড়া

৭। শব্দজাল

খেলার পরিকল্পনা-

- বোর্ডে বা পোস্টার পেপারে বর্ণিত ছকের মতো কোনো ফুল/ফল/পাখির নাম বৃত্তের মাঝখানে লিখুন
- নিজ নিজ খাতায় প্রদর্শিত ছকটি এঁকে বৃত্তের চারপাশে শিক্ষার্থীর জানা ফুল/ফল/পাখির নাম লিখতে বলুন (বি.দ্র. বৃত্তের চারপাশে ফুল/ফল/পাখির ছবি দিয়েও শিক্ষার্থীদের নাম লিখতে সহায়তা করা যায়)

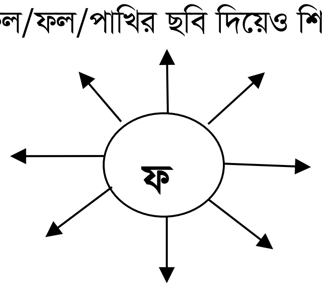

৮। ধারাবাহিকভাবে গল্প বলা

প্রেক্ষিত : শ্রেণিতে **কুঁজোবুড়ির গল্প** পড়ানো শেষে শিক্ষার্থীদের দিয়ে শিক্ষক একটি নতুন গল্পের অবতারণা করতে চেয়েছেন।

৯। ছবি দেখে বলা ও লেখা

ছবি সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখ।

১০। বাক্য সাজিয়ে গল্প লেখা

প্রেক্ষিত : গল্পের বাক্যগুলো এলোমেলো করে লেখা রয়েছে। বাক্যগুলো সাজিয়ে গল্পটি লিখতে হবে।

ওরা দুইজনেই গ্রামের স্কুলে পড়ে। বৈশাখি মেলা। ওই গ্রামেই আরিফের বাড়ি। ওদের বাবা-মা সঙ্গেই যাবেন। গ্রামের নাম হাশিমপুর। আরিফের ছোট বোনের নাম রেবেকা। পাশের গ্রামেই মেলা বসেছে। ওরা আজ মেলায় যাবে।

১১। সম্পূরক পঠন সামগ্রী

আমরা সাধারণত শ্রেণিকক্ষে পাঠ্যবই ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু শিশুরা বিভিন্ন ধরনের সম্পূরক পঠন সামগ্রী পড়ার মাধ্যমে অধিক উপকৃত হতে পারে। কল্পকাহিনি বা বাস্তবধর্মী উভয় ধরনের পঠন সামগ্রী দিয়েই শুরু হতে পারে শিশুর পড়ার যাত্রা। উল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের সম্পূরক পাঠ সামগ্রীর বিষয়বস্তুগুলো নিচে দেওয়া হলো। যেমন-

কাল্পনিক গল্প বা উপন্যাস, পৌরাণিক কাহিনি, উপকথা লোককাহিনি, রূপকথা, কবিতা, নাটক (অভিনয় করা যায় এমন পাণ্ডুলিপি) ইত্যাদি।

আবার বাস্তবধর্মী গল্প/প্রবন্ধ বা তথ্যমূলক লেখা, সংবাদপত্রের প্রবন্ধ, পত্রিকার লেখা, তথ্যভিত্তিক বই, সাধারণ জ্ঞান, জীবনকাহিনি, মনীষীর জীবনী, বক্তৃতা, কবিতা ইত্যাদিও শিশুদের পাঠ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

নিয়মিত পাঠ অভ্যাস হলো কার্যকর শিখন শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার একটি মৌলিক উপাদান। নিয়মিত পড়া চর্চা ও বার বার বিভিন্ন ধরনের পড়ার মাধ্যমে শিশুরা পড়ার অভিজ্ঞতা অর্জনে লাভবান হয়।

বিদ্যালয়ে যেসব শিশু এখনও সাবলম্বীভাবে পড়তে পারে না তাদের পড়তে শেখানোর দায়িত্ব শিক্ষকের। ওপরের শ্রেণির বা একই শ্রেণির যে-সকল শিশু সাবলম্বী পড়ুয়া বা স্বাধীন পাঠক তারা কম পড়তে পারা শিশুদের সহায়তা করতে পারে। সরব পাঠ ছাড়াও সাবলম্বীভাবে পড়ার মাধ্যমেও শিশুর পড়তে শেখার বৃদ্ধির সুযোগ ঘটে। শিশুর পছন্দমতো বই পড়তে দিলে শিশুরা পড়ায় উদ্বুদ্ধ হয় এবং পড়ার ক্ষেত্রে তাদের আগ্রহ বাড়ে। এক্ষেত্রে শিশুর পড়ার সক্ষমতার স্তরভিত্তিক সম্পূরক পঠন সামগ্রী কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

পঞ্চম দিন

তৃতীয় অধিবেশন : শ্রেণিকক্ষে বাংলা বিষয়ে মূল্যায়ন

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **শিখনফল :** এই অধিবেশন

শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১.শ্রেণিকক্ষে বাংলা বিষয়ে মূল্যায়নের কৌশল অনুশীলন করতে পারবেন।

২. শ্রেণিকক্ষে বাংলা বিষয়ে মূল্যায়নের পর ফলাবর্তন প্রদান করতে পারবেন। **পদ্ধতি ও**

কৌশল : আলোচনা, একক কাজ, দলীয় কাজ, উপস্থাপন।

উপকরণ : পিপিটি ও তথ্যপত্র।

কাজ – ১ : শ্রেণিকক্ষে বাংলা বিষয়ে মূল্যায়নের কৌশল অনুশীলন **সময় :** ৬০ মিনিট **প্রশিক্ষকের করণীয়**

- বলুন, শ্রেণিকক্ষে বাংলা বিষয়ে মূল্যায়নের কৌশল অনুশীলন করব। এই অনুশীলনে আমরা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রণীত মূল্যায়ন নির্দেশিকায় বর্ণিত প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির ভাষাদক্ষতা শোনার মূল্যায়নের ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, মূল্যায়নের টুলস ও উদাহরণ ব্যবহার করব। অনুশীলনের সময় পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি কাজ নোট রাখতে হবে। নিজেও নোট রাখুন।
- প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির **ভাষাদক্ষতা শোনার (সারণি- ১)** মূল্যায়নের ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, মূল্যায়নের টুলস ও উদাহরণ (ক) বুঝিয়ে দিন। ভাষদক্ষতা শোনার উদাহরণ (ক-১) অনুশীলন করে দেখান।

- ক- ২ থেকে গ- ১ পর্যন্ত উদাহরণ চার দলে আলোচনা করে এককভাবে একেকটি করে দেখাতে বলুন।
- অনুরূপভাবে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির **ভাষাদক্ষতা বলা (সারণি- ২)**, প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির **ভাষাদক্ষতা পড়ার (সারণি- ৩)** ও প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির **ভাষাদক্ষতা লেখার (সারণি- ৪)** মূল্যায়নের ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, মূল্যায়নের টুলস ও উদাহরণ (ক) বুঝিয়ে দিয়ে প্রথম উদাহরণটি অনুশীলন করে দেখান এবং অন্যগুলো দলে আলোচনা করে এককভাবে একেকটি করে দেখাতে বলুন। প্রত্যেকের উপস্থাপন নিশ্চিত করুন।
- দৈবচয়নে কয়েকজনের পর্যবেক্ষণকৃত নোটবুকে লিখিত উদাহরণ/কাজের অংশ বলতে বলুন ও অন্যদের মিলাতে বলুন। নিজের নোটের সঙ্গে মিলিয়ে সমন্বয় করুন,
- প্রশ্ন করুন, শ্রেণিকক্ষে বাংলা বিষয়ে মূল্যায়ন আমরা কীভাবে করতে পারি? কয়েকজনের উত্তর বোর্ডে লিখে পরের কাজটি করতে আহ্বান জানান।

কাজ – ২ : শ্রেণিকক্ষে বাংলা বিষয়ে মূল্যায়নের পর ফলাবর্তন প্রদান **সময় :** ৩০ মিনিট **প্রশিক্ষকের করণীয়**

- বর্ণ, শব্দ, বাক্য বলা/লেখার সময় উচ্চারণ/বানান/কাঠামোগত কী কী ভুল হয়েছে? তা বলতে বলুন;
- একজনকে তা বোর্ডে লিখতে বলুন। যেকোনো একটি বেছে নিন ও নিয়ম মেনে ফলাবর্তন দিন।
- একইভাবে চিহ্নিত ভুলগুলো জোড়ায় আপনার অনুকরণে ফলাবর্তন দিতে বলুন।

তথ্যপত্র

সারণি ১: বাংলা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

শ্রেণি: ১ম -৩য় **ভাষাদক্ষতা: শোনা**

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ

ক. বিভিন্ন রকম ধ্বনি ও শব্দ শুনে আলাদা করতে পারা। খ. মনোযোগ, ধৈর্য সহকারে শুনতে পারা গ. শুনে বুঝতে পারা • ক শুধু ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য। • খ ও গ সকল শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য।	**১ম** থেকে ৩য় শ্রেণির শিশুর শোনা দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য যে-সকল বিষয় বিবেচনা করতে হবে তা হলো- ক. শিশু বিভিন্ন রকম শব্দ শুনে ধ্বনি আলাদা করতে পারছে কি না এবং শিশু বিভিন্ন রকম বাক্য শুনে শব্দ আলাদা করতে পারছে কি না খ. শিশু মনোযোগ সহকারে শুনছে কি না এবং শিশু ধৈর্য সহকারে শুনছে কি না গ. শিশু শুনে বুঝতে পারছে কি না	মৌখিক পর্যবেক্ষণ ও লিখিত	ক. মৌখিক চেকলিস্ট: বর্ণ/শব্দ/বাক্য তালিকা যেমন শব্দ তালিকা- অজ, আম, অলি, ইলিশ খ. পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট: আদেশমূলক বাক্য, যেমন দাঁড়াও, এগিয়ে এসো ছড়া আবৃত্তি যেমন, আতা গাছে তোতা পাখি গ. প্রশ্নপত্র বা চিত্র: প্রশ্ন তালিকা যেমন, রাজার কয়জন কন্যা ছিল? তার ছোট কন্যার নাম কী? বড় কন্যা তাকে কী রকম ভালোবাসে?	**ক-১**. শিক্ষক কোনো ধ্বনি/বর্ণ/শব্দ/বাক্য সঠিক উচ্চারণে বলবেন অথবা সিডি হতে শোনাবেন। শিক্ষার্থী তা শুনে সঠিকভাবে লিখতে বা বলতে পারল কি না শিক্ষক তা যাচাই করে মূল্যায়ন করবেন। **ক-২:** কার-চিহ্নযুক্ত শব্দ যেমন কাকা, খুকু, নানি ইত্যাদি শব্দ বোর্ডে লিখে শিক্ষার্থীদের নিকট হতে কার-চিহ্ন পৃথক করতে বলবেন। **খ-১:** শিক্ষক কোনো একটি ছড়া নিজে এক লাইন বাদ দিয়ে পড়বেন। শিক্ষার্থীরা তার এই ইচ্ছাকৃত ভুল ধরতে পারলে বুঝতে পারা যাবে তাদের মনোযোগ ছিল। **খ-২:** শিক্ষক নিজে অথবা কোনো শিক্ষার্থীকে দিয়ে একটি ছড়া আবৃত্তি করবেন অথবা করাবেন। এ সময় অন্য শিক্ষার্থীরা তা শুনে কী ধরনের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করছে শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করবেন। **খ-৩:** পাঁচ/ছয়জনের গ্রুপ করে চেইন ড্রিলের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে পরের লাইন আবৃত্তি করতে বলবেন। এতে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ও ধৈর্যসহ শোনার দক্ষতা যাচাই করা যাবে। এখানে নম্বর প্রদান মুখ্য নয় বরং কোনো গ্রুপ বা গ্রুপের কোনো সদস্য আবৃত্তি করতে না পারলে তাকে পুনরায় চর্চার সুযোগ দিয়ে শোনা দক্ষতা অর্জন করাতে হবে। **গ-১ :** শিক্ষক নিজে অথবা শিক্ষার্থীদের দ্বারা কিংবা অডিও-ভিডিও টুল ব্যবহার করে একটি শ্রুতি সকল শিক্ষার্থীদের শুনিয়ে তারা কী বুঝলো তা শিক্ষার্থীদের লিখতে দিয়ে, কিংবা বলতে দিয়ে শুনে বুঝতে পারার দক্ষতা যাচাই করতে পারেন। শিক্ষক বিভিন্ন রকম ধ্বনি উচ্চারণ করবেন; যেমন, মা-মা-মা; শিক্ষার্থীরা সহপাঠীদের মধ্যে কার নাম 'মা' ধ্বনি দিয়ে শুরু (মায়েশা, মামুন) বলবে/লিখবে। -একই উদাহরণ হতে বলা, পড়া ও লেখা দক্ষতাও যাচাই করা যেতে পারে।

সারণি ২: বাংলা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

শ্রেণি : ১ম - ৩য় **ভাষাদক্ষতা : বলা**

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ

ক. স্পষ্টতা, শুদ্ধতা, প্রমিত উচ্চারণ, খ. শ্রবণযোগ্যতা, সঠিক ছন্দে কথোপকথন, গ. প্রশ্ন করা, অনুভূতি ব্যক্ত করা, বর্ণনা করা ঘ. বাচনভঙ্গি ঙ. প্রাসঙ্গিকতা ক - ঘ ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য। ঙ শুধু ৩য় শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য।	১ম থেকে ৩য় শেণির শিক্ষার্থীর বলা দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য যে-সকল বিষয় বিবেচনা করতে হবে তা হলো- ক. শিক্ষার্থী স্পষ্ট, শুদ্ধ, প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে কি না, খ. শ্রবণযোগ্য স্বর এবং সঠিক ছন্দে উচ্চারণ করতে পারছে কি না, শ্রেণি কার্যক্রমে কথোপকথনে অংশ নিচ্ছে কিনা, গ. শিক্ষার্থী প্রশ্ন করছে কি না, অনুভূতি ব্যক্ত করতে এবং কোনো বিষয় বর্ণনা করতে পারছে কি না, ঘ. তার বাচনভঙ্গি যথাযথ কি না, ঙ. বলার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখছে কি না।	মৌখিক পর্যবেক্ষণ ও লিখিত	নির্দেশনা/চেকলিস্ট: বর্ণ তালিকা যেমন: অ, আ, ই, ঈ শব্দ তালিকা যেমন: অজ, আম, ইলিশ, অলি বাক্য তালিকা যেমন: অজ আসে, আম খাই খ. পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট: নির্ধারিত ছড়া বা গল্পের অংশবিশেষ গ. প্রশ্নপত্র, চিত্র	**ক-১:** শিক্ষক প্রমিত উচ্চারণে এক বা একাধিক বর্ণ/শব্দ/বাক্য বলবেন এবং শিক্ষার্থীরা তা শুনে বলবে। **ক-২:** শিক্ষার্থী নিজের বা চারপাশের কোনো বিষয় সম্পর্কে বলবে। খ. শিক্ষার্থী কবিতা সঠিক উচ্চারণ ও ছন্দে আবৃত্তি করবে এবং শিক্ষক তার অনুভূতি ও বাচনভঙ্গি পর্যবেক্ষণ করবেন। **গ-১:** শিক্ষক কোনো পাঠ্যাংশ পড়তে দিয়ে তার উপরে কিছু নির্ধারিত প্রশ্ন করবেন এবং শিক্ষার্থী জবাব দেবে। এভাবে তার বলা দক্ষতা মূল্যায়ন করা হবে। **গ-২:** শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের চার্ট/চিত্র উপস্থাপন করে শিক্ষার্থীদের সে সম্পর্কে বলতে বলবেন। (একই কার্যক্রম দিয়ে একাধিক দক্ষতা যাচাই করা যেতে পারে।)

সারণি ৩: বাংলা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

শ্রেণি: ১ম - ৩য় **ভাষাদক্ষতা: পড়া**

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
ক. ডিকোডিং (পাঠোদ্ধার) খ. শব্দকোষ/শব্দ ভাণ্ডার (Vocabulary) গ. ব্যাকরণ ঘ. পড়ে বুঝতে পারা	১ম থেকে ৩য় শেণির শিশুর পড়া দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য যে সকল বিষয় বিবেচনা করতে হবে তা হলো- ক. শিক্ষার্থীর পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু বা এর সমমানের বিষয় সরবে বানান করে সঠিক উচ্চারণে পড়তে পারছে কি না এবং নীরবে পড়ে তার মূল বিষয়/ভাবার্থ জানতে ও বুঝতে পারছে কি না। খ. শিক্ষার্থীর পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু বা এর সমমানের বিষয় নীরবে পড়ে শব্দ/বাক্যের অর্থ জানতে পারছে কি না। গ. শিক্ষার্থীরা পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু বা এর সমমানের বিষয়বস্তু পড়ে এর বাক্যগঠন	মৌখিক পর্যবেক্ষণ ও লিখিত	ক. মৌখিক মূল্যায়ন নির্দেশনা/ চেকলিস্ট : নির্ধারিত পাঠ্যাংশ যেমন, বাগানের চারপাশে বেড়া--------- সাদা ফুল ঝরে পড়ে। খ. পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট : নির্ধারিত পাঠ্যাংশ যেমন- বাগানের চারপাশে বেড়া --- ----- সাদা ফুল ঝরে পড়ে। গ. পশ্নপত্র, চিত্র : বিপরীত শব্দ যেমন : মা, ধনী, রাত সমার্থক -শব্দ: যেমন চাঁদ, ধরণি	ক. শিক্ষক শিক্ষাথীদের পাঠ্যপুস্কের নির্ধারিত কোনো পাঠ্যাংশ/পড়তে দেবেন এবং তার ওপর মৌখিক বা লিখিত প্রশড়ব করবেন। শিক্ষার্থী সে প্রশেড়বর মৌখিক/লিখিত জবাব প্রদান করবে। খ. শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের কোনো পাঠ্যাংশ/ সমমানের বই পড়তে দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিভিনড়ব গ্রুপে ভাগ করবেন। তারা পরস্পর প্রশ্ন করবে ও উত্তর দেবে এবং শিক্ষক বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করবেন। গ. শিক্ষক পাঠ্যপুস্তক থেকে কয়েকটি শব্দ বোর্ডে লিখে দিয়ে শিক্ষার্থীদের এর অর্থ/বিপরীত শব্দ/সমার্থক শব্দ/বাক্য রচনা করতে বলবেন। শিক্ষার্থী মৌখিক বা লিখিতভাবে উত্তর দিবে। একই কার্যক্রম দিয়ে অন্যান্য দক্ষতার যাচাই করা যেতে পারে।

সারণি ২.৪: বাংলা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

শ্রেণি: প্রথম থেকে পঞ্চম **ভাষাদক্ষতা: লেখা**

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
ক. এনকোডিং খ. স্পষ্ট ও সঠিক আকৃতিতে লেখা গ. শব্দকোষ/ শব্দ ভাণ্ডার (শুদ্ধ বানান, সঠিক শব্দ) ঘ. ব্যাকরণ/ভাষিক কাজ ঙ. প্রাসঙ্গিকতা চ. ধারাবাহিকতা ★ক - ঘ পর্যন্ত সব শেণির জন্য প্রযোজ্য। ঙ ও ★চ ৩য় শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য।	ক. শিক্ষার্থী পৃথক পৃথক ধ্বনি ব্যবহার করে শব্দ তৈরি করতে পারছে কি না। যে বিষয়ে লিখবে/ লিখতে দেওয়া হবে সে বিষয় লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারছে কি না। খ. বর্ণ ও সংখ্যা পড়ে শিক্ষার্থীরা লিখতে পারছে কি না। গ. শিক্ষার্থীরা লেখাতে বিষয়- সংশ্লিষ্ট শব্দ ব্যবহার করতে পারছে কি না। ঘ. কর্তা, ক্রিয়ার ধারাবাহিকতা এবং ব্যাকরণ ঠিক রেখে বাক্য লিখতে পারছে কি না। ঙ. শিক্ষার্থী যে বিষয়ে লিখবে/লিখতে দেওয়া হবে তা প্রাসঙ্গিকভাবে লিখতে পারছে কি না। চ. শিক্ষার্থী যে বিষয়ে লিখবে/লিখতে দেওয়া হবে তা ধারাবাহিকভাবে লিখতে পারছে কি না।	লিখিত মৌখিক ও পর্যবেক্ষণ	ক. মৌখিক মূল্যায়ন নির্দেশনা/ চেকলিস্ট: নির্ধারিত বিষয় যেমন, আমার মা। খ. পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট: শব্দ তালিকা যেমন, আম, ঈগল, উট গ. পশ্নপত্র, চিত্র: পাঠ্য বইয়ের নির্ধারিত পাঠ্যাংশ বা চিত্র	ক. শিক্ষার্থীকে তার চারপাশের পরিবেশ হতে নির্ধারিত বিষয় বলে বা বোর্ডে লিখে দিয়ে সে সম্পর্কে কিছু লিখতে দিয়ে মূল্যায়ন করবেন। খ. শিক্ষক বর্ণ/শব্দ/বাক্য সঠিক উচ্চারণে বলবেন, শিক্ষার্থী তা লিখবে এবং শিক্ষক সার্বিক বিষয় পর্যবেক্ষণ করবেন। খ-১: শিক্ষক ছবি প্রদর্শন করবেন এবং শিক্ষার্থী তার ওপর কয়েক লাইন লিখবে। খ-২. একই/ভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন দলে শিক্ষার্থীদের বিভক্ত করে প্রত্যেককে কিছু লিখতে বলবেন। একদল অপর দলের মূল্যায়ন করবে এবং শিক্ষক বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবেন। গ. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কোনো একটি পাঠ্যাংশ/চার্ট/চিত্র উপস্থাপন করে তার উপরে কিছু লিখতে বলবেন। শিক্ষক প্রাসঙ্গিকতা ও ধারাবাহিকতা যাচাই করবেন। একই কাজের মাধ্যমে একাধিক দক্ষতা যাচাই করা যেতে পারে।

পঞ্চম দিন

চতুর্থ অধিবেশন : বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তির ব্যবহার

সময় : ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট **শিখনফল**

:

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তির ব্যবহার পর্যালোচনা করতে পারবেন।

২. বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : দলগত কাজ, বির্তক প্রতিযোগিতা, উপস্থাপন ও আলোচনা।

উপকরণ : পোস্টার পেপার, কর্মপত্র, ল্যাপটপ, পিপিটি স্লাইড।

কাজ – ১ : বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তির ব্যবহার পর্যালোচনা করা **সময় :** ৪০ মিনিট

প্রশিক্ষকের করণীয়

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন যে, এই অধিবেশনে বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তি ব্যবহারের গুরুত্ব এবং বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।
- অংশগ্রহণকারীগণকে প্রীতি বিতর্কের ঘোষণা দিন। অংশগ্রহণকারীগণকে দুই দলে ভাগ হতে বলুন। প্রতি দল থেকে ৩ জন করে বিতার্কিক ঠিক করতে এবং এদের মধ্যে থেকে দলনেতা নির্বাচন করতে বলুন।
- দলনেতা নির্বাচন করে দুই দলনেতাকে সামনে এনে টস করে পক্ষ/বিপক্ষ নির্বাচন করে বিতর্কের বিষয়সহ প্রদত্ত নির্দেশনাপত্র (**কর্মপত্র-১**) বিতরণ করুন।
- উভয় দলকে বিতর্কের প্রস্তুতির জন্যে ১৫ মিনিট সময় দিন।

বিতর্কের প্রস্তুতি গ্রহণকালে সহায়কের করণীয়:

✦ প্রস্তুতিকালে পাঠদানে প্রযুক্তি ব্যবহারের ধারণা প্রদানে ভাষিক কাজকে বিবেচনায় রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

✦ প্রযুক্তির প্রয়োগ সমর্থন করে বা সমর্থন করে না এরূপ ভাষিক কাজের উদাহরণ প্রয়োগ নিশ্চিত করবেন।

✦ ডিজিটাল কনটেন্ট বা প্রযুক্তির প্রয়োগ বলতে যে গতানুগতিক পিপিটি বুঝায় না বিষয়টি বিতর্কের উপস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত নিশ্চিত করবেন।

- প্রস্তুতি শেষে প্রদত্ত কর্মপত্র-১ অনুসরণ করে বিতর্ক প্রতিযোগিতা পরিচালনা করতে বলুন। বিতর্ক পরিচালনা করার জন্যে সহায়ককে তার কর্মপত্র-১ অনুসরণ করতে বলুন।

- বিতর্ক শেষে কোন ফলাফল না দিয়ে অনুচিন্তন ও আলোচনা করে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত করবেন।

অনুচিন্তনের মূলকথা:

- ✦ প্রযুক্তির প্রয়োগ বা ডিজিটাল কনটেন্ট বলতে গতানুগতিক পিপিটি কে বুঝায় না।
- ✦ প্রতিটি পাঠের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার শিখনের সহায়ক না।
- ✦ প্রযুক্তির প্রয়োগ নির্ভর করে পাঠদানের বিষয়বস্তু বা ভাষিক কাজের ধরনের ওপর।
- ✦ কার্যকর শিখনের লক্ষ্যে প্রযুক্তিনির্ভর উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্র সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক।

কাজ – ২ : বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা **সময় : ৩৫ মিনিট**

প্রশিক্ষকের করণীয়

- অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন যে, আমরা এখন বাংলা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বাংলা পাঠদানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ কী তার তালিকা তৈরি করতে যাচ্ছি। প্রথমে সংখ্যা অনুযায়ী অংশগ্রহণকারীগণকে নিম্নরূপ ৫টি দলে ভাগ করুন।

দল	শ্রেণি	
১	দ্বিতীয়	শিক্ষক প্রশিক্ষণের ১ম দিনের ৩য় অধিবেশনের কর্মপত্র উক্ত কর্মপত্রের শেষ কলামে **প্রযুক্তির প্রয়োগ (সহায়ক/সহায়ক না)** লিখে দিতে হবে।
২	তৃতীয়	
৩	চতুর্থ	
৪	পঞ্চম	

- প্রত্যেক দলকে পোস্টার পেপার, মার্কার ও ভাষিক কাজের তালিকা (১ম দিনের ২য় অধিবেশনে প্রদত্ত) বিতরণ করুন। পোস্টার পেপার বিতরণের সময় খেয়াল রাখুন একই শ্রেণির ওপর কাজ করা দল যেন একই রঙের পোস্টার পেপার পায়। বলুন, কোন কোন ভাষিক কাজে প্রযুক্তির ব্যবহার শিখনের সহায়ক হবে তা লিখতে হবে।

- প্রতিটি দলে একজন দলনেতা নির্বাচন করতে বলুন। আলোচনা রেকর্ড রাখার জন্য প্রতি দলে একজন নির্বাচন করুন।

- শ্রেণিভিত্তিক কাজ পাশাপাশি রেখে পাঁচ দলের কাজই একসঙ্গে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করুন যেন সকলেই সব দলের কাজ একইসঙ্গে দেখতে পান। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

আগামী দিনের জন্য বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপন নির্দেশনা

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন যে, আগামীকাল আমরা বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তির প্রয়োগ অনুশীলন করব,
- কর্মপত্র-১ এ উল্লিখিত প্রেক্ষাপটের প্রতিটি ২টা করে কপি করে লটারির মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের দিন। তাদের এবার জোড়া খুঁজে নিয়ে প্রেক্ষাপট আলোচনাপূর্বক প্রত্যেকে প্রদত্ত নির্ধারিত বিষয়ে ডিজিটাল কনটেন্ট (প্রযুক্তির প্রয়োগ) উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে আসতে বলুন।
- বলুন যে, আগামী দিন লটারির মাধ্যমে দৈবচয়নের মাধ্যমে পাঠ উপস্থাপন করার জন্য উপস্থাপনকারী নির্বাচন করা হবে। বিশেষভাবে বলুন যে, উপস্থাপনকালে অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থী উপস্থাপিত পাঠের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে চেকলিস্টে তথ্য লিপিবদ্ধ করবেন।

কর্মপত্র – ১

সহায়কের জন্যে বিতর্ক পরিচালনার গাইডলাইন প্রীতি-বিতর্ক বিতর্কের বিষয়: বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তির ব্যবহারই অন্যতম কার্যকর পন্থা/উপায়

দল গঠনের ও প্রস্তুতি পর্ব শেষ হওয়ার পরে সহায়ক একজন মডারেটর ও একজন সময় নিয়ন্ত্রককে ঠিক করে নেবেন। **বিতার্কিক সংখ্যা:** পক্ষ দল ও বিপক্ষ দল: প্রথম বক্তা, দ্বিতীয় বক্তা ও দলনেতা (৩ X ২) = ৬ জন **সময় নির্ধারক:** যার কাজ হবে প্রতি বক্তার জন্যে নির্ধারিত সময়ে ঘণ্টা বাজিয়ে সতর্ক করে দেওয়া। **মডারেটর:** মডারেটরের দায়িত্ব হবে অধিবেশন শুরু করা, নিয়মাবলি ও নির্ধারিত সময় বলে দেওয়া, বক্তাদের ক্রমানুসারে ডাকা ও অধিবেশন পরিচালনা করা। **নির্ধারিত সময় ও নিয়মাবলি হলো :**

১) বক্তব্য প্রদানকালে বাচনীয় ভাষা ব্যাবহার করতে হবে।

২) প্রতি বিতার্কিক বক্তব্য উপস্থাপনের জন্যে ৩ মিনিট করে সময় পাবেন। ২ মিনিটে সতর্ক সংকেত এবং ১ মিনিটে চূড়ান্ত সংকেত দেওয়া হবে।

৩) সকল সদস্যের বক্তব্য শোনার পরে দলীয় আলোচনা করার জন্যে ৫ মিনিট সময় পাবেন।

৪) এরপর যুক্তি খন্ডনের জন্যে প্রতি দলনেতা আরও ২ মিনিট করে সময় পাবেন।

৫) মডারেটর নিজ বিবেচনা অনুযায়ী প্রত্যেক বক্তাকে নির্ধারিত সময়ের বাইরেও ৩০ সেকেন্ড করে বাড়তি সময় Grace Time দিতে পারেন।

৬) দলনেতাদ্বয় যুক্তি খণ্ডনের নির্ধারিত সময়ে কোনো নতুন যুক্তি বা প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারবেন না।

বিতর্কের ১ম: বক্তা	সাধারণ উদ্দেশ্য	সময়
মডারেটর	✦ অধিবেশনের উদ্বোধন ও নিয়মাবলি, সময় নিয়ন্ত্রণ জানানো	২ মিনিট

পক্ষ দলের প্রথম বক্তা	✦ পাঠদানে প্রযুক্তি ব্যবহারের ধারণা প্রদান ও প্রারম্ভিক আলোচনা ✦ ভাষার দক্ষতা উন্নয়নে প্রযুক্তির ব্যবহারের যথার্থতা ব্যাখ্যা করা	৩ মিনিট
বিপক্ষ দলের প্রথম বক্তা	✦ একমাত্র উপায় বা পন্থা নয় এই মর্মে বক্তব্য উপস্থাপন ✦ ভাষার দক্ষতা উন্নয়নে প্রযুক্তির ব্যবহারের বিদ্যমান কাঠামোগত বাধা	৩ মিনিট
পক্ষ দলের দ্বিতীয় বক্তা	✦ ভাষিক কাজের উদাহরণ প্রদানের মাধ্যমে প্রযুক্তি ব্যবহারের গুরুত্বকে সমর্থন (উদাহরণস্বরূপ: যুক্ত বর্ণ; ধ্বনি সচেতনতা ইত্যাদি)	৩ মিনিট
বিপক্ষ দলের দ্বিতীয় বক্তা	✦ ভাষিক কাজের উদাহরণ প্রদানের মাধ্যমে প্রযুক্তি ব্যবহারের গুরুত্বকে অসমর্থন (উদাহরণস্বরূপ: গল্প বলা, কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি)	৩ মিনিট
পক্ষ দলের দলনেতা	✦ ডিজিটাল কনটেন্টের অভিজ্ঞতার আলোকে কার্যকর বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তি ব্যবহারের যৌক্তিকতা উপস্থাপন	৩ মিনিট
বিপক্ষ দলের দলনেতা	✦ ডিজিটাল কনটেন্টের অভিজ্ঞতার আলোকে কার্যকর বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তি ব্যবহার কেন পরস্পর বিরোধী তার ব্যাখ্যা উপস্থাপন	৩ মিনিট
দলীয় আলোচনা	✦ প্রতিপক্ষ দলের উপস্থাপিত যুক্তি বিচার ও বিশ্লেষণ	৩ মিনিট
পক্ষ দলের দলনেতা	✦ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রদান ও যুক্তি খণ্ডন	২ মিনিট
বিপক্ষ দলের দলনেতা	✦ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রদান ও যুক্তি খণ্ডন	২ মিনিট
মডারেটর	✦ সিদ্ধান্ত গ্রহণ : মডারেটর কোনো দলকে বিজয়ী ঘোষণা না করে বিষয়বস্তু/ভাষিক কাজের ধরনভেদে প্রযুক্তি ব্যবহারে ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।	৩ মিনিট

ষষ্ঠ দিন

[

- বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তি

বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ

বাংলা

- বাংলা বিষয়ে পাঠ পরিকল্পনা
- বাংলা বিষয়ে পাঠ পরিকল্পনা (চলমান)
- মুক্ত আলোচনা, প্রশিক্ষণোত্তর মূল্যায়ন ও সমাপনী

ষষ্ঠ দিন

প্রথম অধিবেশন : বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তির প্রয়োগ অনুশীলন

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

শিখনফল :

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তির প্রয়োগ অনুশীলন করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : দলগত কাজ, উপস্থাপন ও আলোচনা।

উপকরণ : কর্মপত্র-২, চেকলিস্ট, ল্যাপটপ, পিপিটি স্লাইড।

কাজ – ১ : বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তির প্রয়োগ **সময় :** ৯০ মিনিট

প্রশিক্ষকের করণীয়

- অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করুন এবং প্রশিক্ষণের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করুন।
- অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে গতদিনের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করুন। সাধারণ আলোচনার এক পর্যায়ে বলুন যে, গতদিনের সর্বশেষ অধিবেশনে আমরা বাংলা পাঠে প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেছি এবং জেনেছি যে,
  - ✦ প্রযুক্তির প্রয়োগ বা ডিজিটাল কনটেন্ট বলতে গতানুগতিক পিপিটিকে বুঝায় না।
  - ✦ প্রতিটি পাঠের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার শিখনের সহায়ক না।
  - ✦ প্রযুক্তির প্রয়োগ নির্ভর করে পাঠদানের বিষয়বস্তু বা ভাষিক কাজের ধরনের ওপর।
- আরও বলুন যে, গতদিনের প্রদত্ত কাজ অনুযায়ী আজ আমরা পাঠ উপস্থাপন করার জন্য নির্ধারিত বিষয়বস্তুর উপর প্রযুক্তির প্রয়োগ উপস্থাপনের প্রস্তুতি নিয়ে এসেছি।
- অংশগ্রহণকারীদের দলে আলোচনা ও পাঠ উপস্থাপনে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য ১৫ মিনিট সময় প্রদান করুন। ঘুরে ঘুরে দলীয়কাজ পর্যবেক্ষণ করুন।
- দলে আলোচনা শেষে পাঠ উপস্থাপনের জন্য লটারির মাধ্যমে উপস্থাপনকারী নির্বাচন করুন। নির্বাচিত অংশগ্রহণকারীকে উপস্থাপনের জন্য আহ্বান করুন। উপস্থাপনের জন্য সময় নির্ধারণ করুন ০৫ মিনিট।
- উপস্থাপনকালে অন্যান্য অংশগ্রহণকারীর পর্যবেক্ষণ করে ইতঃপূর্বে প্রদত্ত চেকলিস্টে অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করতে বলুন।
- উপস্থাপন শেষে কয়েকজনকে পর্যবেক্ষণ ও চেকলিস্টে রেকর্ডকৃত তথ্যের ভিত্তিতে উপস্থাপিত পাঠ বিশ্লেষণ করতে বলুন। কার্যকরভাবে উপস্থাপনের জন্য নিচের প্রশ্নের নিরিখে সম্ভাব্য দিক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করুন।
  - – উপস্থাপিত পাঠে প্রত্যাশিত শিখন/উদ্দেশ্য কতটা প্রতিফলিত হয়েছে?
  - – উপস্থাপিত পাঠে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে?
  - – বিভিন্ন শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদার কতটুকু উপস্থাপনায় প্রতিফলিত হয়েছে?

– প্রযুক্তির প্রয়োগ কতটা কার্যকর হয়েছে?
– প্রযুক্তির কার্যকর প্রয়োগে কতটুকু উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে? ইত্যাদি।

কর্মপত্র – ১
বাংলা পাঠে প্রযুক্তির প্রয়োগ
প্রেক্ষাপট

১. ধ্বনি সচেতনতা
২. বর্ণ চিহ্নিতকরণ
৩. বর্ণ লেখা
৪. সংকেত জেনে নেওয়া
৫. বর্ণ ও কার চিহ্নের মিলকরণ
৬. বর্ণ মিলিয়ে শব্দ তৈরি
৭. যুক্তব্যঞ্জন বর্ণ
৮. সঠিক উচ্চারণ
৯. ছবি পড়া
১০. ছবির পাঠ
১১. ছবি দেখে গল্প তৈরি করা
১২. ছক/ফরম পূরণ করা

পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট

বাংলা পাঠে প্রযুক্তির প্রয়োগ

ক্রম.	**পর্যবেক্ষণের নির্দেশক ক্ষেত্র/প্রশ্ন (৪ স্কেলের পরিবর্তে ২ টি স্কেল করলে শিক্ষকের জন্য সহজ হয়)**	**প্রযোজ্য ঘরে টিক চিহ্ন দিন**				
		সন্তোষজনক নয়	মোটামুটি সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	উত্তম	অতি উত্তম
১	নির্ধারিত কনটেন্ট/পাঠের জন্য প্রযুক্তির প্রয়োগ কতটা সহায়ক?					
২	প্রযুক্তির প্রয়োগের কৌশল কতটা যথাযথ হয়েছে?					

৩	উপস্থাপিত পাঠে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ কতটুকু রয়েছে?					
৪	ডিজিটাল কনটেন্টে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদার কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে?					
৫	প্রযুক্তির কার্যকর প্রয়োগে উন্নয়নের ক্ষেত্র:					

ষষ্ঠ দিন

দ্বিতীয় অধিবেশন : বাংলা বিষয়ে পাঠপরিকল্পনা

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

শিখনফল :

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ- ১. পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবেন।

২. শেখানো পরিকল্পনা অনুযায়ী উপকরণ তৈরি করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : প্রশ্নোত্তর, একক কাজ, দলীয় কাজ, উপস্থাপন, আলোচনা।

উপকরণ : আর্ট পেপার, বিভিন্ন রঙের সাইনপেন।

কাজ – ১ : পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন করা **সময় :** ৩০ মিনিট

প্রশিক্ষকের করণীয়

- অংশগ্রহণকারীদের এই প্রশিক্ষণ থেকে কী কী বিষয়ে ধারণা পেয়েছেন তা Key point এ বলতে বলুন। পরস্পর আলোচনা থেকে নিম্নরূপ তালিকা প্রণয়নে সহায়তা করুন।
    - ✦ বাংলা পাঠ্যপুস্তকের ভাষিক কাজ
    - ✦ কীভাবে শিক্ষার্থীদের ভাষাদক্ষতার বিকাশ হয়
    - ✦ বিভিন্ন ধরনের বিষয়বস্তু শিখন শেখানো কৌশল
    - ✦ পড়তে শেখার উপাদান ও শিখন শেখানো কৌশল
    - ✦ শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা উন্নয়নে সম্পূরক উপকরণ
    - ✦ বাংলা বিষয়ে শিক্ষার্থীর গাঠনিক মূল্যায়ন

- সকলকে তালিকাটি ভালোভাবে দেখতে বলুন। বলুন, আমরা এখন পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে যাচ্ছি যেখানে পড়তে শেখার ৫টি উপাদানের কাজসহ প্রণীত তালিকায় বর্ণিত সকল বিষয়ের প্রতিফলন থাকে। প্রয়োজনে প্রশ্নোত্তরে ধারণা প্রদান করুন।

- প্রশিক্ষণার্থীগণকে ছয়টি দলে ভাগ করে নিচে বর্ণিত বিভাজন অনুযায়ী পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে বলুন।

দল	শ্রেণি	পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর	পাঠ্যাংশ
১	প্রথম	বর্ণ শিখি **ক**	কল থেকে জল -------------------মজা করে।
২	দ্বিতীয়	ছবিতে গল্প : সুন্দরবন	অমি খুব ---------------------আছে কুমির।
৩	তৃতীয়	আদর্শ ছেলে	আমাদের দেশে---------------এই তার পণ।
৪	চতুর্থ	হাত ধুয়ে নাও	অন্তু খুব হাশিখুশি----খাবলে খেতে শুরু করে।
৫	পঞ্চম	অপেক্ষা	রুমা ও রুবা ----------------- ভরা থাকুক।

- প্রত্যেক দলে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সংস্করণ, পোস্টার পেপার, মার্কার পেন দিন। পাঠপরিকল্পনা প্রণয়নের সময় প্রয়োজনীয় সহায়তা করুন।

- প্রণীত পাঠপরিকল্পনা উপস্থাপন করতে বলুন এবং উপস্থাপনের পর পাঠপরিকল্পনাটি উন্নয়নের জন্য অন্য দলের পরামর্শ আহ্বান করুন।

- কোনো পরামর্শ থাকলে তা সংযোজন করতে বলুন।

কাজ – ২ : শেখানো পরিকল্পনা অনুযায়ী উপকরণ তৈরি করতে পারা **সময়** : ৬০ মিনিট

প্রশিক্ষকের করণীয়

- প্রণীত পাঠপরিকল্পনা অনুযায়ী উপকরণ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় আর্ট পেপার/পোস্টার পেপার, পেনসিল, বিভিন্ন রঙের সাইনপেন প্রতি দলে সরবরাহ করুন। উপকরণ তৈরির সময় প্রয়োজনীয় সহায়তা দিন।

- উপকরণ তৈরির পর প্রদর্শন করতে বলুন এবং অন্য দলের কোনো পরামর্শ থাকলে প্রয়োজনে উন্নয়ন সাধনে সহায়তা করুন।

- প্রণীত পাঠপরিকল্পনা অনুযায়ী শিখন শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার জন্য দলে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে বলুন। সবশেষে দলে আলোচনা করে যেকোনো একজনকে শিখন শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার জন্য নির্বাচন করুন।

ষষ্ঠ দিন

তৃতীয় অধিবেশন : বাংলা বিষয়ে শিখন শেখানো অনুশীলন

সময় : ১ ঘণ্ট ৪৫ মিনিট **শিখনফল**

:

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. বাংলা বিষয়ে শিখন শেখানো কৌশল অনুশীলন করতে পারবেন। **পদ্ধতি ও**

কৌশল : প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, উপস্থাপন, আলোচনা।

উপকরণ : শিখন শেখানো কার্যাবলির জন্য প্রণীত উপকরণ।

অধিবেশনের বিবরণ

কাজ – ১ : বাংলা ভাষা শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা **সময় :** ১০৫ মিনিট

প্রশিক্ষকের করণীয়

- পূর্বের অধিবেশনের যেকোনো একটি দলকে লটারির মাধ্যমে শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার জন্য নির্বাচন করুন। সংশ্লিষ্ট উপকরণ সহযোগে প্রণীত পাঠপরিকল্পনা অনুযায়ী নির্বাচিত শিক্ষককে শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা ও দলের অন্যদের শিক্ষার্থীর ভূমিকা পালন করতে বলুন।

- প্রত্যেক দলকে ১৫ মিনিট করে সময় নির্ধারণ করে দিন। প্রত্যেক দলকে আগে থেকেই পাঠের বিভিন্ন পর্যায় (দলগত ও একক পঠন অনুশীলন, গাঠনিক মূল্যায়ন পর্যায়, পাঠদানে ও মূল্যায়নে উপকরণের ব্যবহার, আইসিটির ব্যবহার, পরিকল্পিত কাজ প্রদান ইত্যাদি) অনুশীলন করার নির্দেশনা প্রদান করুন।
- প্রত্যেক দলের উপস্থাপন শেষে ৫মিনিট করে অধিবেশন পরিচালনার ওপর ফলাবর্তন প্রদানের সুযোগ রাখুন।

ষষ্ঠ দিন

চতুর্থ অধিবেশন : মুক্ত আলোচনা, প্রশিক্ষণোত্তর মূল্যায়ন ও সমাপনী

সময় : ১ ঘণ্টা

শিখনফল :

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

১. মুক্ত আলোচনায় প্রশিক্ষণ বিষয়ে নিজের অভিব্যক্তি বলতে পারবেন।

২. প্রশিক্ষণোত্তর মূল্যায়নে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজের অবস্থান জানতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : মুক্ত আলোচনা, বক্তৃতা।

উপকরণ : টেনিস বল, মূল্যায়ন পত্র।

কাজ – ১ : মুক্ত আলোচনায় প্রশিক্ষণ বিষয়ে নিজের অভিব্যক্তি বলা **সময় :** ৩০ মিনিট

প্রশিক্ষকের করণীয়

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন যে, এই অধিবেশনে আমরা মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণে বাংলা বিষয়ে নিজের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে কতটুকু ভূমিকা রেখেছে সেবিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করব।

- অংশগ্রহণকারীদের বৃত্তাকারে দাঁড়াতে বলুন। একটি টেনিস বল হাতে নিয়ে নির্দেশনা দিবেন। নির্দেশনাটি নিম্নরূপ-

আমার হাতে একটি টেনিস বল আছে। বলটি আমি প্রথমে একজন অংশগ্রহণকারীর নিকট ছুড়ে দেব। অংশগ্রহণকারী বলটি ধরবেন। এখন বলবেন - **আপনি এই প্রশিক্ষণ কোর্স থেকে নতুনভাবে শিখেছেন এমন ১টি বিষয় বলুন**।' তার বলার পর বলটি অন্য আরেকজনের দিকে ছুড়তে বলুন। বলটি ধরলে তাকেও নতুন কোনো অভিজ্ঞতা বলতে বলবেন। নির্দেশনা দিবেন যেন প্রত্যেকে নতুন অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। কোনো বিবৃতির পুনরাবৃত্তি করা যাবে না।

- সকলে প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা বলতে পারে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

কাজ – ২ : প্রশিক্ষণোত্তর মূল্যায়নে অংশগ্রহণ **সময় :** ৩০ মিনিট

প্রশিক্ষকের করণীয়

- অংশগ্রহণকারীগণের সংখ্যানুসারে পূর্বেই মূল্যায়ন পত্র ফটোকপি করে তা প্রত্যেককে একটি করে বিতরণ করুন।
- মূল্যায়নপত্রে দেওয়া নির্দেশনা পড়ে উত্তর লিখতে বলুন।
- নির্দিষ্ট সময় শেষে উত্তরপত্র সংগ্রহ করুন।
- প্রাক-মূল্যায়নের নম্বর ও প্রশিক্ষণোত্তর প্রাপ্ত নম্বরের তুলনামূলক লেখচিত্র অঙ্কন করে প্রশিক্ষণার্থীদের অর্জিত দক্ষতা উপস্থাপন করুন।

সমাপ্ত